বেহালা-শিক্ষা।

সুর ও সপ্তক।

ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—এই সাত সুরের সমষ্টিকে এক সপ্তক বলা হয়। ইহাদের সংক্ষিপ্ত নাম, লিখিবার সময়, সা ঋ গ ম প ধ নি—এইরূপ; মুখে বলিবার সময়, সা রে গা মা পা ধা নি—এইরূপ।

সুর অনেক আছে, কিন্তু সুরের নাম সাতটির বেশী আর নাই। খুব খাদ হইতে খুব চড়া পর্য্যন্ত সুরগুলির সকলের নাম লইতে হইলে, ক্রমাগত সা রে গা মা পা ধা নি, সা রে গা মা পা ধা নি, সা রে গা মা পা ধা নি,—এইরূপ বলিয়া যাইতে হয়। যতবার সা রে গা মা পা ধা নি বলা যায় তত সপ্তক সুর হয়। কণ্ঠে সাধারণতঃ তিন সপ্তক সুর পাওয়া যায়। এই তিনটি সপ্তকের তিনটি নাম আছে, যথা;—মন্দ্র বা উদারা, খাদ সপ্তক; মধ্য বা মুদারা, মাঝের সপ্তক; তার বা তারা, চড়া সপ্তক। লিখিবার সময় এই সকল সপ্তকের সুরকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিবার জন্য তারার সুরের মাথায়, এবং উদারার সুরের নীচে বিন্দু দিতে হয়। মুদারার সুরে কোন রূপ চিহ্ন দিতে হয় না।

তিন সপ্তকের অধিক সুর কণ্ঠে সচরাচর বাহির হয় না; কিন্তু যন্ত্রে পাওয়া যায়। মুদারার যত সপ্তক উপরে যাওয়া যায়, সুরের মাথায় ততগুলি বিন্দু দিয়া তাহার নাম লিখিতে হয়। আবার মুদারার যত সপ্তক নীচের সুর বুঝাইবার দরকার পড়ে, সেই সুরের নীচে ততগুলি বিন্দু দিতে হয়। যথা—

অত্যতিমন্দ্র সপ্তক।

সা ঋ গ ম প ধ নি
(প্রত্যেক সুরের নীচে তিন বিন্দু)

অতিমন্দ্র সপ্তক।

সা ঋ গ ম প ধ নি
(প্রত্যেক সুরের নীচে দুই বিন্দু)

মন্দ্র বা উদারা সপ্তক।

সা ঋ গ ম প ধ নি
(প্রত্যেক সুরের নীচে এক বিন্দু)

মধ্য বা মুদারা সপ্তক।

সা ঋ গ ম প ধ নি

তার বা তারা সপ্তক।

সা ঋ গ ম প ধ নি
(প্রত্যেক সুরের মাথায় এক বিন্দু)

অতিতার সপ্তক।

সা ঋ গ ম প ধ নি
(প্রত্যেক সুরের মাথায় দুই বিন্দু)

অত্যতিতার সপ্তক।

সা ঋ গ ম প ধ নি
(প্রত্যেক সুরের মাথায় তিন বিন্দু)

পিয়ানো যন্ত্রে এইরূপ সাত সপ্তক সুর থাকে। বেহালায় উদারার মধ্যম হইতে অত্যতিতারের মধ্যম পর্য্যন্ত চারি সপ্তক সুর পাওয়া যায়।

যন্ত্রের পরিচয়।

বেহালা যন্ত্রে চারিটি তার থাকে। ইহাদিগকে ডানদিক হইতে ক্রমান্বয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এই রূপে নির্দ্দেশ করিতে হয়।

প্রথম তারটি রেশম অথবা তাঁতের হইয়া থাকে। তাঁতের আওয়াজ অধিক মিষ্ট, কিন্তু রেশম বেশী মজবুত। বর্ষাকালে এদেশে তাঁতের তারগুলি বড়ই শীঘ্র শীঘ্র ছিঁড়ে; এজন্য ঐ সময়ে রেশমের তারই সকলে ব্যবহার করেন। শীতকালে তাঁতের তার ব্যবহার করা ভাল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তার খুব টিকে; সেখানে সারা বৎসর তাঁতের তার ব্যবহার করিলেও ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় তার তাঁতেরই ভাল। যদিচ কদাচিৎ এ সকল তারও রেশমের পাওয়া যায়, তথাপি তাহা ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ তাঁতের আওয়াজ অধিক মিষ্ট, আর এ দুটি তার তাঁতের হইলেও তত শীঘ্র ছিঁড়ে না।

চতুর্থ তারটি তাঁত অথবা রেশমের গায় তামা বা রূপার তার জড়াইয়া প্রস্তুত হয়।

তার গুলির এক দিক বেহালার আগায় এক একটি খুঁটিতে জড়ান থাকে। এই সকল খুঁটিকে বেহালার কাণ বলা হয়। কাণে পাক দিলে তার টান অথবা ঢিলা হয়; তাহাতে সেই তারের আওয়াজ চড়ে বা নামে।

তারের অপর দিক বেহালার গোড়ার কাছে মাছের ল্যাজের আকৃতি এক খণ্ড কাল কাঠে বাঁধা থাকে। এই কাঠ খানাকে টেইল্ পীন্ বলা হয়।

বেহালার মাঝখানে দু পায় ভর করিয়া আড়ভাগে দাঁড়াইয়া চিরুণীর আকৃতি এক খণ্ড কাঠ তারগুলিকে মাথায় বহন করে; উহার নাম ব্রিজ্। তারের সঙ্গে আর বেহালার সঙ্গে যোগ রক্ষা করাই এই ব্রিজের কাজ। তারের আওয়াজ নিতান্তই নিস্তেজ হইত, যদি বেহালা তাহার সঙ্গে যোগ না দিত। বাজাইবার সময় কোন শক্ত জিনিস দিয়া ব্রিজখানিকে এরূপ ভাবে চাপিয়া ধরা যাইতে পারে যে তারের কম্পন তাহার ভিতর দিয়া বেহালায় সংক্রমিত হইবার অবসর পায় না। এরূপ স্থলে যন্ত্রের আওয়াজ চাঁ চাঁ করিয়া অতি মৃদুস্বরে বাহির হয়। বাজাইবার সময় এইরূপে ব্রিজকে চাপিয়া ধরিবার জন্য মিউট্ নামক এক প্রকার জিনিস বাজারে পাওয়া যায়। যে স্থলে প্রতিবেশীকে অসন্তুষ্ট না করিয়া বেহালা বাজাইবার সুবিধা নাই, সে স্থলে বাদক এই মিউট্ ব্যবহার করিয়া সকল দিক বজায় রাখেন।

ব্রিজের দু পাশে, বেহালার উদরে, ইংরাজি *f* অক্ষরের আকৃতি দুটি ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র না থাকিলে বেহালার ভিতরকার বাতাসে কম্পন উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব হইত; আর তাহা হইলে বেহালার আওয়াজও অপেক্ষাকৃত হাল্কা এবং নাকি হইত। এই ছিদ্রগুলির নাম সাউণ্ড্ হোল্। ইহাদের মাঝখানটা *f* অক্ষরের মধ্যস্থলের ন্যায় একটু কাটা। এই কাটা স্থানের সহিত সমসূত্রে ব্রিজ্ বসে।

সাউণ্ড্ হোলের ভিতর দিয়া বেহালার ভিতরে চাহিয়া দেখিলে দুটি জিনিস চক্ষে পড়ে।

১। ব্রিজের ডান পায়ের নীচে একটা খুঁটি বেহালার বুক এবং পিঠের মাঝখানে ঠেকোর মতন হইয়া আছে। এই খুঁটির নাম সাউণ্ড্ পোষ্ট্। বেহালার চড়া তারগুলির সহিত তাহার পিঠের কাঠখানার সংযোগ করিয়া দেওয়া এই সাউণ্ড্ পোষ্টের কাজ। ব্রিজের ডান পায়ের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সাউণ্ড্ পোষ্টের স্থান।

২। ব্রিজের বাম পায়ের নীচে একখানি কাঠ লম্বালম্বি স্থাপিত। এই কাঠখানি বেহালার সামনের কাঠে শিরিষ দিয়া আঁটা। ব্রিজের বাম পদকে আশ্রয় দেওয়া এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেহালার সামনের কাঠখানার সহিত খাদ সুরের তারগুলির বিশেষ যোগ স্থাপন করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহার নাম বীম্।

বেহালার সামনের এবং পিঠের কাঠ দুখানির গুণ দুরকমের। সামনের কাঠখানা অপেক্ষাকৃত কোমল;

খাদ সুরের শ্লথ কম্পনগুলি তাহাতে সহজে উৎপন্ন হয়। পিছনের কাঠখানি একটু কঠিন; চড়া সুরের দ্রুত কম্পন গুলির পক্ষে তাহা অধিক উপযোগী।

বেহালার গলার সামনের দিকে একখানি লম্বা কাল কাঠ আছে। এই কাঠখানির অর্দ্ধেক গলার সঙ্গে শিরিষ দিয়া আঁটা। অপর অর্দ্ধেক গলার প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া বেহালার বুকের উপর দিয়া (অথচ বুক স্পর্শ না করিয়া) ব্রিজের দিকে অনেক দুর অবধি আসিয়াছে। বেহালার তারগুলি এই কাঠের সহিত প্রায় সমান্তরাল, এবং ইহার সন্নিহিত ভাবে অবস্থিত থাকে। বাজাইবার সময় বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা তারকে এই কাষ্ঠ খণ্ডের উপর টিপিয়া ধরিয়া প্রয়োজন মত উচু নীচু সুর বাহির করিতে হয়। ব্রিজের যত কাছাকাছি টিপ পড়ে, ততই চড়া সুর উৎপন্ন হয়; ব্রিজ হইতে যত দূরে টিপ পড়ে, ততই খাদ সুর পাওয়া যায়। এই কাষ্ঠ খণ্ডের নাম ফিঙ্গার্ বোর্ড্। ফিঙ্গার্ বোর্ডের উপরকার প্রান্তে আর একটি খুব ছোট কাল কাঠের টুকরা আছে, তাহার নাম নট্। নট্ হইতে ব্রিজ পর্য্যন্ত তারের যে অংশ তাহাই বাজে। নটের কার্য্য, তারের এই প্রান্তকে ফিঙ্গার্ বোর্ডে একেবারে সংলগ্ন হইতে না দেওয়া। নটের আর একটি কার্য্য এই যে, ঐ কাঠখানি আড় বাগে থাকাতে তারগুলি ক্রমে কাঠ কাটিয়া ভিতরে বসিয়া যাইতে পারে না।

বেহালার ছড়ির মধ্যে চারিটি জিনিস প্রণিধান যোগ্য। কাঠি, লোম, নট্, আর স্ক্রু। স্ক্রুতে পাক দিয়া লোম গুলিকে ইচ্ছা মত টান বা ঢিলা করা যায়। ছড়ির গোড়ার দিকে যে বড় কাষ্ঠ খণ্ড থাকে, তাহার নাম নট্।

হারমণিক্ সাধন ও সুর বাঁধা।

ষড়্জ হইতে পঞ্চম যতখানি চড়া, বেহালার প্রত্যেক তারের সুর হইতে তাহার অব্যবহিত ডাইনের তারের সুর ঠিক ততখানি চড়া। বেহালার ভালরূপ সুর বাঁধা থাকিলে তাহার পাশাপাশি যে কোন দুটি তারের সুর মিলিত হইয়া সুর পঞ্চমের কর্ড্ উৎপন্ন করে। এই 'সুর পঞ্চমের কর্ড'ই বেহালায় সুর বাঁধিবার উপায়। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর ইহার সঙ্গে পরিচয় থাকা সকল স্থলে সম্ভব নহে; সুতরাং আপাততঃ অন্য উপায়ে সুর বাঁধিবার চেষ্টা করা আবশ্যক হইতেছে।

বেহালার সুর বাঁধিবার জন্য পিচ্ পাইপ্ নামক এক প্রকার বাঁশী পাওয়া যায়। সেই বাঁশীতে চারিটি তারের জন্য চারিটি সুর আছে, তাহার সঙ্গে বেহালা বাঁধিয়া লইতে হয়। হারমোনিয়ম থাকিলে পিচ্ পাইপ্ অনাবশ্যক।

সুর বাঁধাই বাদ্যের ভিত্তি। সুতরাং ইহাকে আয়ত্ত করিতে কোনরূপ পরিশ্রমই অনাবশ্যক হইতে পারেনা। দুটি সুরের মধ্যে কোন্টি চড়া, কোন্টি খাদ, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা থাকিলেই সুর বাঁধা যায়। এই ক্ষমতা যাঁহার নাই, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে ইহা উপার্জ্জন করিতে হইবে, নচেৎ বেহালা শিক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। দুটি সুর শুনিয়া তাহার কোন্টি চড়া কোন্টি খাদ, তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করাই এই ক্ষমতা লাভের উপায়। হারমোনিয়মের সঙ্গে বেহালার সুর মিলাইবার সময় এ বিষয়ের যথেষ্ট চর্চ্চা হইবে।

হারমোনিয়মের যে সুরটি মুদারার পঞ্চম, তাহার সহিত বেহালার দ্বিতীয় তার সমসুর করিয়া বাঁধিতে হয়। আগে হারমোনিয়মের সুরটি ছাড়িতে আরম্ভ করুন। তার পর বেহালার তারে টোকা দিয়া দেখুন, তাহার সুর হারমোনিয়মের সুরের চাইতে চড়া, কি খাদ। তৎপর প্রয়োজন মত কাণ ঘুরাইয়া তারকে নামাইয়া বা চড়াইয়া লউন। এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—তারকে চড়াইতে বা নামাইতে হইলে, কাণ ঘুরাইবার পূর্ব্বে তারে টোকা দিবেন। তৎপর যতক্ষণ তারের আওয়াজটি থাকে, ততক্ষণ কাণ ঘুরাইতে পারেন। তার চুপ করিবার পূর্ব্বেই কাণের পাক থামাইতে হইবে। পুনরায় কাণ ঘুরাইবার দরকার হইলে আবার তারে টোকা দিয়া লইতে হইবে। যতক্ষণ তারটিতে আওয়াজ থাকে, ততক্ষণই তাহাকে চড়াইতে বা নামাইতে পারেন। নীরব তারে হস্তক্ষেপ একেবারে নিষেধ।

এই উপায়ে যথাসাধ্য সুর বাঁধিয়া তার পর ছড়ি ঘষিয়া পরীক্ষা করুন। ছুটি সুর যতই কাছাকাছি হয়, ততই তাহাদিগকে পৃথক্ শুনিয়া তাহাদের তফাৎ ধরা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু সেই সুর ছুটিকে এক সঙ্গে বাজাইলে তাহাদের অতি সূক্ষ্ম প্রভেদও ধরা পড়ে। যতক্ষণ সুর ছুটি অবিকল না মিলে, ততক্ষণ তাহাদের মিলিত আওয়াজের ভিতরে এক প্রকার কম্পন (beats) অনুভব করা যায়। প্রভেদ যত কমে, এই কম্পনের গতি ততই ঢিমা হইয়া আইসে। প্রভেদ না থাকিলে কম্পন থাকেনা।

একবার এই কম্পনের ব্যাপারটিকে চিনিতে পারিলে সুর মিলাইবার অব্যর্থ উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে হিসাবেই সুর বাঁধা হউকনা কেন (অর্থাৎ সমসুর, সুর অষ্টম, সুর পঞ্চম, সুর মধ্যম ইত্যাদির যে কোন অন্তর লইয়াই হউকনা কেন) এই কম্পনের ব্যাপার সকল স্থলেই পথ প্রদর্শক।

সমসুর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রথম হারমণিক্' বা 'অষ্টম' সাধন করিবেন। তারের ঠিক মধ্যস্থলে কোন নাতিস্থূল কোমল জিনিস (যেমন নেকড়া, পালক, অঙ্গুলির কোমল মাংসল অগ্রভাগ ইত্যাদি) অতিশয় হাল্কা ভাবে ছোঁয়াইয়া ছড়িদ্বারা তার ঘষিলে একটি নূতন সুর পাওয়া যায়। ঠিক মধ্যস্থলে স্পর্শ করিবার একটু ব্যত্যয় হইলেই আর সে সুরটি পরিষ্কার বাজে না, কিন্তু যথাস্থানে স্পর্শ করিতে পারিলে অতি মধুর ধ্বনি উৎপন্ন হয়। ইহাই তারের "প্রথম হারমণিক্"। তারের ঠিক মধ্যস্থলটি একবার যত্নপূর্ব্বক মাপিয়া, ফিঙ্গার বোর্ডে ছুরির আঁচড় দিয়া তাহার স্থানটি চিহ্নিত করিয়া লইবেন। তৎপর বার বার প্রথম হারমণিক বাজাইয়া তাহার সঙ্গে পরিচয় করিবেন।

খোলা তারকে ছড়ি দিয়া ঘষিলে যে সুর পাওয়া যায় তাহা তারের 'মূল সুর'। হারমোণিয়মের যে সুরকে আদর্শ লইয়া তারের সুরবাঁধা হইয়াছিল, সেই আদর্শের সহিত একবার তারের প্রথম হারমণিকের তুলনা করিয়া দেখুন (বলা বাহুল্য যে, এরূপ করিলে প্রকারান্তরে তারের মূল সুরের সহিত প্রথম হারমণিকের তুলনা করা হইল)। প্রথম হারমণিকটি যে আদর্শের চাইতে (সুতরাং তারের মূল সুরের চাইতে) অনেকখানি চড়া, এ কথা প্রথমেই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষ মনোযোগ দিলে দেখা যাইবে যে টাকার চাইতে আধুলি ঢের ছোট হইয়াও যেমন চেহারায় অবিকল টাকার অনুরূপ, সেইরূপ আদর্শের চাইতে প্রথম হারমণিক অনেক চড়া হইয়াও শুনিতে তাহারই অনুরূপ। আদর্শের উপর কার অষ্টম স্থানীয় সাদা পর্দ্দাটির সহিত প্রথম হারমণিকের সুর মিলে। সুতরাং ইহাকে আদর্শের (কাজেই তারের মূল সুরেরও) উপরকার অষ্টম বলা হয়। তারের মূল সুর প্রথম হারমণিকের খাদ অষ্টম।

হারমোনিয়ম অথবা পিচ্ পাইপের সঙ্গে বেহালা মিলাইবার সময় গলার আওয়াজ তাহার সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিবেন। শুনিবামাত্র যে কোন সুরকে গলায় আনিতে পারার নিতান্তই দরকার। একাজটি আয়ত্ত হইলে যে কোন সুরের খাদ এবং চড়া অষ্টম কণ্ঠে আদায় করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বেহালার যে কোন তারের মূল সুরের সহিত গলা মিলাইয়া, তার পরেই তাহার প্রথম হারমণিকের সহিত গলা মিলাইতে পারিলেই ঐ মূল সুরের অষ্টম আদায় হইল। আবার, কোন তারের প্রথম হারমণিকের সহিত গলা মিলাইয়া, তার পরেই তাহার মূল সুরের সহিত গলা মিলাইলেই ঐ প্রথম হারমণিকের খাদ অষ্টম আদায় হইল। বিবেচনা পূর্ব্বক বার বার বেহালার সুর পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে (অর্থাৎ তারকে চড়াইয়া বা নামাইয়া লইলে) বেহালার সাহায্যে ছুই প্রকারের অষ্টম অতি সহজে আয়ত্ত হইবে। তৎপর যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে, কেবল মাত্র নিজের স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, কণ্ঠে নানারূপ সুর এবং তাহাদের অষ্টম আদায় করিতে চেষ্টা করা উচিত।

সমসুর এবং ছুই প্রকারের অষ্টম ভালরূপ আয়ত্ত না হইলে বেহালা শিক্ষা সহজে হইবে না। সুতরাং এস্থলে কোন ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির সাহায্য লইবার সুবিধা হইলে ভালই। যাঁহার সে সুবিধা নাই, তিনিও অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে শীঘ্রই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন।

বেহালার প্রথম তারকে তারার ঋ, দ্বিতীয় তারকে মুদারার প, তৃতীয়কে মুদারার সা, চতুর্থকে উদারার ম সুরে বাঁধিয়া আপাততঃ বেহালা শিক্ষা আরম্ভ করা যাউক। পিচ্ পাইপের সুর সাধারণতঃ ইহা হইতে বিভিন্ন থাকে

(প, ঋ, ধ, গ)। সুতরাং পিচ্ পাইপের সাহায্যে সুর বাঁধিতে হইলে ঐরূপ বিভিন্ন সুরেই বাঁধিবেন। আসল কথা, যেরূপ ওজনেই বেহালা বাঁধা হউকনা কেন, সুরটি ঠিক বাঁধা হইলেই হইল। বাজাইবার সময় আমরা প্রথম তারকে ঋ, দ্বিতীয় তারকে প, তৃতীয় তারকে সা, চতুর্থ তারকে ম, এইরূপ মনে করিয়াই আপাততঃ বাজাইব।

এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সুর লইয়া তাহার সঙ্গে বেহালার এক একটি তার মিলান শিক্ষার্থির পক্ষে সহজ, এবং আপাততঃ কিছু দিন তাহাতেই কাজ চলিবে। কিন্তু ইহা সুর বাঁধার প্রশস্ত উপায় নহে। হারমোনিয়ম ইত্যাদি যন্ত্রের সুর একেবারে নির্দ্দোষ হয় না; সুতরাং তাহার সহিত বেহালা মিলাইলে তাহাতেও সেই দোষ থাকিয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট একটি সুরের সহিত বেহালার একটি তার মিলাইয়া লইলে, বেহালার সুরের ওজন স্থির হইতে পারে; কিন্তু বাহিরের সুর হইতে ইহার অধিক সাহায্য লওয়া অনুচিত।

সমসুর এবং অষ্টম সাধিবার সময় ইহা অবশ্যই দেখিয়াছেন যে, দুটি সুর অবিকল মিলিলে শুনিতে খুব মিষ্ট হয়, এবং একটি সুর আর তাহার অষ্টম এক সঙ্গে বাজিলেও খুব মিষ্ট শুনায়। ষড়্জ আর পঞ্চম এক সঙ্গে বাজিলেও কতকটা এইরূপ মিষ্ট শুনায়। ইহাকেই বলে 'সুর পঞ্চমের কর্ড'। বেহালার তারগুলিকে এরূপ ওজনে চড়াইয়া বাঁধিতে হয়, যেন তাহার পাশাপাশি যে কোন দুটি তারকে এক সঙ্গে বাজাইলে এই সুর পঞ্চমের কর্ড্ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, সমসুর এবং সুর অষ্টমের মিলন যেমন সহজে বুঝা যায়, সুর পঞ্চমের মিলন তেমন সহজে বুঝা যায় না। অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে ক্রমে ইহার জ্ঞান আপনা হইতেই আসিবে; কিন্তু যত দিন সে জ্ঞান না জন্মে, তত দিন অন্য উপায়ে সুর বাঁধা ভিন্ন গতি নাই।

হারমণিকের সাহায্যে বেহালায় সুর বাঁধা যায়। ইহাতে হারমোনিয়ম অথবা পিচ্ পাইপের প্রয়োজন হয় না, অথচ বিষয়টি প্রথম শিক্ষার্থির পক্ষেও নিতান্ত কঠিন নহে। সুতরাং এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ চর্চ্চা বাঞ্ছনীয় বোধ হইতেছে।

ঠিক মধ্যস্থলে ছুঁইয়া যে উপায়ে প্রথম হারমণিক পাওয়া যায়, নটের দিক হইতে তারের এক তৃতীয়াংশ বাদ দিয়া ঠিক সেই প্রণালীতে বাজাইলে তারের দ্বিতীয় হারমণিক পাওয়া যায়। ইহার স্থানটিও একবার যত্নপূর্ব্বক মাপিয়া চিহ্নিত করিয়া লইবেন। তৎপরে বারম্বার প্রত্যেক তারের প্রথম ও দ্বিতীয় হারমণিক সাধন করিবেন।

এইরূপে প্রত্যেক তারের দুটি হারমণিকের সহিত পরিচয় হইলে, হাতে না ছুঁইয়া ইহাদিগকে পাইবার ব্যবস্থা করা ভাল। অতি ক্ষুদ্র একটি নেকড়ার পলিতার গোড়ায় অতিশয় ক্ষুদ্র এক টুকরা মম লাগাইয়া লইলে সেই পলিতাটিকে সহজেই যে কোন স্থানে বসাইয়া দেওয়া যায়। হারমণিক বাজাইতে যেখানে ছুঁইতে হয়, সেই স্থান ঘেঁসিয়া উক্ত উপায়ে ফিঙ্গার বোর্ডের উপর একটি পলিতা বসাইয়া দিতে পারিলে এই পলিতার সাহায্যে হারমণিক পাওয়া যায়। তখন হারমণিক বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাম হাত বেহালার কাণ ঘুরাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

একটি লবঙ্গের সমান বড় একটি পলিতার গোড়ায় সেই লবঙ্গের মাথাটির সমান বড় একটি মমের মাথা যুড়িয়া একটি কৃত্রিম লবঙ্গ প্রস্তুত করা অতি সহজ কাজ। এইরূপ দুই তিনটি প্রস্তুত করিয়া রাখিলে তাহাদ্বারা অনেক দিন কাজ চলিতে পারে। এই পলিতার সাহায্যে হারমণিক অভ্যস্ত হইলে নিম্ন লিখিত বিষয়ে মনোযোগ দিবেন।

এক তারের দ্বিতীয় হারমণিক, আর তাহার ডাইনের তারের প্রথম হারমণিক যদি সমসুর হয়, তবে সেই দুটি তারের মূল সুরে সুর পঞ্চমের কর্ড্ হইবে। মনে করুন যেন দ্বিতীয় তারটিকে কোন নির্দ্দিষ্ট ওজনে বাঁধা হইয়াছে। এখন দ্বিতীয় তারের দ্বিতীয় হারমণিক আর প্রথম তারের প্রথম হারমণিকের স্থানে যত্নপূর্ব্বক পলিতা বসাইয়া সাবধানে ছড়ি ঘষিয়া এই দুটি হারমণিককে সমসুর করুন। অবশ্য, দ্বিতীয় তারে আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে হইবে না, প্রথম তারটিকেই আবশ্যক মত চড়াইতে বা নামাইতে হইবে। পলিতা থাকায় এস্থলে

ঠোকাও চলিবেনা, ছড়ি ঘষিয়াই কাজ হইবে। পলিতা যদি ঠিক বসান হইয়া থাকে, তাহা হইলে হারমণিক ছুটি ঠিক সমস্বর হইলেই ঐ দুই তারের সুর বাঁধা হইবে। তৎপর পলিতা উঠাইয়া দ্বিতীয় তারের প্রথম হারমণিক আর তৃতীয় তারের দ্বিতীয় হারমণিক সমস্বর করুন। দ্বিতীয় তারে হস্তক্ষেপ করিবেন না; যাহা কিছু চড়ান বা নামানর দরকার তাহা তৃতীয় তারেই করিবেন। অতঃপর পুনরায় পলিতা উঠাইয়া তৃতীয় তারের প্রথম হারমণিক ও চতুর্থ তারের দ্বিতীয় হারমণিককে সমস্বর করুন। তৃতীয় তারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। বামের তারের দ্বিতীয় হারমণিক, আর ডাইনের তারের প্রথম হারমণিক সমস্বর হইবে, আর যে তারের সুর একবার বাঁধা হইয়াছে তাহাতে হস্তক্ষেপ নিষেধ; এই দুটি কথা সাবধানে স্মরণ রাখিবেন।

পলিতা বসাইবার সময় বিশেষ সতর্ক হইবেন, যেন পলিতাটি ঠিক সোজা হইয়া বসে। তারের ডাইনে অথবা বামে পলিতা বসিবে, আর তাহা তারকে খালি স্পর্শ করিয়া থাকিবে—বেশী চাপিয়া বসিবার দরকার নাই। পলিতাটি বেশী কড়া না হয়, আর তাহার মমের অংশ যেন তারকে স্পর্শ না করে।

যে উপায়েই সুর বাঁধা হউক, সুর বাঁধা হইলে পর ক্রমাগত পাশাপাশি তারগুলিকে ঘষিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, সুরপঞ্চমের মিলনটা কি,—তাহার মিষ্টতা কোথায়। এ বিষয়ের চর্চ্চার কোন সুযোগ অবহেলা করিবেন না, কৃতকার্য্যতা আপনা হইতেই আসিবে।

যন্ত্র ধারণ বাদন ইত্যাদির পদ্ধতি।

বেহালাখানি হাতে লইয়াই প্রথম কার্য্য ব্রিজ্ পরীক্ষা। ব্রিজ্ ঠিক্ সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। পিছনের দিকে এক চুল হেলিয়া থাকা মন্দ নহে, কিন্তু সামনে হেলা বড় দোষ।

বাম হস্তের বৃদ্ধার প্রথম পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর গোড়া দ্বারা বেহালার গলা টিপিয়া ধরিতে হয়। এই দুই আঙ্গুলের মাঝখানে, বেহালার ঘাড়ের নীচে, এতটা ফাঁক থাকে যে ইচ্ছা করিলে তাহার মধ্যে একটা আঙ্গুল ঢুকাইয়া দেওয়া যায়। কনুই বাদকের সামনে আইসে। হাতের কব্জি বেহালার কানা হইতে দূরে থাকে; অথচ হাতের তেলোকে ঘুরাইয়া ফিঙ্গারবোর্ডের একেবারে পাশে আনিতে হয়—যাহাতে আঙ্গুল অতি সহজেই তারের উপর পড়িতে পায়।

টেইল্‌পীসের অব্যবহিত বামে বেহালার উদরের নিম্নপ্রান্তে দাড়ির বাম পার্শ্ব স্থাপন করিতে হয়। দাড়ি এবং কণ্ঠমূলের পাশের হাড় (collar bone) খানি দ্বারা বেহালার কানা বেশ মজবুত ভাবে চাপিয়া ধরিতে হয়। এতটা মজবুত করিয়া ধরা চাই, যেন হাত ছাড়িয়া দিলেও বেহালাখানা না পড়িয়া যায়; অথচ সাবধান হওয়া চাই যেন বেহালার উদরে কোনরূপ চাপ না পড়ে। বাজাইবার সময় বেহালা তুলাদণ্ডের ন্যায় সমান (horizontal) থাকিবে আর বাদকের সামনের দিক লক্ষ্য করিবে। বাম হস্তের আগাগোড়াই শূন্যে রাখিবেন, তাহাকে দুর্ব্বল ভাবে পঞ্জরে লীন হইয়া থাকিতে দিবেন না।

ছড়ির লোম ঢিলা থাকিলে, বাজাইবার সময় স্ক্রু ঘুরাইয়া তাহাকে আবশ্যক মত টান করিয়া লইতে হয়। খুব বেশী টান করা ভাল নহে। ছড়ির কাঠি যে স্বভাবতঃ পিছনের দিকে বাঁকিয়া থাকে, সেই ভাবটি যাহাতে লোপ পায়, এত টান করিতে নাই। ভাল ছড়ির কাঠি হইতে লোম ⅛ ইঞ্চি ফাঁক হইলেই যথেষ্ট টান হয়।

ছড়ির যে স্থানে খানিকটা সূতা চামড়া বা কাপড় জড়ান থাকে, সেই স্থানে ছড়ি ধরিতে হয়। ডান হাতের বৃদ্ধা, মধ্যমা ও অনামিকার সাহায্যে ছড়িখানাকে ধরুন। এইরূপ করিয়া ধরিলে ছড়ির আগার দিকটা বড়ই ভারি বোধ হইবে; কণিষ্ঠার ঠেস্ দিয়া সেই দোষ নিবারণ করুন। তৎপর তর্জ্জনীর চাপে ছড়ি স্থির করুন। ছড়ির কাঠি কণিষ্ঠার অগ্রভাগে, অনামিকা ও বৃদ্ধার প্রথম পর্ব্বে, মধ্যমার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের সন্ধিস্থলে, এবং তর্জ্জনীর দ্বিতীয় পর্ব্বে সংলগ্ন থাকিবে। আঙ্গুলগুলি যাহাতে আড়ষ্ট হইয়া না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

ব্রিজ্ হইতে অনুমান দেড় ইঞ্চি দূরে ছড়ি ঘষিবার স্থান। ছড়ির কাঠি সামনে খুব হেলাইয়া লোমের এক পাশ দিয়া অতি মোলায়ম ঘষাটি দিতে হয়। ছড়ি সর্ব্বদা ব্রিজের সমান্তর (parallel) থাকিবে; একটুও তেরছা চলিলে হইবে না। বাজাইবার সময় কনুইর ঊর্দ্ধে বাহু যথাসম্ভব স্থির থাকিবে।

ছড়ি যখন যে দিকে চলে, হাতের কব্জি ক্রমে তাহার উল্টা দিকে বাঁকাইতে হয় নচেৎ ছড়ি তেরছা হইয়া যায়। মনে করুন, নীচ মুখী ছড়ি টানা হইবে, এবং ছড়ির একেবারে গোড়া হইতে টান আরম্ভ হইতেছে। এই মুহূর্ত্তে কব্জির পৃষ্ঠদেশ উচু হইয়া থাকিবে; আর কব্জির সামনের দিক—যে দিকে নাড়ী দেখিবার স্থান—খাল থাকিবে। তৎপরে ছড়ি যতই নিচ মুখী যাইবে, কব্জির বক্রভাব ততই কমিয়া, মাঝা মাঝি এক স্থানে কব্জি সোজা হইবে। ছড়ি আরো নীচের দিকে গেলে কব্জি বিপরীত দিকে বাঁকিতে আরম্ভ হইবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত এই বিপরীত বক্রভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে।

দাঁড়াইয়া বাজানই ভাল। প্রথমে দর্পণের সম্মুখে সাধন করা মন্দ নহে। কারণ তাহা হইলে বেহালা এবং ছড়ি ঠিক ধরা হইল কি না, বুঝিতে পারা যায়, আর মুদ্রা দোষ জন্মিবার আশঙ্কা কম থাকে।

যন্ত্রের স্থর সর্ব্বদাই বাঁধা থাকিবে। বাদ্য শেষ হইয়া গেলেও তার ঢিলা করিয়া রাখিবেন না। ইহাতে যন্ত্রের আওয়াজ ভাল হয়।

বেহালার জন্য প্রাত্যহিক দুই ঘণ্টা সময় দিতে পারিলেই ভাল। ক্রমাগত অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজানর চাইতে, অল্প অল্প করিয়া বারম্বার বাজাইলে বেশী কাজ দেয়। এক কালে ২ ঘণ্টা ১ ঘণ্টা কি ½ ঘণ্টা সময় সকলের যোটে না; কিন্তু হাজার কাজ থাকিলেও, ৫ মিনিট সময় দিনের মধ্যে অনেক বারই পাওয়া যায়। ঐ পাঁচ মিনিট বেহালার জন্য দিলে অনেক উপকার পাইবেন।

যতক্ষণ বাজাইতে ভাল লাগে, ততক্ষণ মনোযোগ থাকে। তদতিরিক্ত পরিশ্রম অনর্থক। শরীর মনের অবস্থা অনুকূল না থাকিলে বাজান, অথবা আন্দাজি এলোমেলো বাজান নিষেধ।

বাদ্যান্তে ছড়ি ঢিলা করিয়া রাখিতে হইবে; কিন্তু এত ঢিলা নয়, যে ছড়ির চুল ঝুলিয়া পড়ে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রজন ঘষা ভাল। সদ্যঃ রজন ঘষার চাইতে ইহাতে যন্ত্র বেশী ভাল বাজে। রজন কড়া হওয়া ভাল নহে, একটু কোমল হওয়া ভাল। রজনকে চুলের উপর না ঘষিয়া, চুলকে রজনের উপর ঘষিতে হইবে। বাম হস্তে রজনটুকুকে দৃঢ় নিশ্চল ভাবে ধরিবেন। তৎপরে ডান হাতে ছড়ির গোড়া ধরিয়া রজনের উপর লম্বা লম্বা ঘষা দিবেন—একেবারে ছড়ির আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত এক এক ঘষা। মাঝখানে থামিলে চুলে রজন সমান ভাবে লাগিবেনা।

মাত্রা।

একটি ট্যাঁক ঘড়ি কাণের কাছে ধরিয়া তাহার টিক্ টিক্ শব্দগুলি গণিতে থাকুন। একধার হইতে ক্রমাগত না গণিয়া চারিটি করিয়া গণিবেন;—১ ২ ৩ ৪, ১ ২ ৩ ৪, ১ ২ ৩ ৪—এইরূপ।

সাধারণতঃ ট্যাঁক ঘড়িতে সেকেণ্ডে চারিটি করিয়া টিক্ শব্দ হয়। ইহার প্রথমটিকে 'টা', দ্বিতীয়টিকে 'ফা', তৃতীয়টিকে 'টে', চতুর্থটিকে 'ফে'—এইরূপ নাম দেওয়া যাউক।

১ ২ ৩ ৪, ১ ২ ৩ ৪, এই রূপে গণা অভ্যাস হইলে, সংখ্যার পরিবর্ত্তে প্রত্যেকটি টিকের নাম তাহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করুন। তাহা হইলে

টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে,—এইরূপ একটি বোল উৎপন্ন হইবে। বিশেষ সতর্ক হইবেন, যেন প্রত্যেকটি টিকের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামটি লওয়া হয়—একচুল এদিক সেদিক হইলে চলিবেনা।

এটি অভ্যস্ত হইলে ফা আর ফে'র সময় নীরব থাকিয়া শুধু টা আর টে'গুলি উচ্চারণ করিতে শিখুন ;—

টা টে টা টে টা টে টা টে টা টে টা টে—এইরূপ।

অতঃপর খালি টা'গুলি উচ্চারণ করিয়া অন্য সকল স্থলে নীরব থাকা অভ্যাস করা চাই ;—

টা টা টা টা টা টা টা টা—এইরূপ।

মনোযোগ এবং অধ্যবসায়ের সহিত কিছুকাল এই বোল গুলি সাধন করিলে, ঘড়ি ছাড়াও ঘড়ির ন্যায় ঠিক সমান ওজনে ইহাদের আবৃত্তি করার ক্ষমতা জন্মিবে। এই ক্ষমতারই নামান্তর 'মাত্রা বোধ'। মাত্রা বোধ জন্মিলে মুখে বোল না আওড়াইয়া পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা আস্তে আস্তে মাটিতে টোকা দিয়া মাত্রা অভ্যাস করিবেন।

টা'য় মাটিতে পা ফেলা, আর টে'তে তোলা, এইরূপ করিয়া টোকা দিলে

টা টা টা টা——হইবে।

টা'য় ফেলা, ফা'য় তোলা ; আবার, টে'তে ফেলা, ফে'তে তোলা, এইরূপ করিলে

টা টে টা টে. টা টে——হইবে।

প্রত্যেকটি টিকে এক একটি টোকা দিলে

টাফা টেফে টাফা টেফে——হইবে।

শেষ সাধনটিতে পা উঠাইবার স্থলগুলিকে না আর নে বলিলে টানাফানাটেনেফেনে টানাফানাটেনেফেনে এইরূপ একটি বোল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সহজেই দেখা যায় যে 'টা টা' সাধিতে এক এক সেকেণ্ড্ অন্তর টোকা পড়ে। 'টা টে' সাধিতে আধ সেকেণ্ড্, এবং 'টাফাটেফে' সাধিতে সিকি সেকেণ্ড্ অন্তর টোকা পড়ে।

মাত্রা বোধ জন্মিলে ঘড়ির সাহায্য লওয়া অনাবশ্যক। বিশেষতঃ সঙ্গীতে ঘড়ি ধরিয়া কাজ হয় না। সুতরাং সঙ্গীতে 'সেকেণ্ড' শব্দ ব্যবহারের রীতি নাই ; তৎপরিবর্ত্তে 'মাত্রা' শব্দ ব্যবহার হয়। যাঁহার মাত্রা বোধ জন্মিয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিলেই যে কোন সাধনকে ঘড়ির গতির অপেক্ষায় ধীরে ধীরে অথবা তাড়াতাড়ি বাজাইতে পারেন। আর কাজেও বাদককে সর্ব্বদা সেইরূপ করিতে হয়। সুতরাং মাত্রার কোন একটা মূল্য নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হয় না। একবার যে কোন ওজনে মাত্রা দিতে আরম্ভ করিলেই, সেই সময়ের জন্য মাত্রার একটা মূল্য দাঁড়ায়, এবং আরব্ধ কার্য্য শেষ হইয়া পর্য্যন্ত সেই মূল্য স্থির রাখিতে হয়। বাদ্যের আদ্যন্ত এইরূপ মাত্রার ওজন ঠিক রাখার নামই 'লয়'।

সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার চলিত প্রণালীতে মাত্রার সঙ্কেত (ˈ) এইরূপ। আˈ এইরূপ লিখিবার অর্থ এই হয় যে একটা টা'র সঙ্গে 'আ' শব্দ আরম্ভ হইয়া তৎপরবর্ত্তী ফা টে ফে পর্য্যন্ত তাহার রেস্ থাকিবে, তৎপর চুপ করিতে হইবে। লাˈˈˈ ইহার অর্থ এই যে একটা টা'য় 'লা' আরম্ভ হইয়া তাহার রেস্ তৎপরবর্ত্তী ফাটেফে টাফাটেফে টাফাটেফে পর্য্যন্ত অর্থাৎ তিন মাত্রা সময় লইয়া থাকিবে——

		টা	ফা	টে	ফে	টা	ফা	টে	ফে	টা	ফা	টে	ফে
লাˈˈˈ	=	লা -	আ -	আ -	আ -	আ -	আ -	আ -	আ -	আ -	আ -	আ -	আ

সাধন—(লম্বা দাঁড়িগুলি মাত্রা গণিবার সুবিধার জন্য। ইহাদের আর কোন অর্থ নাই।)

মাত্রা—টা টা টা টা | টা টা টা টা | টা টা টা টা | টা টা টা টা |
ı ı ı ı | ı ı ı ı | ı ıı ı | ı ı ıı
লা লা লা লা | লা লা লা লা | লা লা - লা | লা লা লা - |

মাত্রা—টা টা টা টা | টা টা টা টা | টা টা টা টা | টা টা টা টা ||
ıııı | ııı ı | ıı ı ı | ıı ıı
লা - - - | লা - - লা | লা - লা লা | লা - লা - ||

আধ মাত্রার সঙ্কেত (ᵕ) এইরূপ; সিকি মাত্রার সঙ্কেত (×) এইরূপ। টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে ইত্যাদি অক্ষরগুলির যেটিতে সিকি মাত্রা স্থায়ী ধ্বনির আরম্ভ, তাহাতেই তাহার শেষ। আধ মাত্রা স্থায়ী ধ্বনি ঐরূপ দুটি অক্ষরের সময় অধিকার করে।

ᵕ ᵕ ı ᵕ ᵕ ı | ᵕ × × ᵕ × × ᵕ × × × × × × ||
লা লা লা লা লা লা | লা লা লা লা লা লা লা লা লা লা লা লা লা ||

এই পংক্তি মাত্রার সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রণালীতে সাধিতে হয়—

মাত্রা*—টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে |
ᵕ ᵕ ı ᵕ ᵕ ı
লা - লা - লা - - - লা - লা - লা - - - |

মাত্রা—টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে ||
ᵕ × × ᵕ × × ᵕ × × × × × ×
লা - লা লা লা - লা লা লা - লা লা লা লা লা লা ||

সাধন।

মাত্রা—টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে টা ফা টে ফে |
ᵕ ᵕ ᵕ × × ᵕ × × ᵕ ᵕ
বী - ণা - পু - স্ত ক র - ঞ্জি ত হ - স্তে - |

× × × × ᵕ × × ᵕ × × ᵕ ᵕ
ভ গ ব তি ভা - র তি দে - বি ন ম - স্তে - |

× × ᵕ × × ᵕ × × ᵕ × × ᵕ
ন গ জা - ন গ জা - দ য়ি তা - দ য়ি তা - |

× × ᵕ × × ᵕ × × ᵕ × × ᵕ
বি গ তং - বি গ তং - ল লি তং - ল লি তং - |

ᵕ×× ᵕ× × ᵕ×× ᵕᵕ | ᵕ××ᵕ ᵕ ᵕ × × ᵕ ᵕ |
গর্জ্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং | চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোহহং |

ᵕᵕ ×× ×× ᵕ××ᵕᵕ | ᵕ ᵕ ᵕᵕ ×× ××ᵕ ᵕ ||
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ | ক ত্বং কাহং ক্ব চ জলপাতঃ ||

প্রাথমিক ছড়ি সাধন।

প্রথমে অন্য দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, যাহাতে ছড়ি যথাস্থানে ব্রিজের সহিত সমান্তরাল (parallel) থাকিয়া স্থির ভাবে চলে, তাহার কিঞ্চিৎ সাধন আবশ্যক।

---

* মাত্রার আঘাত কেবল 'টা' গুলির উপরেই পড়িবে। মাত্রা দিবার সময় খালি 'টা' গুলির উপরেই এখন হইতে টোকা দিবেন; অন্য অক্ষরের হিসাব মনে মনে রাখিবেন।

আপাততঃ ছড়ি একটু দৃঢ় ভাবে ধারণ করাই ভাল; কিন্তু ঘষাটি পড়িবে খুব মোলায়ম। ছড়ি ঠিক চলে কিনা তাহা যেমন দেখিবেন, আওয়াজ যাহাতে কম্পনশূন্য হয়, অর্থাৎ বাজাইবার সময় ছড়ির চাপ একবার কম একবার বেশী না হয়, তৎপক্ষে তেমনি যত্ন করিবেন। চুলের একটি পাশ মাত্র তার স্পর্শ করিবে। চুলগুলি ফিতার আকারে সজ্জিত থাকে। মনে করুন যেন এই ফিতার পাশে ভয়ানক ধার আছে; সেই ধারাল ফিতাদ্বারা তারটিকে ঘষিতে হইবে, অথচ তার না কাটা চাই। ছড়ির কাঠি বেহালার আগার দিকে খুব ঝুঁকিয়া থাকিবে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

নিম্ন লিখিত সাধনগুলিকে নিজের সুবিধা মতন মাঝারি ওজনে ধরিয়া ক্রমে তাড়াতাড়ি বাজাইবেন; তৎপর আবার ঐ মাঝারি ওজনে ধরিয়া ক্রমে আরো ধীরে ধীরে বাজাইবেন। তাড়াতাড়ি বাজাইবার সময় ছড়ি স্থান ভ্রষ্ট হওয়ার এবং বেঁকা চলার আশঙ্কা; ধীরে ধীরে বাজাইবার সময় ছড়ির মধ্যস্থলে আসিয়া আওয়াজ অসমান হওয়ার আশঙ্কা। এই সকল বিষয়ে সতর্ক হইবেন। সাধনগুলি সমস্তই খোলা তারে। ছড়ির আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত সমস্তটাই ব্যবহার করিবেন। ছড়ির নীচ মুখী টানের নাম ডা, উপর মুখী টানের নাম রা।

সা	সা	সা	সা	সা	সা	প	প	প	প	প	প
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

ম	ম	ম	ম	ম	ম	ঋঁ	ঋঁ	ঋঁ	ঋঁ	ঋঁ	ঋঁ
•	•	•	•	•	•						
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

প	ঋঁ	সা	প	ম	সা	ঋঁ	সা	প	ম	ঋঁ	ম
				•					•		•
ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

সাধনগুলি সম্পূর্ণ ছড়িতে অভ্যাস হইলে, ছড়ির আগার অর্দ্ধেক ব্যবহার করিয়া অভ্যাস করিবেন। এক তার হইতে অন্য তারে যাইবার সময় যাহাতে কাজটি পরিষ্কার হয় তাহা দেখিবেন। এস্থলে বেহালা ঘুরাইয়া ছড়ির সুবিধা করার চাইতে বেহালাখানি নিশ্চল রাখিয়া বাজান ভাল। সচরাচর এই কার্য্যের সুবিধার জন্য ব্রিজের ডান পাশ হইতে বাম পাশকে উচু রাখা হয়। এ কাজটিও যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না, কারণ ইহাতে সুরের টিপের স্থান ঠিক থাকে না।

মাত্রা সহকারে সুর সাধন।

১। খোলা তার। ছড়ির আগার অর্দ্ধেক ব্যবহার হইবে।

মাত্রা—	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা
স্বর—	সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	সা	প	প	প	প	সা	সা	সা	সা
ছড়ি—	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

মাত্রা—	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা
সুর—	প	প	সা	সা	ঋ	ঋ	প	প	সা	প	সা	প	সা	সা	সা	সা
ছড়ি—	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

মাত্রা—	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা
সুর—	ম̣	ম̣	ম̣	ম̣	সা	সা	ম̣	ম̣	সা	সা	প	প	ঋ	ঋ	প	প
ছড়ি—	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

মাত্রা—	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা
সুর—	ঋ	ঋ	সা	সা	প	প	ম̣	ম̣	প	সা	ঋ	সা	প	ম̣	সা	সা
ছড়ি—	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা

ছড়ির নীচ মুখী টানে বাদ্য আরম্ভ করিতে হয়। ইউরোপীয় কারদায় প্রত্যেক চরণ (দুই দাঁড়ির মধ্যবর্ত্তী অংশ) নীচ মুখী টানে আরম্ভ হয়; কিন্তু দেশীয় সঙ্গীতে এবিষয়ে বাদকের স্বাধীনতা আছে। যাহাতে প্রত্যেকটি টা'র ঠিক সঙ্গে সঙ্গে ছড়ি আরম্ভ হয় এবং টা'গুলি সমান ওজনে পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অতঃপর মাত্রা ও 'ডারা'র লাইন লেখা নিষ্প্রয়োজন। ডা রা ডা রা এইরূপ করিয়াই আপাততঃ বাদ্য চলিবে।

খোলা তারের সুরটি তারের প্রথম সুর। তৎপর তর্জ্জনীর টিপে তারের দ্বিতীয়, মধ্যমার টিপে তৃতীয়, অনামিকার চতুর্থ ও কনিষ্ঠার পঞ্চম সুর বাজাইতে হয়। এই শেষোক্ত সুরটি পরবর্ত্তী তারের প্রথম সুর; সুতরাং প্রথম পাঠেই তাহা আদায় হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার কার্য্য ঐ পরবর্ত্তী খোলা তারেই চলিবে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সুরের মধ্যে, শেষোক্ত সুরটি আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজ; সুতরাং অগ্রে তাহারই সাধন হউক।

বেহালা বাজাইবার সময় টিপ সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত তিনটি নিয়মের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন; কদাচ ইহাদের অন্যথা করিবেন না।

১। বাম হস্তের যে অঙ্গুলিদ্বারা যে স্থানে টিপ পড়ে, তাহাকে সেই স্থানে রাখিতে হয়। বিনা প্রয়োজনে তাহাকে সে স্থান হইতে উঠাইতে নাই।

২। অঙ্গুলির অগ্রভাগ তারের উপর ঠিক খাড়া হইয়া পড়িবে।

৩। যথাসম্ভব জোরে টিপিতে হইবে। হস্ত কোমল হইলে ইহাতে প্রথমে কিঞ্চিৎ বেদনা হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু সে বেদনা অধিক দিন থাকে না।

প্রথম তারের চতুর্থ সুর প; দ্বিতীয় তারের চতুর্থ সুর সা; তৃতীয় তারের চতুর্থ সুর ম; চতুর্থ তারের চতুর্থ সুর নি̣—উদারার কোমল নি। (^) এটি কোমল সুরের চিহ্ন। কোমল নি স্বাভাবিক নি'র চাইতে একটু খাদ, কিন্তু ধ'র চাইতে একটু চড়া। অনামিকার টিপে চতুর্থ সুর বাজিবে। টিপিবার স্থান নট্ হইতে আনুমানিক ৩৷০ ইঞ্চি দূরে। নট্ হইতে ব্রিজ পর্য্যন্ত তারের অংশটুকু যদি ঠিক ১৩ ইঞ্চি হয়, তবে হিসাব মতন চতুর্থ সুরের স্থান ৩৷০ ইঞ্চি দূরে পাওয়া যায়। কিন্তু বাজাইবার সময় আঙ্গুলের টিপে তারের সুর একটু চড়ে; কাজেই নট্ হইতে ৩৷০ ইঞ্চি দূরে টিপিলে প্রকৃত সুরের চাইতে কিঞ্চিৎ চড়া একটা সুর উৎপন্ন হয়। এই জন্যই 'আনুমানিক' ৩৷০ ইঞ্চি বলা হইল। ইহাদ্বারা টিপিবার স্থানটি মোটামুটি ঠিক হইবে।

এক তারের চতুর্থ সুর তাহার বামের তারের প্রথম সুরের অষ্টম। সুতরাং বামের তারের সঙ্গে একত্রে বাজাইয়া দেখিলেই যে কোন তারের চতুর্থ সুরের স্থান স্থির হইবে। চারিটি চতুর্থ সুরের স্থান ঠিক সমসূত্রে থাকে; সুতরাং

একবার নিশ্চয়রূপে স্থানটি ঠিক করিতে পারিলেই রুল কাটিয়া লওয়া যায়। মোটামুটি হিসাবে, চারিটি দ্বিতীয় স্থুর, চারিটি তৃতীয় স্থুর, চারিটি চতুর্থ স্থুর, ইত্যাদি সকলেই একরূপ সমসূত্রে থাকে; সুতরাং সকল স্থলেই রুল কাটার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু রুল ব্যবহার করিতে বিশেষ সতর্ক হইবেন। কাণের কাজ চোখের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। সুতরাং রুল ভিন্ন চলিলে রুল ব্যবহার না করাই ভাল। রুল কাটা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, রুল কাটিবার সময় নট্ হইতে ব্রিজের দূরত্ব যতটুকু থাকে, তাহার পরিবর্ত্তন করিলে রুল কাটা নিষ্ফল হইয়া যায়। সুতরাং যদি রুলের সাহায্য লওয়া অভিপ্রেত হয়, তবে বিশেষ সতর্ক হইয়া ব্রিজ হইতে নটের দূরত্ব সর্ব্বদা স্থির রাখিবেন। (পরিশিষ্ট দেখুন।)

২। চতুর্থ স্থুর সাধন। বন্ধনীভুক্ত সুরগুলিতে একসঙ্গে ছড়ি ঘষিবেন।

(ম ম) (ম ম) | (ম ম) (ম ম) (ম ম) (ম ম) | (ম ম) (ম ম)

(ম ম) (ম ম) ম ম ম ম | সা ম সা ম সা ম ম ম | ম প

ম প | (সা সা) (সা সা) | প (সা সা) প সা | প সা সা সা

প সা সা সা | ঋ ঋ প প সা সা ম ম | সা ম প সা |

ঋ প (প প) | প ঋ ঋ প সা সা | ঋ প প সা ম ম |

প সা সা (ম ম) (ম ম) | (সা সা) (প প) প ঋ সা প |

ম সা সা ম ম ||

সা ম ম | ম ম ম | ম প প | ম ম সা সা | ম ম প ম |

প সা সা | প প ম প | ম সা সা ||

প প ম | প ম প | সা সা ঋ সা | ঋ সা | প প ম |

প ম প | সা সা ঋ সা | ঋ সা ঋ | প ঋ সা | ঋ সা প |

সা প ম | প ম সা সা ||

৩। দ্বিতীয় সুর সাধন। নট্ হইতে অনুমান ১½ ইঞ্চ দূরে, তর্জ্জনীর সাহায্যে তারের দ্বিতীয় সুর বাজে। প্রথম তারের **গ**; দ্বিতীয়ের **ধ**; তৃতীয়ের **ঋ**; চতুর্থের **প**; চারি তারের দ্বিতীয় সুর ক্রমান্বয়ে এই চারিটি। **ঋ** ও **প** ইতিপূর্ব্বেই আদায় হইয়াছে। মুখে ইহাদের খাদ অষ্টম গাহিয়া তাহার সাহায্যে **ঋ** ও **প**, এবং তৎসহ দ্বিতীয় সুরের স্থান সাবধানে স্থির করিতে হইবে। নিম্নলিখিত পাঠে অনেক স্থলে সুরের নীচে লাইন টানা আছে। এরূপ লাইন যতগুলি সুরের নীচে থাকে, তাহাদের সকলকে ছড়ির একটানে বাজাইতে হয়। এরূপ কার্য্যের নাম আশ।

মাত্রা একটু দ্রুত।—

সা ঋ সা | ঋ ম ঋ সা | ঋ প ম | ম ম ঋ সা ||

ঋ ম ঋ ম | প প ম প | ধ ধ প ম | প ম ঋ সা || ঋ ম ম | প প |

ধ সা ধ প | ধ ম প || ধ সা প | সা ঋ গ | সা ঋ সা সা | ধ সা

প || ধ ধ | ধ প ধ | সা ঋ সা ধ | সা ধ প || সা ঋ ম প | ধ সা

ঋ গ | সা ঋ সা ধ | প ম ঋ সা ||

৪। তৃতীয় সুর সাধন। নট্ হইতে অনুমান ২½ ইঞ্চ দূরে, মধ্যমায় টিপিয়া তারের তৃতীয় সুর বাজাইতে হয়। **গ** ও **ধ**'র খাদ অষ্টমের দ্বারা এই সুরের স্থান স্থির হইবে। চতুর্থ তারের তৃতীয় সুর **ধ**; তৃতীয়ের **গ**; দ্বিতীয়ের **নি**; প্রথমের **ম**। (**ম**) এই সুরটি তারার কড়ি মধ্যম। মধ্যম ও পঞ্চমের মাঝামাঝি।

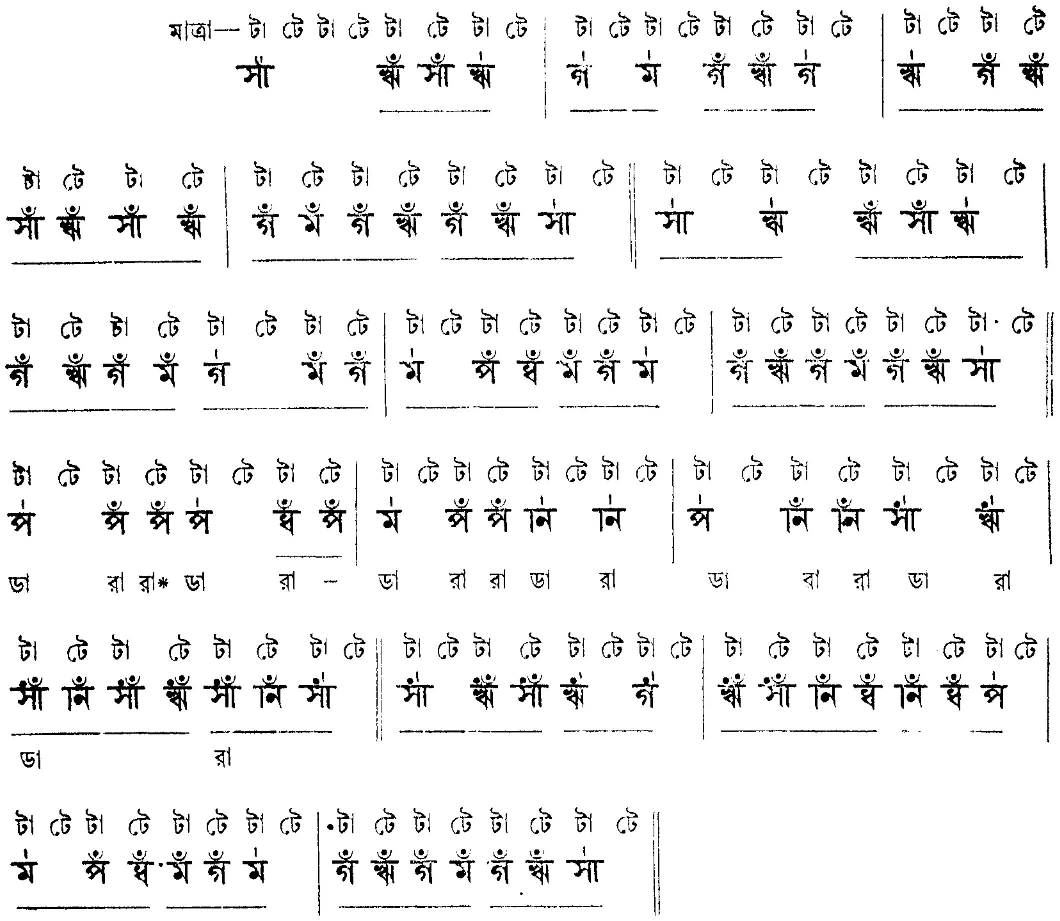
সা ম ম | ম ম ম | গ প প ম | গ গ ম | প সা সা | নি | প নি নি

প প ম গ | সা গ গ | সা সা ধ ধ | সা সা গ ম | প ম প | গ | গ

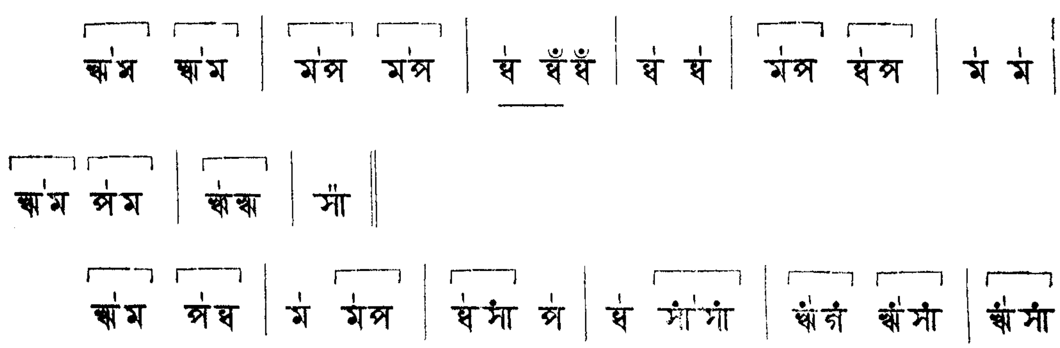
গ ম | প নি নি | সা ঋ সা নি | সা ঋ নি | সা নি ধ প | ম প ম

গ | গ সা ||

৫। আধ মাত্রা সাধন।



৬। জংলা সারঙ্গ।



* পর পর দুটি রা বাজান প্রথমে কিঞ্চিৎ কঠিন বোধ হইতে পারে। দ্বিতীয় রা আরম্ভ করিবার সময় ডান হাতের তর্জ্জনী দ্বারা ছড়িতে একটি অতিশয় ক্ষণস্থায়ী টিপ দিতে পারিলে উচ্চারণ বেশ পরিস্কার হইবে।

ধ্সা | ধ্প ম | মধ্ পধ্ | ধ্ ধ্সা | ধ্প ম | ঋম পম | ঋঋ
সা ||

ঋম, এইরূপ বন্ধনীভুক্ত সুরসকলকে বন্ধনীর অন্তর্গত সময়ের ভিতরে বাজাইতে হয়।

বন্ধনীর ভিতরে যতগুলি সুর থাকে, বন্ধনীর অন্তর্গত সময়টুকুকে তত ভাগ করিয়া এক এক ভাগ এক এক সুরের প্রাপ্য। সুতরাং ঋম = ঋঁমঁ; সাঋগম = সাঁঋঁগঁমঁ ইত্যাদি। সুরগুলিকে সংলগ্ন করিয়া লিখিলে বন্ধনীর আবশ্যক হয় না। ঋম, সাঋগম, ইহাদের অর্থও ঋঁমঁ, সাঁঋঁগঁমঁ।

ধ্ ধ্ঁ = ধ্ঁ (টা ফা টে কে টা ফা)।

৭। বেহাগ মিশ্র।

সাসা গম | প নিনি | সাঁ | সাঁ পনি | সাঋ সানি | ধ্প
মগ | গঁপঁ পম | গ ঋসা | সাসা গগ | প পম | মগ গঋ | গঁ ||
৩* গঁ গম | প গম | প নি | নিসা সাঋ | সাঁ | সাঁ | পনি
সাঋ সান ধ্প | নিধ্ পম | ধ্প মগ | গপ পম | গ ঋসা | সাঁ
সাঁ গগ | প পম | মগ গঋ | গঁ ||

এই স্থানে ২০, ২১ ও ২৩ পাঠ এক সপ্তক খাদে (অর্থাৎ ঐ সকল পাঠের মুদারার সুরগুলিকে উদারায়, তারার সুরগুলিকে মুদারায়—এইরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া) বাজাইবেন।

অন্তর।

সা'র পর ঋ আর ঋ'র পর গ বাজাইতে একটু দূরে দূরে আঙ্গুল ফেলিতে হয়; কিন্তু গ'র পর

---

* শূন্য স্থানে সময়ের চিহ্ন দেখিলে ঐ পরিমাণ সময় বাদ্য স্থগিত রাখিতে হয়।

ম বাজাইতে আঙ্গুল দুটিকে খুব ঘেঁষাঘেষি ফেলিতে হয়। সুর গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে যে সা অপেক্ষা ঋ যতখানি চড়া, ঋ অপেক্ষা গ ও প্রায় ততখানি চড়া; কিন্তু গ'র চাইতে ম তদপেক্ষা অনেক কম চড়া। চলিত কথায় বলিতে গেলে, সা হইতে ঋ এক সুর, ঋ হইতে গ এক সুর, আর গ হইতে ম আধ সুর চড়া। এ কথা গণিতের হিসাবে একেবারে খাঁটি না হইলেও শিক্ষার্থির পক্ষে সম্প্রতি যথেষ্ট হইবে। (পরিশিষ্ট দেখুন।)

গ আর ম'য়, আর নি আর সা'য়, আধ সুর তফাৎ। অন্য সকল স্থলেই এক সুর তফাৎ। যেখানে এক সুর তফাৎ, সেখানে ইচ্ছা করিলেই দুই সুরের মাঝখানে একটা আধসুর-তফাৎ সুর বসাইয়া দেওয়া যায়। সঙ্গীতে অনেক স্থলেই এরূপ করার প্রয়োজন হয়। সপ্তকের পাঁচ স্থানে এইরূপ পাঁচটি সুরের জায়গা আছে; যথা—সা ও ঋ'র মধ্যে কোমল ঋ (ঋ̂); ঋ ও গ'র মধ্যে কোমল গ (গ̂); ম ও প'র মধ্যে কড়ি ম (ম´); প ও ধ'র মধ্যে কোমল ধ (ধ̂); ধ ও নি'র মধ্যে কোমল নি (নি̂)। গ ম আর নি সাঁ'র মধ্যে কোন সুর বসাইবার স্থান নাই।

গ'র পর ম অথবা নি'র পর সাঁ বাজাইতে আঙ্গুল যেমন খুব কাছাকাছি পড়ে, সা'র পর ঋ̂, ঋ'র পর গ̂, ম´'র পর প, প'র পর ধ̂, ধ'র পর নি̂ বাজাইতেও সেইরূপ কাছাকাছি আঙ্গুল ফেলিতে হয়। শুনিতেও ঐরূপ শুনায়।

৮। সাঁ | সা ঋ | সাঋ গ | সাঋগ ম | সাঋগম প | সাঋগম পধ |

সাঋগম পধনি | সাঋগম পধনিসা | সাঁ | সাঁ নি | সাঁনি ধ |

সাঁনিধ প | সাঁনিধপ ম | সাঁনিধপ মগ | সাঁনিধপ মগঋ |

সাঁনিধপ মগঋসা || (ক)

ম | ম প | মপ ধ | মপধ নি | মপধনি সা | মপধনি সাঋ |

মপধনি সাঋগঁ | মপধনি সাঋগম | মঁ | ম গ | মগ ঋ | মগঋ সা |

মগঋসা নি | মগঋসা নিধ | মগঋসা নিধপ | মগঋসা নিধপম || (খ)

পঁ | প ধ | পধ ন | পধনঁ সাঁ | পধনসা ঋঁ | পধনসা ঋগঁ |

পধনসা ঋগমঁ | পধনসা ঋগমপ | পঁ | প মঁ | পম গঁ | পমগঁ ঋঁ |

পমগঋ সাঁ | পমগঋ সান | পমগঋ সানধঁ | পমগঋ সানধপ || (গ)

(ক) (খ) (গ), চিহ্নিত তিনটি সাধনে একই জিনিস বাজিয়াছে। একবার স্বাভাবিক ওজনে, একবার খাদে, একবার চড়ায়। এক একবার এক এক যোড়া তার ব্যবহার হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে 'সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ' এই সপ্তকের অবিকল লক্ষণ বিশিষ্ট সপ্তক অন্যান্য সুরশ্রেণী দ্বারাও নির্ম্মিত হইতে পারে। এক সুর, এক সুর, আধ সুর, এক সুর, এক সুর, এক সুর, আধ সুর,—এইরূপ তফাতের হিসাব হইলেই উক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট সপ্তক উৎপন্ন হয়। যে সুর হইতেই এরূপ সপ্তক আরম্ভ হউক না কেন, সেই সুরটি তখন সেই সপ্তকের ষড়্জ-স্থানীয় হয়। (ক) (খ) (গ) এই তিনটি সাধন যে তিন সপ্তকে বাজিয়াছে, তাহাদের তুলনা করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।—

ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম
সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	ন	সাঁ
প	ধ	ন	সাঁ	ঋঁ	গঁ	মঁ	পঁ

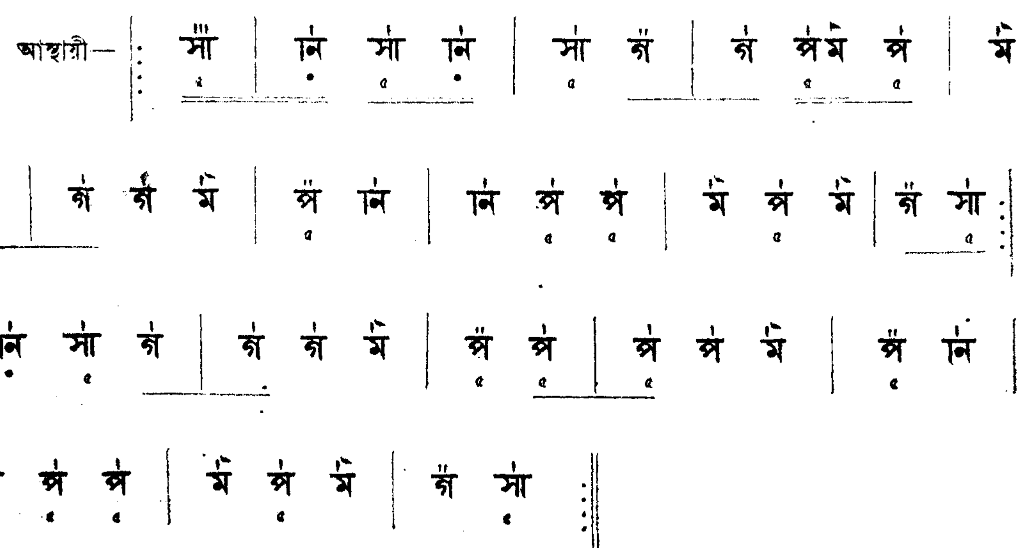
প্রথম সপ্তকটিতে মধ্যম ষড়্জ স্থানীয় হইয়াছে। মধ্যম ষড়্জ স্থানীয় হওয়াকে চলিত কথায় বলে 'ম সুর হওয়া'। দ্বিতীয় সপ্তকটিতে ষড়্জ তাহার প্রকৃত স্থানেই আছে। এই স্বাভাবিক সপ্তকে বাদ্য নিষ্পন্ন করার নাম 'সুরে বাজান'। তৃতীয় সপ্তকটিতে প ষড়্জ স্থানীয়; সুতরাং এই সপ্তকে বাদ্য হইলে তাহা 'প সুরে' হইবে।

যখন যে সুর ষড়্জ স্থানীয় হয়, 'সেই সুরে' বাদ্য হইতেছে এইরূপ বলা রীতি। সুর শব্দ **সা** কেও বুঝায়; সুতরাং স্বাভাবিক সপ্তকে বাদ্য হইলে '**সা** সুরে' না বলিয়া, শুধু 'সুরে' বলা হয়। উপরের লিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে প্রথম লাইনে নিষাদকে কোমল করিয়া, আর দ্বিতীয় লাইনে মধ্যমকে কড়ি করিয়া স্বাভাবিক সপ্তকের তফাৎগুলি অবিকল পাওয়া যাইতেছে। কড়ি কোমল সুরগুলির সহিত সম্যক্ পরিচয় হইলে পুনরায় এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

৯। পঞ্চম সুর। ডাইনের তারের প্রথম সুর বামের তারের পঞ্চম সুর। পঞ্চম সুর কনিষ্ঠায় বাজে। **ধঁ, ঋঁ, প, সা,**—চারি তারের চারিটি পঞ্চম সুর। দেখা যাইতেছে যে **ঋঁ প সা,** ইহাদিগকে দুই রকমে বাজান যায়। ইহাদিগকে এতক্ষণ খোলা তারে বাজাইয়াছেন; এখন হইতে এক একবার পূর্ব্ববর্ত্তী তারের পঞ্চম সুর স্বরূপে বাজাইবেন। খোলা তারের আওয়াজে তীব্রতা, এবং পঞ্চম সুরটিতে মধুরতা, অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন বাদ্যের ভঙ্গীভেদে একপ্রকারের চাইতে প্রকারান্তর অধিকতর সুবিধাজনক হইতে পারে। **ঋঁ প সা** ইহাদিগকে পঞ্চম সুররূপে বাজান উদ্দেশ্য হইলে তাহার সংকেত **ঋঁ, প, সা,** এইরূপ। খোলা তারে বাজাইতে হইলে তাহার সংকেত **ঋঁ, প, সা,** এইরূপ। কোনরূপ সংকেত না থাকিলে যথেচ্ছা বাজাইবেন।

১০। বিকৃত চতুর্থ সুর। **ধঁ, ঋঁ, মঁ, নি**—চারি তারের চারিটি বিকৃত চতুর্থ সুর। চতুর্থ ও পঞ্চম সুরের মাঝামাঝি অনামিকায় টিপ; **মঁ** ও **নি**'র খাদ অষ্টম দ্বারা পরীক্ষা।

মালশ্রী। মাত্রা ঈষৎ দ্রুত।



অন্তরা— ⁞ প প ম | গ ম | প | ম প নি | নি |

নি র্সা র্গ | র্গ | র্গ ⁞ র্গম র্গ র্ম | র্প র্ম | র্গম র্গ

র্ম | র্গ র্সা | নির্সা নি র্সা | র্গ র্সা | নি র্সা নি | প

প | ম প নি | নি প প | ম প ম | গ সা ⁞ নি

সা গ | গ গ ম | প প | প প ম | প নি | নি

প প | ম প ম | গ সা ⁞

এস্থলে ২২, ২৫ ও ৩১ পাঠ এক সপ্তক খাদে বাজাইবেন।

'আস্থায়ী' 'অন্তরা' গতের কলির (ভাগের) নাম। বড় গৎ বা গান হইলে তাহাতে চারিটি কলি থাকে—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ।

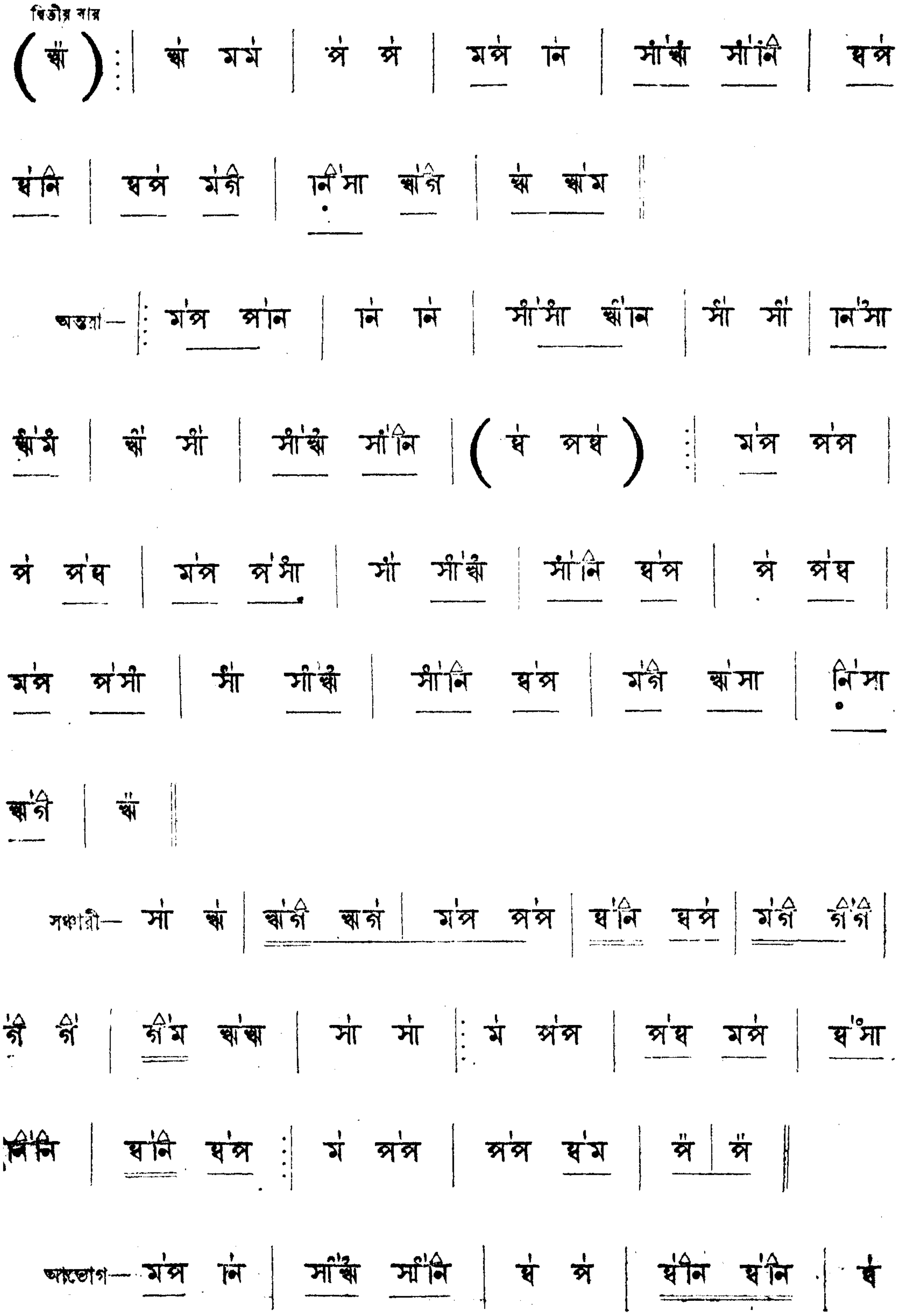
⁞ ⁞ এইরূপ দুই চিহ্নের ভিতরকার অংশ দুবার বাজিবে। পুনরাবৃত্তি অনেক স্থলেই বাদকের রুচির অধীন। সতর্কভাবে সর্ব্বদা এ বিষয়ে রুচি মার্জ্জিত রাখিবেন। আবৃত্তি না করা বা কম করাতে ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত আবৃত্তি এতদপেক্ষাও অধিকতর অপ্রীতিকর জানিবেন। পঞ্চম সুরগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বাজাইবেন। ইহাতে কণিষ্ঠা মজবুত হইবে। বেহালা ধারণের সময় কণিষ্ঠাকে নির্জ্জীব ভাবে অনামিকায় লীন না রাখিয়া, পঞ্চম সুরের জন্য সর্ব্বদা অগ্রসর রাখিবেন। 'আশের' লাইন ডবল হইলে 'মিড়' বুঝায়। 'আশ' আর 'মিড়' উভয়ই এক ছড়িতে বাজে। প্রভেদ এই যে, আশে প্রত্যেক সুরের জন্য ভিন্ন আঙ্গুল ব্যবহার হয়, কিন্তু মিড়ে একই আঙ্গুলে ঘষিয়া অবিচ্ছেদ গতিতে সুর গুলিকে বাহির করিতে হয়। প্রথমে গৎটিকে আগাগোড়া আশযোগেই বাজাইবেন। ভালরূপ অভ্যস্থ হইলে মিড় দিতে চেষ্টা করিবেন।

১১। বিকৃত তৃতীয় সুর ;—র্ম, নি, র্গ, র্ধ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুরের মাঝামাঝি মধ্যমায় টিপ ; ম ও নি'র অষ্টম দ্বারা পরীক্ষা।

সুরঠ জয়জয়ন্তী।

প্রথম বার

আস্থায়ী— ⁞ পম প | মগ ঋসা | নিসা ঋগ | (ঋ ঋম) |


দ্বিতীয় বার
অন্তরা—
সঞ্চারী—
আভোগ—

প | ঋ পম | পপ মগ | ঋগ ঋসা | ঋ মঋ | প মপ |

ন সাঁসা | সাঁন সাঁঋ | সাঁন ধপ | মগ ঋসা | নসা

ঋগ | ঋ ||

যে সকল স্থানের পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহার কোন অংশকে যদি দুইবারই অবিকল না বাজাইবার কথা থাকে তবে প্রথম বারে কিরূপ আর দ্বিতীয় বারে কিরূপ তাহা বিচার্য্য স্থলকে বন্ধনীভুক্ত করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়। এই গতের প্রারম্ভে তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

১২। বিকৃত দ্বিতীয় স্বর—গী, ধি, ঋী, মি। নট্ ও দ্বিতীয় স্বরের মাঝামাঝি তর্জ্জনীতে টিপ। ইহাদের অষ্টম আদায় হইয়াছে।

মিশ্র ললিত।

আস্থায়ী— সা ঋ ম ম | ম ম | ম গ ম প | ধ প |

ম প ধ পধ | প ধ প মপ | গ গ ম ম | গ ঋ

সা সান ||

অন্তরা— প ধ সাঁ সাঁ | ন সাঁ সাঁ | ন সাঁ ঋ সাঁ |

ন ধ প | ম প ধ পধ | প ধ প মপ | গ গ ম ম |

গ ঋ সা সান ||

স্বরের পর্য্যায়।

নট্ হইতে ঠিক সমান দূরে টিপিয়া এক একটি তারে এক একটি স্বর বাজে; সুতরাং চারি তারে সমসূত্রে চারিটি স্বর পাওয়া যায়। এই সকল স্বর সর্ব্বদাই নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে থাকে :—

ম সা প ঋ ধ গ ন ম ঋ ধ গ নি ম সা প.........

এস্থলে কেবল মাত্র স্বরগুলির নাম লইয়াই কথা হইতেছে, কোন্ স্বরটি কোন্ সপ্তকের, তাহা লইয়া নহে। যে স্থানে এক তারে একটি মধ্যম বাজিতেছে, সেই স্থানে তাহার ডাইনের তারে সেই মধ্যমের পরবর্ত্তী ষড়জ বাজিবেই। আর তাহার বামের তারে সেই মধ্যমের পূর্ব্ববর্ত্তী কোমল নিষাদ বাজিবেই। এ পর্য্যায়ের অন্যথা নাই; সুতরাং ইহাকে বিশেষ করিয়া মনে রাখা দরকার।

ইমন কল্যাণ।

১৩। নধ পম | পধ প | মধ পধ | পম গ | ঋগ ঋগ |

গম গ | ঋঋ ঋনিঋ | ঋসা সা | নঋ ঋগ | গ গ |

গম পধ | পমপম গম | পধ ধধ | ধনিধ নন | সাঋ

সানিধ | ধ্নধ | পমপধনি || গ পম | ধ পধ | সা

ঋন | সা সা | সাঋ ঋঋ | ঋসা সাঋগ | ঋসা নসা |

নধ প | পপ ম | মধ ধধ | পন নধ | পমপম গ |

ঋগঋ গম | ঋগ ঋঋ | গমপধ পমগম | গমপধ পমপধনি ||

'টানা ফানা টেনে ফেনে' এই বোলের প্রত্যেকটি অক্ষরের স্থায়িত্ব ½ মাত্রা। ½ মাত্রার চিহ্ন (⁰)। উপরের গতটিতে যে সকল স্থলে ½ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, 'টানা ফানা টেনে ফেনে' এই বোলের সাহায্যে তাহাদিগকে আদায় করা যাইবে যথা—

টা না ফা না টে নে ফে নে
র্সা র্ম র্প র্ম
র্সা র্ম র্প র্ধ র্নি

হসন্ত সুরগুলিকেই স্পর্শ করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার পরের সুর ধরিতে হয়।

এক মাত্রার টা, ফা, টে, ফে, এই চারিটি অংশের সাহায্যে এতক্ষণ আধ মাত্রা আর সিকি মাত্রার সকল প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে মাত্রার তৃতীয় ও ষষ্ঠ অংশ গুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

মাত্রাকে তিন ভাগ করিলে, তাহাদের নাম ক্রমান্বয়ে টা, টে, টি, হয়। এই তৃতীয়াংশ গুলিকে আবার দুই ভাগ করিলে টা ফা টে ফে টি ফি হয়। ইহা দিগকে পৃথক্ ভাবে সাধন করিবার প্রয়োজন হইবে না; কিন্তু ষষ্ঠাংশ গুলির সম্বন্ধে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা আছে। মাত্রার ষষ্ঠাংশ দুই প্রকারে পাওয়া যায়। অর্দ্ধেককে তিন ভাগ করিয়া; আর তৃতীয়াংশকে দুই ভাগ করিয়া। প্রথম প্রকারের ভাগেতে টা, টে, এই দুই অর্দ্ধেক পূর্ব্বাভ্যস্ত উপায়েই পাইবেন; অতঃপর ইহাদিগের প্রত্যেকটিকে তিন ভাগ করিলে টা রা লা টে রে লে এইরূপ হইবে। টা টে টি এই তিন ভাগের প্রত্যেককে আবার ত্রিগুণ করিলে টা রা লা টে রে লে টি রি লি এইরূপ নয়টি ভাগ হয়। দেশীয় সংগীতে শেষোক্তরূপ মাত্রা বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না।

⅓ মাত্রার চিহ্ন (†), ⅙ মাত্রার চিহ্ন (‡)।

১৪। মিশ্র পিলু।

নর্সা সা গগগ | মমম গমম | মপ মমপম | মপগমপধ

প | পনিধ পমপম | মপগমপধ প | মধধ পপ | পনিধ

পম | মগগ মগমপম | গঋ সাঋসাঋসান ||

: মমম গগম | পনিনি র্সার্সা | নিধপ পপপ | পনিধ

পম : | পনিধ নি নি নিধ | ধপপ পপধনিধধপ | মপ

মগ | গমগমপধি | প | মধিধি পপ | পনিধি পম | মগম

মগমপম | গঋ সাঋসাঋসান ||

ঋসাঋসান পধিনিধি এই স্থলগুলি একটু বিশেষ সতর্ক হইয়া বাজাইবেন। এরূপ ক্ষণস্থায়ী স্বরের হিসাব সমষ্টির উপরেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ ১/৪ মাত্রার ভিতরে ইহাদিগকে বাজাইতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে।

১৫। ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি।

আস্থায়ী— সা সাসা | ধ ধ | প পপ | গ প | ঋ ঋঋ |

গ ম | গগ ঋঋ | সা সা | সা ধধ | সা ঋ | গ

পপ | ঋ ঋ | গ পপ | ম প | ধ পম | প প ||

অন্তরা— পপ ধপ | সা সা | ঋঋ সাসা | সা সা | গ

গঋ | সা সা | ঋঋ সান | ধ প | পপ পপ | গগ গ |

পপ পপ | ঋ ঋ | গ মম | গ ঋঋ | গ মগ | ঋ সা ||

সঞ্চারী— গ ঋগ | প প | ধ পম | প প | নি নিধ |

১		+		৩		০		১		+
ঋ̍	সা̍ন	সা̍	ন̍ধ	প̍	প̍	গ̍	ম̍ম	গ̍	ঋ̍ঋ	গ̍

	৩		০		১		+		৩	
ম̍গ	ঋ̍	সা	গ̍	গ̍গ	প̍	ম̍প	ধ̍	প̍ম	প̍	প̍ ‖

আভোগ অন্তরার ন্যায়।

ভগ্ন-আশ।

ডা রা ডা রা এইরূপে ক্রমাগত ছড়ি পরিবর্ত্তন করিয়া যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, ক্রমাগত ডা, ডা,···· অথবা রা, রা,····এইরূপ করিয়াও সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। শেষোক্ত প্রক্রিয়া পরিষ্কার হইলে বাদ্য অপেক্ষাকৃত অনেক মধুর হয়। তর্জ্জনী ও কণিষ্ঠাকে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ছড়ি যথাসম্ভব স্থির রাখুন। তৎপর ছড়ি ঘষিবার সময় এক একবার তর্জ্জনীদ্বারা হঠাৎ এক একটি টিপ দিয়া তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিতে থাকুন। টিপ অতিশয় ক্ষণস্থায়ী হওয়া চাই; অথচ এতটা জোরে টিপ পড়া চাই যেন সেই মুহূর্ত্তের জন্য ছড়ির গতি রোধ হয়। হাতের কব্জি দ্বারা তর্জ্জনীর কার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন। ফলে, প্রত্যেকটি টিপের সঙ্গে ছড়ি বদলাইবার ন্যায় পরিষ্কার উচ্চারণ হওয়া চাই। ছড়ির আগার তৃতীয়াংশের দ্বারা এই কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজে হয়; তৎপর ছড়ি লাফাইতে আরম্ভ করে। এই সময় ছড়ি স্থির রাখা একটু কঠিন; কিন্তু চেষ্টা করিলে তাহাও অসম্ভব হইবে না। ছড়ি দৃঢ় ভাবে ধরিবেন, কিন্তু ঘষা হাল্‌কা ভাবে দিবেন। টিপটির স্থায়িত্ব এবং দৃঢ়তার উপর উচ্চারণের স্পষ্টতা কিরূপে নির্ভর করে, অভ্যাসের সঙ্গে তাহা আপনা হইতেই বোধগম্য হইবে। নিম্নে কয়েকটি সাধন দেওয়া যাইতেছে।—

(ক) সা।সা সা।সা সা।সা সা।সা ··· ··· ··· সমস্ত ছড়ি।
ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা

(খ) সা।সা সা।সা সা।সা সা।সা ··· ··· ··· সমস্ত ছড়ি।
রা রা রা রা রা রা রা রা

(গ) সা।সা ঋ।ঋ গ।গ ম।ম প।প ধ।ধ ন।ন সা̍।সা̍
ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা ডা

(ঘ) সা̍।সা̍ ন।ন ধ।ধ প।প ম।ম গ।গ ঋ।ঋ সা।সা
রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা রা

(ঙ) সাসাঋঋ গগমম পপধধ নানসাঁসাঁ সাঁসাঁনান ধধপপ
ডা

মমগগ ঋঋসাসা

(চ) সাসাঋঋ গগমম পপধধ নানসাঁসাঁ সাঁসাঁনান ধধপপ
রা

মমগগ ঋঋসাসা

স্বর শ্রেণীর নীচে বিন্দু রেখাই এইরূপ কার্য্যের সঙ্কেত। এই কার্য্যের নাম 'ভগ্নআশ' রাখা যাইতে পারে। প্রত্যহ অভ্যাস করিলে ভগ্নআশ শীঘ্রই আয়ত্ত হইবে। 'ডা' সংযোগে ভগ্নআশ পরিষ্কার হইতে একটু বিলম্ব হয়, সুতরাং তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন। এক সুরের উপর ভগ্নআশ পড়িলে বিন্দু রেখার প্রয়োজন হয়না। যথা—

নসাঋঋ সানধপ এস্থলে ঋঋ ভগ্নআশ যোগে বাজিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে 'ডা' এবং 'রা' যোগে ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকারের ভগ্ন আশ বাদিত হয়। 'রা'এর ভগ্নআশ বেশী স্পষ্ট; 'ডা'এর ভগ্নআশ অপেক্ষাকৃত মোলায়ম।

যে টিপের সাহায্যে ভগ্নআশ বাজে, সাধারণ বাদ্যে ছড়ি পরিবর্ত্তন কালে তাহা ব্যবহার করিলে অধিকতর স্পষ্ট উচ্চারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এখন হইতে তাহা অভ্যাস করা ভাল। এই মাত্র যে গতের অভ্যাস হইয়াছে তাহা এইরূপ কার্য্যের বিশেষ উপযোগী।

১৬। ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

আস্থায়ী — + সা ম গাঁ ২ গ গ গাঁ | + গম গ ম প | ২ মঁ
গ মগ + ঋ ঋ ঋ গ ২ সা সা ন় সা | + ঋ গ ম প |
২ মপ ম গ গঁঋসা |

অন্তরা— ঋ ঋ ঋ | ঋ ঋ ঋ | ঋ গ ম প | ধ ধনি ধ |

প প ধ ধ | ধ ধ ধনি ধ | প ম গ প | ম ম

গ গঋসা | ঋ প ম | গ ম গঋ গ | ম গম প প |

পধ ম গ গম | ঋ ঋ ঋ গ | সা সা নি সা |

ঋ গ ম প | মপ ম গ গঋসা

১৭। ঝিঁঝিট—একতালা।

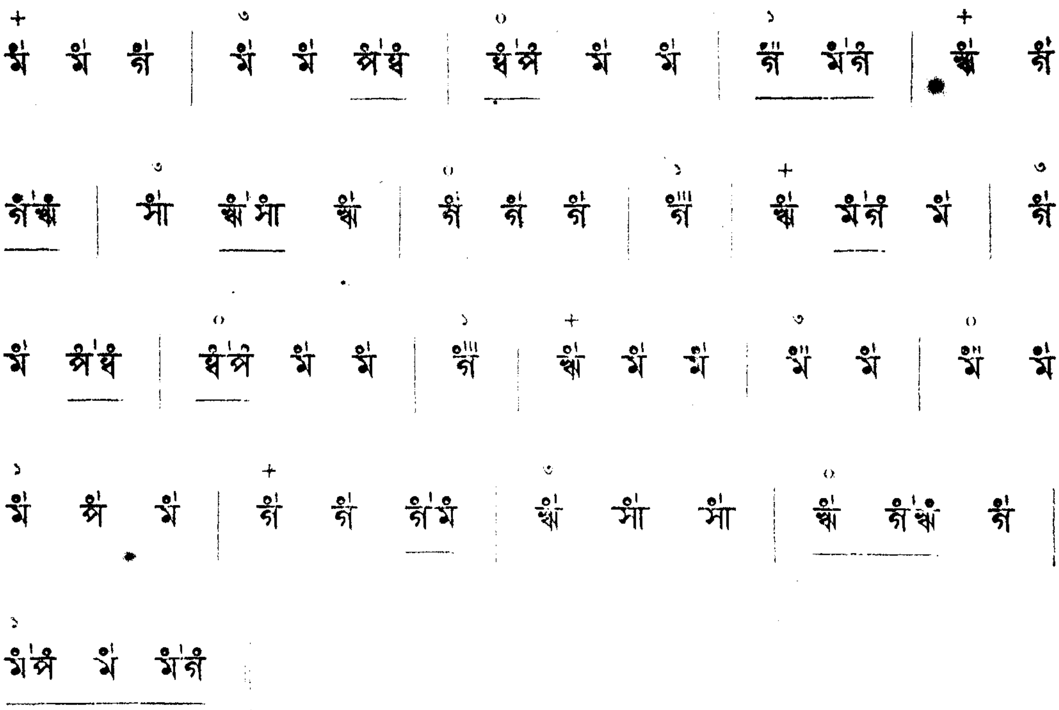
আস্থায়ী— ঋ গ গঋ | সা সা সা | ধনি সা সানি |

ধনি প ধ | ধ সা সা | সা সা ঋ | গ গ গ | গ |

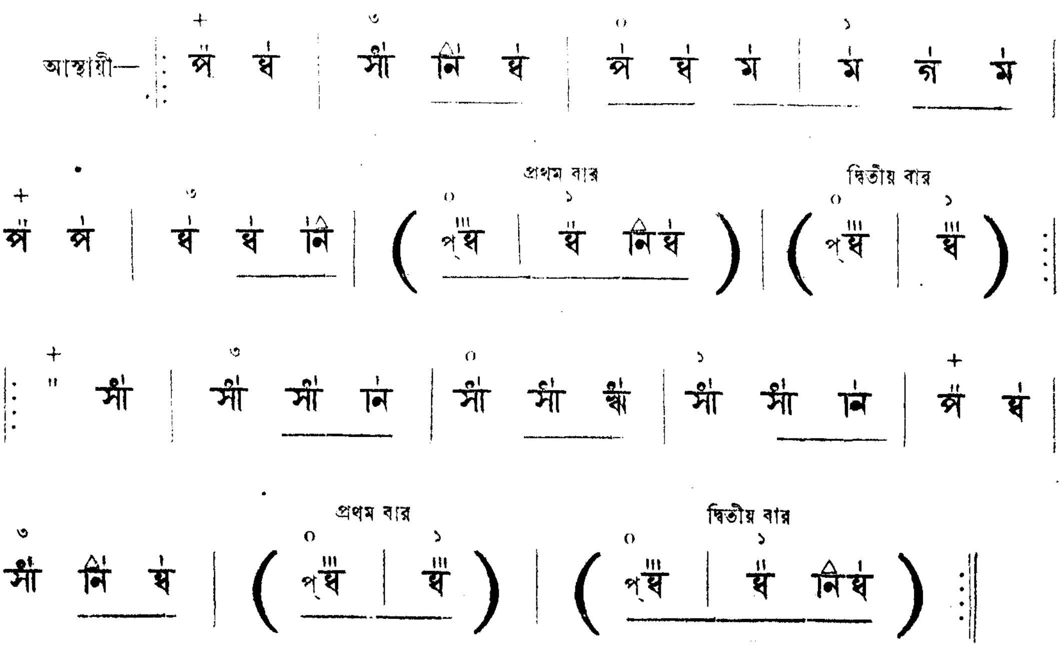
ঋ ম ম | ম ম ম | ম ম | ম প ম | গ গ গম |

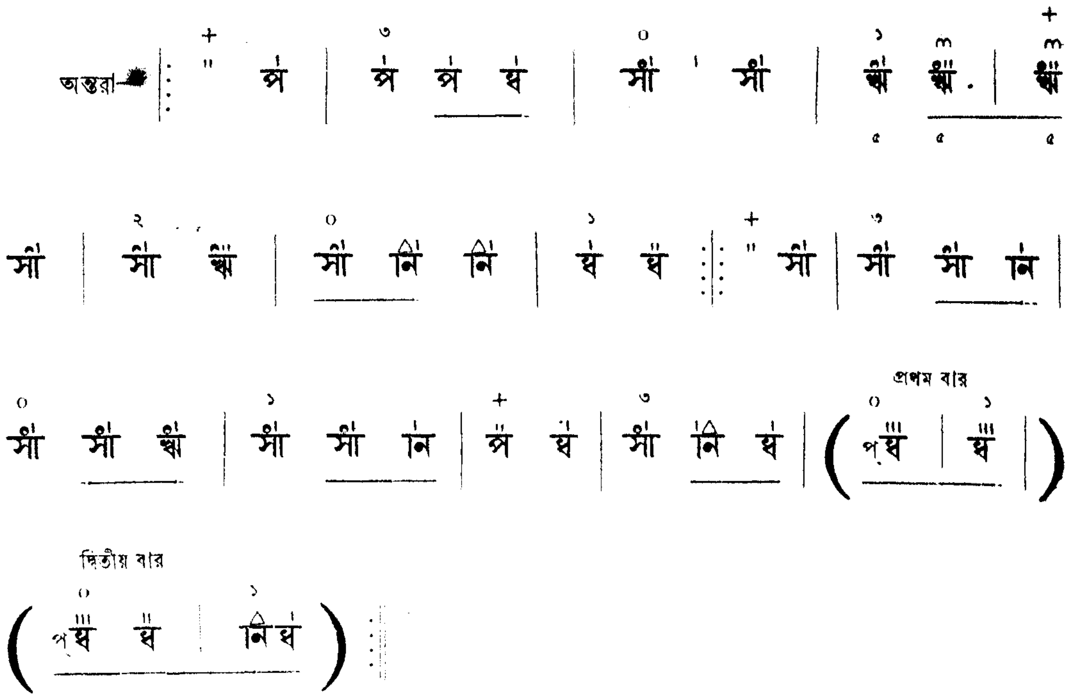
ঋ সা সা | ঋ গঋ গ | মপ ম মগ |

অন্তরা— সা সাধ সা | সা সা ঋ | গ গ গ | গ |



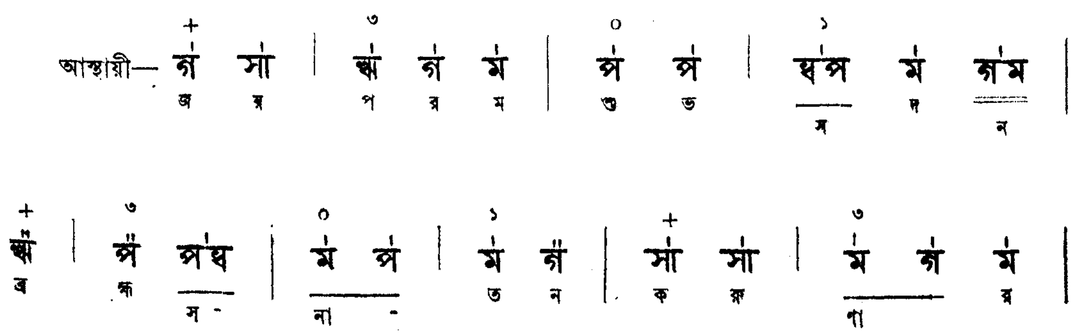
১৮। খাম্বাজ—খেমটা।





m ইহা কম্পনের চিহ্ন। কণিষ্ঠায় দ্বিতীয় তারের পঞ্চম স্বর টিপিবার সময় আঙুলকে একবার সামনে ঝোঁকান আর একবার পশ্চাতে হেলান (যাহাতে স্বরটি একবার একটু নামে আর একবার একটু চড়ে), এইরূপ মাত্রা পিছু একবার করিতে হইবে। কাজটি পরিষ্কার হইলে শুনিতে চমৎকার হয়। প্রতি মাত্রায় একটি, দুটি, তিনটি, ইত্যাদি যেরূপ বাদকের রুচিসঙ্গত হয়, কম্পনের সংখ্যা সেইরূপ করা যাইতে পারে। মাত্রায় আটটির অধিক কম্পন সহজ সাধ্য নহে; কিন্তু আটটি পর্য্যন্ত অভ্যাস রাখা চাই। কিঞ্চিৎকাল স্থায়ী স্বরে দ্রুত কম্পন দিলে বেশ ভাল শুনায়। দ্রুত কম্পনের চিহ্ন ~~~~~ এইরূপ; কিন্তু ইহার স্থল বাদকের রুচির অধীন রাখাই ভাল।

১৯। নট বেহাগ—ঝাঁপতাল।



০ | ১ | + | ৩ | ০

প | ন ধ ন | সা ঋ | সা সাপ ধনি | ধ প |

সা | গ - র | ক লু | ষ - - নি | বা -

১

ম গ |

র ণ |

অন্তরা— + | ৩ | ০ | ১ | +

: প প | ন ন | সা | সা সা | সা গঋ |

: জ য় | বি শ্ব | পা | তা অ | ন - -

৩ | ০ | ১ | + | ৩

গ গম | গ গঋ | সানসা ঋসান সা : | প প | গ ম |

স্থ বি - | ধা - - | তা - - - - - - | জ য় | দে ব

০ | ১ | + | ৩ | ০

প | ন ধ ন | সা ঋ | সা সাপ ধনি | ধ প |

দে | বে - শ | জী - | বে - - র - | জী -

১

ম গ |

য ন। |

তাল।

গান আর গতের মাত্রা পরম্পরার ভিতরে সর্ব্বদাই একটা শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শৃঙ্খলার নাম তাল। দুই দুই, তিন তিন, চার চার, এইরূপে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা মাত্রা শ্রেণীকে ভাগ করা যায়; এই নিয়মটি সকল তালেরই সাধারণ এবং সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। এতক্ষণ যত কিছু বাজান হইয়াছে, এইরূপে মাত্রা না গণিয়া তাহার কোনটাই বাজান হয় নাই। গণনার সুবিধার জন্য স্বরলিপিতে দাঁড়ি ব্যবহার হয়। কোন চরণের (অর্থাৎ দুই দাঁড়ির ভিতরকার অংশের) মাত্রা গণিয়া দেখিলেই প্রমাণ হইবে যে, এই সকল দাঁড়ি দ্বারা গৎটিক সমান মাত্রাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হইয়াছে।

১৬, ১৭, ১৮, ১৯, এই চারি সংখ্যক পাঠের প্রতি এ স্থলে মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। এই সকল পাঠের কোনটিতে প্রতি চরণে কয় মাত্রা করিয়া আছে, তাহা একবার গণিয়া দেখুন।

১৬ নং পাঠের প্রতি চরণে চারিটি করিয়া মাত্রা। এই মাত্রাগুলিকে এত দ্রুত দিতে হইবে, যেন মিনিটে প্রায় ২০০টি করিয়া পড়ে।

+, ২, এই ছুটি নূতন চিহ্ন এই পাঠে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার পরের স্বরলিপিতে +, ৩, ০, ১, এইরূপ চারিটি চিহ্ন আছে। এই সকল চিহ্ন বেহালা বাদকের পক্ষে তত কার্য্যকর নহে; আর বাদ্যের সঙ্গে তবলা ইত্যাদির সঙ্গত না হইলে উহাদের কোন প্রয়োজনই হয় না। স্বরলিপিতে উহাদিগকে ব্যবহার করার রীতি আছে, এই জন্যই ইহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় জানা আবশ্যক বোধ হয়; অন্যথা ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিলেও ক্ষতি নাই।

কণ্ঠ সঙ্গীতে মৃদঙ্গ তবলা ইত্যাদির সঙ্গত হইলে এই সকল চিহ্ন অতিশয় প্রয়োজনীয় হয়। আমাদের সঙ্গীতে গানের সঙ্গে সঙ্গতের যেরূপ রীতি, তাহাতে গায়ক কোন্ তালে গাইবেন সঙ্গতদার প্রায়ই পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারেন না। আবার গানের মাত্রার গাঁথুনি এরূপ হইতে পারে যে, গায়কের নিকট কিঞ্চিৎ আভাষ না পাইলে গানারম্ভের পরেও কিছুকাল গানের তাল নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। এই জন্য গাইবার সময় গায়ককে হাতে তাল দেখাইতে হয়। তাল দেখাইবার রীতি নিম্নলিখিত রূপ :—

গান বা গতের প্রত্যেক চরণের প্রারম্ভে স্বভাবতঃই একটু ঝুঁকি পড়ে। কিন্তু এই ঝুঁকি সকল চরণে সমান ভাবে পড়ে না। অপেক্ষাকৃত প্রবল ঝুঁকিগুলিকে 'আঘাত' অথবা 'তাল', আর সামান্য ঝুঁকিগুলিকে 'বিরাম' অথবা 'ফাঁক' বলা হয়। তালের গঠনভেদে এক একটি আঘাত বিশেষ লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়ায়। এই বিশেষ আঘাতগুলির নাম 'সম'। স্বরলিপিতে আঘাতের চিহ্ন ১, ২, ৩, ইত্যাদি অঙ্ক; বিরামের চিহ্ন ০। সমের আঘাতগুলির স্থানে অঙ্কের পরিবর্ত্তে + এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়। এই সকল চিহ্ন স্বরলিপির লাইনের উপরে পৃথক্ পংক্তিতে থাকে।

তাল দিবার সময় গায়ক আঘাতের স্থলগুলিতে মাত্রার আঘাতে ন্যায় এক-একটি আঘাত করেন। ফাঁকের স্থলে আঘাতের পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ হাত চিত করিয়া দেখান। গান ধরিবার সময় গায়ক যেখানে খুসী ধরিতে পারেন, কিন্তু ছাড়িবার সময় গানের প্রথম সম ভিন্ন অন্য কোন স্থলে ছাড়িতে পারেন না।

বেহালা বাদকের তাল দেখাইতে হইলে, ঐ কার্য্য পায় করা ভিন্ন উপায় নাই। আঘাত বুঝাইতে হইলে পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা মেঝেতে আঘাত করিতে হয়। ফাকের সময় পায়ের অগ্রভাগ পাশাপাশি নাড়িতে হয়।

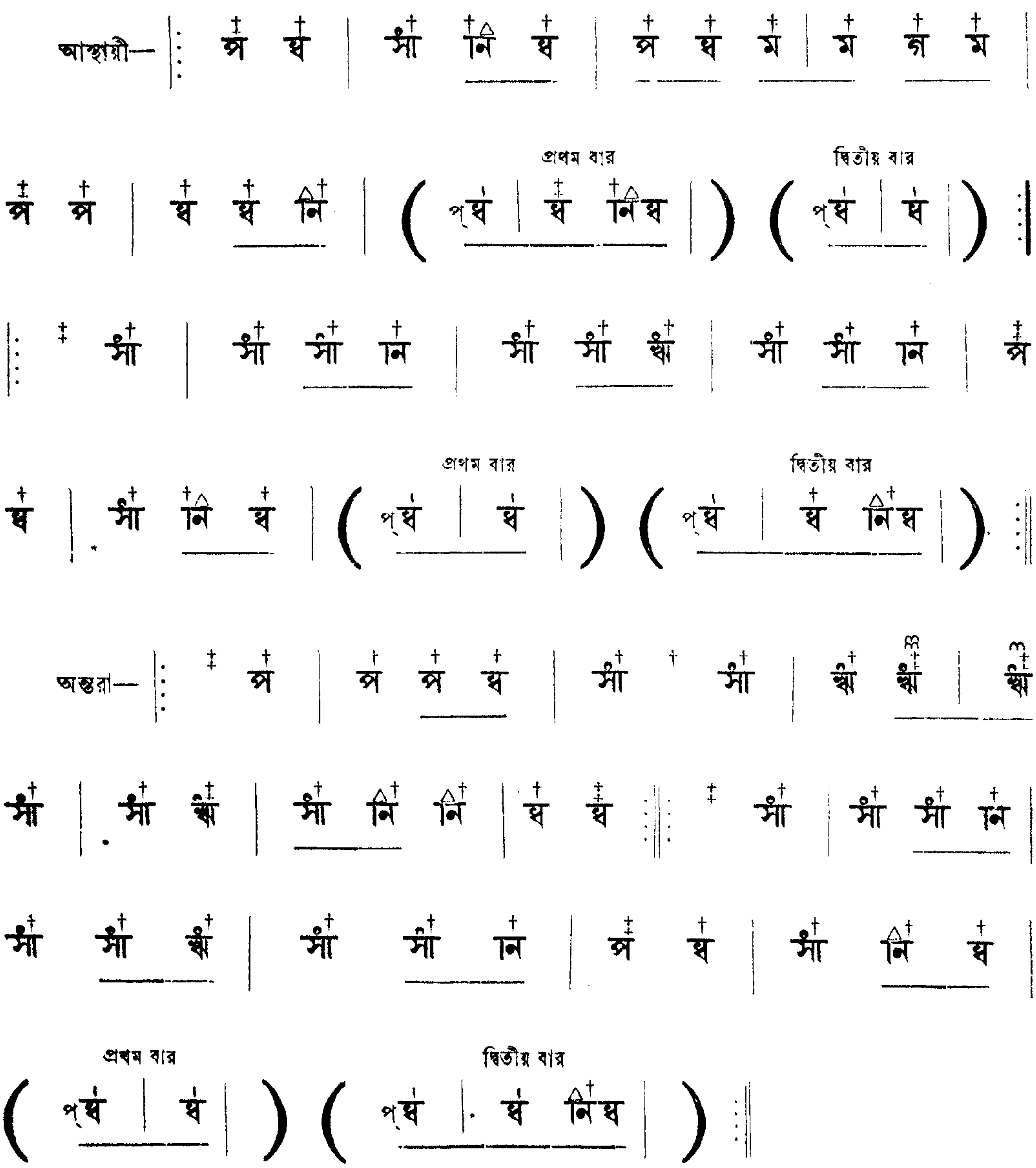
চরণের অন্তর্গত মাত্রার সংখ্যা, সম তাল ও ফাকের পর্য্যায়, এবং মাত্রার গতি, এই সমুদয় স্থির হইলেই তাল স্থির হয়।

তাল দেওয়ার রীতি যে কেবল তবলা বাদকের সুবিধার জন্য প্রচলিত হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে গায়কের সঙ্গে সঙ্গতদারের বিবাদ অনেক স্থলেই ঘটিয়া থাকে। গায়ক গাইতে ভুল করিলেন, কি বাদক বাজাইতে ভুল করিলেন, এ প্রশ্নের মীমাংসক শ্রোতারাই হইতে পারেন। গায়ক যদি তাল না দেন, তবে সাধারণ শ্রোতার পক্ষে এরূপ বিষয়ের বিচার করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু তাল দিলে, তাহা দেখিয়া অল্প সমজদার লোকেরাও বুঝিতে পারে কাহার ভুল হইতেছে। বোধ হয় এই জন্যই প্রথমে তাল দেওয়ার প্রথার সৃষ্টি হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ, এই উভয় পাঠেই, প্রতি চরণে মাত্রার সংখ্যা ৩। সম, তাল, ফাঁক ইত্যাদির পর্য্যায়ও উভয় পাঠেই একরূপ। এতৎসত্ত্বেও যে উভয় পাঠে একই তাল হয় নাই, তাহার কারণ কেবল মাত্রার গতির প্রভেদ। সপ্তদশ পাঠের তাল একতালা, ইহার মাত্রা মিনিটে ১২৫ হইতে ১৫০ করিয়া পড়ে। অষ্টাদশ পাঠের তাল খেমটা; তাহার মাত্রা ইহার চাইতে অনেকখানি দ্রুত——মিনিটে প্রায় ২৫০। বাস্তবিক এই তালে মাত্রার গতি এত দ্রুত যে, হাতে মাত্রা দিতে হইলে এত তাড়াতাড়ি মাত্রা দেওয়া একটু শ্রমসাধ্য হয়। এই জন্য অনেক সময় খেমটা তালের প্রতি চরণে তিন মাত্রা না ধরিয়া, এই তিনটি মাত্রার সমষ্টির সমান একটিমাত্র মাত্রা কল্পনা করা হয়। তখন মাত্রার গতি মিনিটে প্রায় ৮৩টি করিয়া হয়। এই হিসাবে মাত্রা দিলে কোন কষ্ট হইবে না।

কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই এই শেষোক্তরূপে মাত্রা দিয়া অষ্টাদশ পাঠটিকে আদায় করিতে পারেন। প্রত্যেক চরণের কেবল প্রথম মাত্রাটিতে আঘাত করিতে হইবে। যদি ইহা কঠিন বোধ হয়, তবে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তিত স্বরলিপি দেখিয়া বাজাইবেন।

টা টে টি | টা টে টি |……এইরূপ করিয়া মাত্রা দিন।



প্রতি মিনিটে কয়টি করিয়া মাত্রা পড়িতেছে, তাহা স্থির করা তত কঠিন কার্য্য নহে। এক টুকরা সুতার আগায় ছোট একটি ভার বাঁধিয়া একটি দোলক প্রস্তুত করিলে, তাহার সাহায্যে সকল সময়ই মাত্রার গতি নিয়মিত

করা যায়। সুতায় ধরিয়া ভারটিকে কয়েকবার দোলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সুতা যত লম্বা হয় ভারটি ততই ধীর গতিতে দোলে। সুতার কোন্ স্থানে ধরিয়া ঝুলাইলে মিনিটে কয়বার করিয়া দোলে তাহা প্রথমে একবার ঘড়ির সঙ্গে মিলাইয়া সুতার গায় চিহ্নিত করিয়া লইতে হইবে। এই সকল চিহ্নে ধরিয়া দোলাইলে সকল সময়ই ঠিক এক ফল পাওয়া যাইবে। সুতরাং মাত্রার গতি স্থির করিবার পক্ষে এই দোলক একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এইরূপ একটি দোলক প্রস্তুত করিয়া যত্নপূর্ব্বক বেহালার বাক্সের একটা খোপে রাখিয়া দিবেন। মাত্রামান যন্ত্র (Metronome) থাকিলে দোলকের কোন প্রয়োজন হইবে না।

১৯ নং পাঠের প্রতি চরণে মাত্রার সংখ্যা সমান নাই বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। কিন্তু বড় দাঁড়ি গুলির অন্তর্গত অংশ সমুদয়কে চরণ ধরিলে দেখিবেন প্রতি চরণে ৫ মাত্রা করিয়া ইহার মাত্রার হিসাব মিলে। একটি দু মাত্রার পদ, আর একটি তিন মাত্রার পদ, এ উভয়ে মিলিয়া ঝাঁপতালের একটি চরণ পূর্ণ করে। আবার ঐরূপ পূর্ণ চরণের দুটিকে লইয়া উহার তাল পূর্ণ হয়।

অতঃপর প্রচলিত কয়েকটি তালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। এই সকল তালের সহিত বিশেষ পরিচয় রাখিতে যত্নবান হইবেন। আমাদের দেশে বাদ্যের সঙ্গে তবলাদির সঙ্গত হওয়াই সাধারণ রীতি; কিন্তু কিছুকাল তবলাদি যন্ত্রের সঙ্গে বাজাইয়া অভ্যাস না করিলে এই কার্য্যে পটুতা জন্মে না। অতএব এইরূপ অভ্যাসের সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহাকে অবহেলা করিবেন না।

১। কাওয়ালী—ষোল মাত্রার তাল।

এই তালের মাত্রার ওজন মিনিটে ১৬০ *। এইরূপ চারিটি মাত্রায় কাওয়ালীর একটি চরণ হয়। পূর্ণ তালটিতে এইপ্রকারের চারিটি চরণ থাকে। ঐ চারি চরণের তিনটি তাল আর একটি ফাঁক। যথা—

+				৩				০				১			
টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা	টা

"মাত্রার ওজন মিনিটে এত" এই কথাগুলিকে অতঃপর সাঁটে "ম. এত" এইরূপ লেখা হইবে।

কাওয়ালীর এক এক চরণে ছোট ছোট চারিটি মাত্রা না দিয়া অনেক সময় বড় বড় দুটি করিয়া মাত্রা দেওয়া হয়। তখন ইহা ম. ৮০, আট মাত্রার তাল হয়। যথা—

+				৩				০				১			
টা	টে	টা	টে	টা	টে	টা	টে	টা	টে	টা	টে	টা	টে	টা	টে

২। ঢিমে তেতালা—ষোল মাত্রা।

এই তালে ম. ৮০। এইরূপ চারিটি মাত্রায় ইহার এক একটি চরণ, চারি চরণে তাল পূর্ণ হয়। সম, ফাঁক ইত্যাদির পর্য্যায় কাওয়ালীর ন্যায়।—

* এই সকল ওজন 'গীতসূত্রসার' হইতে সংগৃহীত।

+ ৩ ০ ১
। । । । | । ৩৩ ×××× । | । । । । | । ৩৩ ×××× । ||
টা টা টা টা | টা টাটে টাফাটেফে টা | টা টা টা টা | টা টাটে টাফাটেফে টা ||

৩। ## ঠুংরী—আট মাত্রা।

ম. ২০০। চারি মাত্রার চরণ; দুই চরণে তাল পূর্ণ। উভয় চরণেই তাল; ফাঁক নাই।—

+ ২
। । ৩৩ ৩৩ | । । ৩৩ ৩৩ ||
টা টা টাটে টাটে | টা টা টাটে টাটে ||

অথবা, ম. ১০০; দুই মাত্রার চরণ; আট মাত্রায় তাল পূর্ণ।—

+ ২
৩৩ ×××× | ৩৩ ×××× ||
টাটে টাফাটেফে | টাটে টাফাটেফে ||

৪। ## খেমটা—বার মাত্রা।

ম. ২৪০; তিন মাত্রায় চরণ; চারি চরণে তাল পূর্ণ। চারি চরণের তিনটিতে তাল, একটিতে ফাঁক।—

+ ৩ ০ ১
। । । | । । । | । । । | । । । ||
টা টা টা | টা টা টা | টা টা টা | টা টা টা ||

অথবা, ম. ৮০, এক মাত্রার চরণ; চারি মাত্রায় তাল পূর্ণ হয়।—

+ ৩ ০ ১
† † † | † † † | † † † | † † † ||
টা টে টি | টা টে টি | টা টে টি | টা টে টি ||

৫। ## একতালা—১২ মাত্রা।

ম. ১৪০। তিন মাত্রায় চরণ; চারি চরণে তাল পূর্ণ। চারি চরণের তিনটিতে তাল একটিতে ফাঁক।

+ ৩ ০ ১
। । । | । । । | । । ৩৩ | ×××× । । ||
টা টা টা | টা টা টা | টা টা টাটে | টাফাটেফে টা টা ||

অথবা, চারি মাত্রা বিশিষ্ট তিনটি চরণে তাল পূর্ণ। এই তিন চরণের প্রত্যেকটিতেই তাল; ফাঁক নাই।—

+ ২ ৩
। । । । | । । । । | ৩৩ ×××× । । ||
টা টা টা টা | টা টা টা টা | টাটে টাফাটেফে টা টা ||

৬। চৌতাল—বার মাত্রা।

ম. ১০০। দুই মাত্রা বিশিষ্ট ছয়টি চরণ। এই ছয় চরণের প্রথমটিতে তাল, দ্বিতীয়টিতে ফাঁক, তৃতীয়টিতে তাল, চতুর্থটিতে ফাঁক, পঞ্চম ও ষষ্ঠে তাল।—

```
+        ০        ২           ০        ৩              ৪
১   ১  | ১   ১  | ১   ৩৩    | ১   ১  | ৩৩    ৩৩    | ৩৩    ৩৩
টা  টা | টা  টা | টা  টাটে  | টা  টা | টাটে  টাটে  | টাটে  টাটে ||
```

৭। ঝাঁপতাল—দশ মাত্রা।

ম. ১৯২। এই তালে চারিটি চরণ আছে। তাহাদের প্রথম ও তৃতীয় দু মাত্রার; দ্বিতীয় ও চতুর্থ তিন মাত্রার। সুতরাং তালটিকে পাঁচ মাত্রা বিশিষ্ট দুইটি বৃহৎ চরণে ভাগ করা যায়।—

```
+         ৩              ০         ১
৩   ৩   | ১   ১   ১    | ১   ১   | ১   ১   ১
টা  টে  | টা  টা  টা   | টা  টা  | টা  টা  টা ||
```

৮। সুরফাকতাল—দশ মাত্রা।

ম. ১৭৬। দুই মাত্রা বিশিষ্ট পাঁচটি চরণ। প্রথম চরণে তাল, দ্বিতীয়ে ফাঁক, তৃতীয় ও চতুর্থে তাল, পঞ্চমে ফাঁক।—

```
+           ০           ২              ৩        ০
১   ৩৩    | ৩৩    ১   | ৩৩    ৩৩    | ১   ১  | ৩৩    ৩৩
টা  টাটে  | টাটে  টা  | টাটে  টাটে  | টা  টা | টাটে  টাটে ||
```

অথবা, তিন চরণে তাল পূর্ণ। প্রথম চরণে চারি মাত্রা, দ্বিতীয়ে দুই মাত্রা, তৃতীয়ে চারি মাত্রা। তিন চরণেই আঘাত। অর্থাৎ প্রথমোক্ত প্রকারের ফাঁকগুলিকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র আঘাতগুলিকে দেখান।—

```
+                           ২              ৩
১   ৩৩    ৩৩    ১   | ৩৩    ৩৩    | ১   ১   ৩৩    ৩৩
টা  টাটে  টাটে  টা  | টাটে  টাটে  | টা  টা  টাটে  টাটে ||
```

৯। ধামার—চৌদ্দ মাত্রা।

ম. ১৯২। পাঁচ মাত্রা, পাঁচ মাত্রা ও চারি মাত্রা বিশিষ্ট তিনটি চরণ। প্রতি চরণেই তাল; ফাঁক নাই।—

```
+                     ২                 ৩
১   ১   ১   ১   ১   | ১   ১   ১   ১   | ১   ১   ১
টা  টা  টা  টা  টা  | টা  টা  টা  টা  | টা  টা  টা ||
```

১০। তেওরা—সাত মাত্রা।

ম. ২০৮। এই তালে তিনটি চরণ, তিনটিতেই আঘাত। প্রথম চরণে তিন মাত্রা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে দুই দুই মাত্রা।—

\+   ২   ৩
টা টা টা | টাটে টাটে | টাটে টাটে ||

উচ্চ স্বর সাধন (প্রসার।)

কিঞ্চিৎ স্বর বোধ জন্মিলে পর বেহালার উচ্চ স্বরগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। পঞ্চম স্বরের উপরে যে সকল স্বর, তাহাদিগকেই এস্থলে উচ্চ স্বর বলা হইতেছে।

তারের পঞ্চম স্বর কনিষ্ঠায় বাজাইয়াছেন। ইহার উপরকার স্বর ঐ তারে বাজাইবার প্রয়োজন হইলে বেহালার গ্রীবা ধারণের স্থান একটু অগ্রসর করিতে হয়। তর্জ্জনীকে দ্বিতীয় স্বরের পরিবর্ত্তে তৃতীয় স্বরের স্থানে স্থাপন করিলে কনিষ্ঠা স্বভাবতঃই ষষ্ঠ স্বরের স্থানে পড়ে। এইরূপে তর্জ্জনীর স্থান যতই অগ্রসর হয়, ততই উচ্চতর স্বর সকল ক্রমে হস্তগত হয়। অবশ্য এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে তর্জ্জনীকে অধিক অগ্রসর করিয়া বাজাইতে হইলে ক্রমে বৃদ্ধার স্থানও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অঙ্গুলির স্থান এইরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ার নাম 'প্রসার'। প্রসার সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম এই যে "বৃদ্ধা এবং তর্জ্জনী উভয়কে এক সময়ে সরাইতে নাই।" আগে তর্জ্জনীকে যথাস্থানে স্থাপন, তৎপর (প্রয়োজন হইলে) বৃদ্ধাকে তাহার পার্শ্বে আনয়ন, এইরূপ করাই রীতি। প্রসারটি বিস্তৃত হইলে, হটিয়া যাইবার সময় আগে বৃদ্ধাকে যথাস্থানে নিয়া তৎপর তর্জ্জনীকে সরান সুবিধাজনক। নিম্নে প্রসারের কয়েকটি সাধন দেওয়া গেল।—

(ক) সা ঋা সা গ সা ম সা প সা ম সা গ সা ঋা |

বৃদ্ধা স্থির থাকিবে। ঋা গ ম প এই স্বরগুলি তর্জ্জনীতে বাজিবে।

(খ) ঋা গ ম প | ম গ ঋা | গ ম প ধ | প ম গ |
ত ম অ ক | অ ম ত | ত ম অ ক | অ ম ত |

ম প ধ ন | ধ প ম | প ধ ন সা | ন ধ প ||
ত ম অ ক | অ ম ত | ত ম অ ক | অ ন ত ||

সা ন ধ প | ধ ন সা | ন ধ প ম | প ধ ন |
ক অ ম ত | ম অ ক | ক অ ম ত | ম অ ক |

ধ প ম গ | ম প ধ | প ম গ ঋা | গ ম প ||
ক অ ম ত | ম অ ক | ক অ ম ত | ম অ ক ||

তৃতীয় তারেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যে সুরটিতে যে অঙ্গুল ব্যবহার হইবে, তাহার আদ্য অক্ষর ঐ সুরের নিম্নে লেখা গেল। তর্জ্জনীর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাকে এক এক পদ অগ্রসর করিবেন। প্রথমে চলিত উপায়ে সাধনটির এক এক অংশ বাজাইয়া, তৎপরেই সেই অংশটুকু প্রসারে বাজাইলে সুবিধা হইবে। এইরূপে সমস্ত সাধনটিকে আয়ত্ত করিয়া, তৎপর কেবল প্রসার যোগেই আদ্যোপান্ত অবিচ্ছেদ বাজাইবেন।

(গ) প ধ ন সা | ঋ গ ম গ | ঋ সা ন ধ |
ত ম অ ক | ম অ ক অ | ম ত অ ম |

প ‖ তৃতীয় তারে।
ত ‖

(ঘ) সা ঋ গ ম | প ধ ন সা | সা ন ধ প
ত ম অ ক | ত ম অ ক | ক অ ম ত
দ্বিতীয় তার.................... প্রথম তার..

ম গ ঋ সা | ন ধ প ম | গ ঋ সা ন |
ক অ ম ত | ক অ ম ত | ক অ ম ত |
দ্বিতীয় তার.................... তৃতীয় তার.................... চতুর্থ তার....................

ন সা ঋ গ | ম প ধ ন ‖
ত ম অ ক | ত ম অ ক ‖
.... তৃতীয় তার....................

উচ্চ সুর আদায় করিতে নিজের সুর বোধের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং উচ্চ সুর সাধনার্থ যে সকল গৎ দেওয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে আগে এক সপ্তক খাদে অভ্যাস করিয়া লওয়া ভাল। নিম্নে উচ্চ সুরের একটি তালিকা দেওয়া গেল। চতুর্থ সুরের স্থানে তর্জ্জনীকে স্থাপন করিলে, তর্জ্জনীতে চতুর্থ সুর, মধ্যমায় পঞ্চম সুর, অনামিকায় ষষ্ঠ সুর ও কনিষ্ঠায় সপ্তম সুর বাজে। ইহার উপরে অষ্টম সুরের স্থান, তাহার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। সুতরাং কনিষ্ঠাকে প্রসারিত করিয়া প্রয়োজন মত এক একবার ঐ সুরটি বাজাইয়া ফেলিতে মুস্কিল হইবে না। চাই কি, গ্রীবা ধারণের স্থান সমেত তর্জ্জনীকে একেবারে অষ্টম সুরের স্থানে আনিয়া ফেলাও শক্ত না হইতে পারে। একবার তর্জ্জনী অষ্টমের ঘরে আসিলে মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা যথাক্রমে নবম দশম ও একাদশ সুর সহজেই পাইবে।

উচ্চ সুরের তালিকা।

		চতুর্থ তার	—	তৃতীয় তার	—	দ্বিতীয় তার	—	প্রথম তার।
বিকৃত ষষ্ঠ সুর	—	ঋ	—	ধ	—	গ	—	ন
ষষ্ঠ সুর	—	ঋ	—	ধ	—	গ	—	ন

বিকৃত সপ্তম সুর	—	গ	—	নি	—	ম	—	সা
সপ্তম সুর	—	গ	—	নি	—	ম	—	ঋ
অষ্টম সুর (১ম হারমণিক)		ম	—	সা	—	প	—	ঋ
বিকৃত নবম সুর	—	ম	—	ঋ	—	ধ	—	গ
নবম সুর	—	প	—	ঋ	—	ধ	—	গ
বিকৃত দশম সুর	—	ধ	—	গ	—	নি	—	ম
দশম সুর	—	ধ	—	গ	—	নি	—	ম
একাদশ সুর	—	নি	—	ম	—	সা	—	প
বিকৃত একাদশ সুর	—	নি	—	ম	—	ঋ	—	ধ
দ্বাদশ সুর (২য় হারমণিক)		সা	—	প	—	ঋ	—	ধ

ইহার উপরেও সুর পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের ভিতরে মিষ্টতা থাকে না। বৃদ্ধা ক্রমেই যেমন অগ্রসর হইবে, তেমনি ক্রমেই গ্রীবার নীচের দিকে যাইবে। শেষটা বৃদ্ধার প্রথম পর্ব্বের মাংসল স্থানটুকু একেবারে বেহালার ঘাড়ে আইসে। ইহার উর্দ্ধে যাইতে হইলে বৃদ্ধা গ্রীবা পরিত্যাগ করিয়া বেহালার কাণার আশ্রয় লয়। কিন্তু হিন্দু সংগীতে এতটার দরকার হয় না।

প্রথমে চতুর্থ সুরের স্থানে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া দ্বিতীয় ও প্রথম তারে 'তারা' সপ্তক সাধন হইবে।—

(ক) সা ঋ গ ম | প ধ নি সা | সা নি ধ প |
ম গ ঋ সা ||

(খ) সা ঋ গ | ঋ গ ম | গ ম প | ম প ধ |

প ধ নি | ধ নি সা | সা নি ধ | নি ধ প |

ধ প ম | প ম গ | ম গ ঋ | গ ঋ সা ||

(গ) সা গ ঋ গ | ঋ ম গ ম | গ প ম প |

ম ধ প ধ | প নি ধ নি | ধ সা নি সা | ধ প

গ সা | ঋ ম প নি | সা ধ নি প | ধ ম প গ |

ম ঋ গ সা ||

এইটুকু আয়ত্ত হইলে কয়েকটি সহজ গৎ বাজাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

২০। |: ধ ধ সা ঋ | গ গ গ প | গ ঋ সা ঋ |

গ ঋ সা :||

|: সা প ম প | ধ ধ প | গম গম গ ঋ |

গ ঋ সা :||

২১। |: সা সা | ঋ গ সা | ঋ ম ম | গ গ ঋ |

সা :| " |: ম ধ ধ ধ | প ধ প ম | ম প প ম |

প্রথম বার (গ) | দ্বিতীয় বার (গ ঋ সা) :||

|: ম ম ম ম | প প প | ধ ধ ধ ধ | প :|

প্রথম বার

|: ম ধ ধ ধ | প ধ প ম | ম প প ম | (গ) |

দ্বিতীয় বার

(গ ঋ সা) :||

$ এইরূপ চিহ্ন যেখানে দেখিতে পাইবেন সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় ঐরূপ প্রথম চিহ্ণটির স্থান হইতে বাজাইবেন।

২২। GOD SAVE THE QUEEN.

সা সা ঋ | নি নিসা ঋ | গ গ ম | গ গঋ সা |

ঋ সা নি | সা সাঋ গম | প প প | প পম গ |

ম ম ম | ম মগ ঋ | গ মগ ঋসা | গ গম প |

ধপম গ ঋ | সা ||

২৩। ABIDE WITH ME.

গ গ ঋ | সা প | ধ প প ম | গ | গ ম প |

ঋ প | ম ঋ গ ম | প | গ গ ঋ | সা প |

প ম ম গ | ঋ | ঋ গ ম | গ ঋ সা ম | গ ঋ |

সা ||

২৪। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঠুংরি।

আস্থায়ী— ঋা গা | সা ঋা সা ম | গা মগ ঋা গা |

মা পা পা | পা ধপ ম গা | মা পা পা | পা ধা সা নি |

ধা পা মা | গা ||

অন্তরা— মা গা | মা ধা ধা | ধা নিধ পা ধা | ধসা নি ধা |

পা মা গা | মা পা পা | পা ধা সা নি | পধা ধনিধ |

পা মা | গা ||

২৫। BLUE BELLS OF SCOTLAND.

|: পা | সা নি ধা | পা ধা নিসা | গা গা মা ঋা |

সা :||

|: পা | গা সা গা পা | সা সান ধা নিসা | নি পা

ধা মা | পা :| ধানি | সা নি ধা | পা ধা নিসা | গা ঋা

মা ঋা | সা ||

অতঃপর আর পাঠগুলিকে তারা সপ্তকে লেখা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। মুদারা সপ্তকেই স্বরলিপি দেওয়া যাইবে; ইচ্ছা হইলে সেই সকল জিনিস এক সপ্তক উচ্চে বাজান কঠিন কাজ নহে।

২৬। বেহাগ মিশ্র—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০ ১
গ ম | প ন | সা সা | সা | ন ধ | সা সা |

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০
ন ধ | প | প ধ | নি ধ | প ম | গ | গম প |

১ + ৩
ম ম | গ ধ | সা ||

০ ১ + ৩ ০ ১
প প | ন ন | সা ন | সা | সা সা | ধ সা |

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০
ন প | ন | প ধ | নি ধ | প ম | গ | গম প |

১ + ৩
ম ম | গ ধ | সা ||

২৭। খাম্বাজ—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০ ১ +
সা সা | গ ম | প | ন ন | ন | সা ধ | সা নি |

৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
ধ | প ধ | প সা | সা নি | ধ | ম | প ধ |

+ ৩
ম ম | গ ||

০ ১ + ৩ ০ ১
ম্ ম্ | ধ্ ন্ | র্সা ন্ | র্সা | প্ ন্ | র্সা ঋ্ |

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০
র্সা নি | ধ্ | প্ ধ্ | প্ র্সা | র্সা নি | ধ্ | ম্ |

১ + ৩
প্ ধ্ | ম্ ম্ | গ্ ||

উপরিলিখিত গৎ ছুটি ঢিমা লয়ে লিখিত হইয়াছে। ইচ্ছা হইলে ইহাদিগকে ইহার দ্বিগুণ লয়ে বাজাইতে পারেন। তখন

০ ১ +
গ্ ম্ | প্ ন্ | র্সা র্সা | র্সা এইরূপে তাল না দিয়া

০ ১
গ্ম প্ন | র্সার্সা র্সা | এইরূপে দিতে হইবে। নিম্ন লিখিত গৎটি এই শেষোক্ত লয়ে লেখা হইয়াছে।

২৮। ছায়ানট—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০
ঋ প্ম | প্ প্ধ | ম্প ম্ | গ্ গ্মগ্ | ঋ ঋগ |

১ + ৩
ম্ প্ | গ্ম ঋ | র্সা ||

০ ১ + ৩ ০
প্ ধপ্ | ধ্ ধ্নিধ্ | প্ধ ন্সা | ধ্ন প্ | ঋ ঋগ |

১ + ৩
ম্ প্ | গ্ম ঋ | র্সা ||

০ ১ + ৩ ০
প্প ধ্সা | র্সার্সা র্সা | র্সা র্সার্সা | র্সা র্সা | র্সা ঋ |

১ + ৩ ০ ১
ঋা গম | ঋাঋা সাসা | ানসা ধান | পপ ধপ | ধ ধ |

+ ৩ ০ ১ + ৩
পধ ানসা | ধান প | ঋা ঋাগ | ম প | গম ঋা | সা ||

২৯। সুরঠ—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩
|: মঋা ম | পম প | প ধপ | মগ ঋা :||

প্রথম বার
০ ১ + ৩
|: ধধ ধনি | ধ প | ম ধ | (প মপধনি |)

দ্বিতীয় বার
৩ ০ ১ + ৩ ০
(প) :| মম ধ | ধ মগ | প প | ধপ ধপ | ম

১ + ৩ ০ ১
প | ঋা পম | পম ঋা | মঋা মঋা | সা ঋা | ান সা |

+ ৩
ঋা ঋা | ঋা ||

৩০। খাম্বাজ—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০
সা মগ | ম প | ানান সান | সা সান | সা ঋা |

১ + ৩ ০ ১ +
প সা | নিধ পম | গ | সা মগ | ম প | সানি পম |

৩
গ ||

০ ১ + ৩ ০
প ন | প ন | সাসা সাসা | সা নি | র্গর্গ র্গর্গ |

১ + ৩ ০ ১ +
র্গ র্ম | র্গর্গ ঋঋ | সা ন | প সাসা | পধ নি | ধপ

৩
মম | গ ||

৩১। জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০
ঋ ঋগ | ঋ সা | নি সা | ঋ ঋগ | ঋ ঋগ |

১ + ৩ ১ ০ +
ঋ সা | নি সা | ঋ |: ঋগ মপ | প প | ধপ মগ |

গমগ ঋ :||

০ ১ + ৩ ০
:| ম ধ | নিধ ন | সা সান | সা সা | ন সা |

১ ঋা গা | + ঋা সা | ৩ নিধ প ⁝ | ০ সা | ১ নিধ প | + ধপ মগ |

৩ গমগ ঋা | ০ ঋাগ মপ | ১ প প | + ধপ মগ | ৩ গমগ ঋা ||

৩২। খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

০ সা নি সা | ১ ন সা নি ধ | + প ধ প সা |

৩ নি নি ধ | ০ ম প ধ ম | ১ গ ম প গ | + ম ঋা সা |

৩ সা ম গ | ০ ম ধ নসা ঋা | ১ সা নি ধ | + ম প ধ ম |

৩ গ গ ম প ||

০ সান সাঋা সানি ধপ | ১ ম প সানি ধপ | + মধ পম

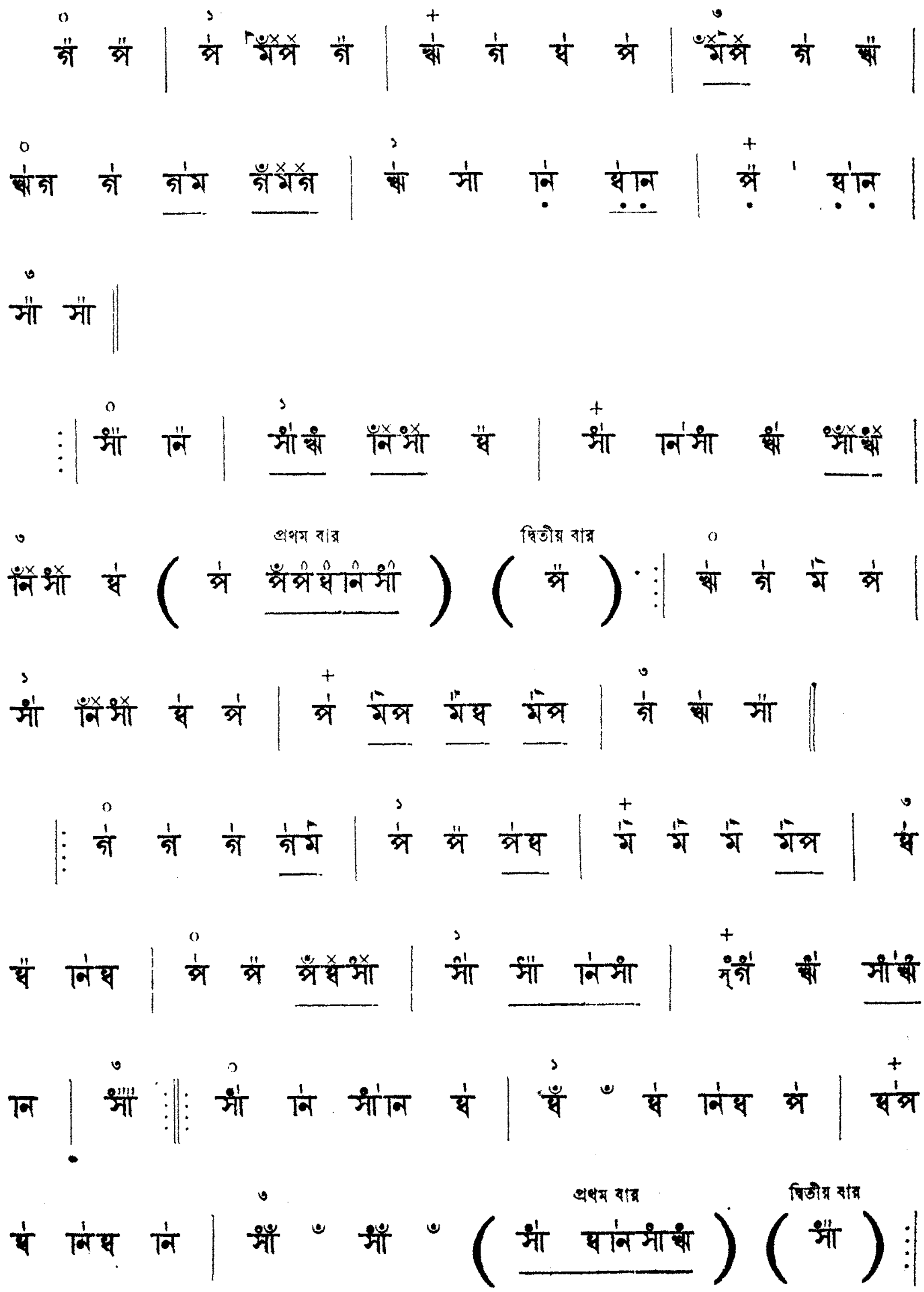
গঋা সা | ৩ সা মগ গপ ম | ০ ধপ পনি ধ সা | ১ ঋা ন

সা | + ম পধ | ০ ন সা পধ | ০ ন সা ধ | ১ নি প ধ ম |

+ প ধ ন সা | ৩ ঋাসা নিধ প | ০ নিধ পম গ | ১ পম

গঋা সা | + ম মগ ঋা গ | ৩ মগ ঋাসা নিধ পধ ||

৩৩। ইমন কল্যাণ—ঢিমে তেতালা।



০	১	+	৩
সা র্গ ঋ সা	ন ধ প মপ	গ ঋ গ ম	গ ঋ সা	

৩৪। জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

০ ঋ | ১ ঋসা ঋ | + মগ ম | ৩ ঋসা নিসা | ০ ঋসানিধ পধ |

১ নিসা ঋগ | + ঋসা নিধ | ৩ পম প | ০ মগ ম | ১ ঋসা ঋ |

+ মপ প | ৩ সান সাঋ | ০ ঋসা নিধ | পধ ১ নিধ | ÷ পম

গঋ | সানি সা ||

০ মপ ধ | ১ ধনি ধ | + ন সা | ৩ সান সা | ০ ঋ গ |

১ ঋ সা | + সান সাধ | ৩ নিধ নিপ | ০ মগ ম | ১ ঋসা ঋ |

+ মপ প | ৩ সান সাঋ | ০ ঋসা নিধ | ১ পধ নিধ | + পম গঋ |

৩ সান সা ||

৩৫। বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০
নি সাঋ | সানি ধপ | প × প ধপমপ | গ | পম

১ + ৩ ০ ১ +
গঋ | সা | গম পম | প | নি সা | গগ মপ | নিপ

৩ ০ ১ +
নিসা | ঋগ সাঋ | সানি ধনি | ঋসা নিধ | প × প

৩
ধপমপ | গ ||

০ ১ + ৩ ০
গম পধ | সা সাসা | নিঋ সানিধ | প পপ | পধপ

১ + ৩ ০ ১ +
মগ | ম | ধধ নিসানি | প | নি সা | গগ মপ | নিপ

৩ ০ ১ +
নিসা | ঋগ সাঋ | সানি ধনি | ঋসা নিধ | প × প

৩
ধপমপ | গ ||

৩৬। সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০ ১
সানি সা | ঋ | ঋগ মগ | ঋ | ঋ প | ম প |

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০

মগ ঋসা | ঋ | ঋ নি | ধ নি প ধ | ম প | মগ

১ + ৩

ম ঋ প | মগ ঋসা | ঋ ||

০ ১ + ৩ ০

মগ ম | পগ প | ধপ ধ নি সা | নিসা নি সা

১ + ৩ ০ ১ +

ঋ গ | ঋ সা | নিধ প | মগ ম ঋ সা | ঋগ ঋগ

৩ ০ ১ + ৩

ম প | পম গঋ | সা ঋ | ঋসা নিধ | প ধ ||

৩৭। গৌর সারঙ্গ—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০

সান সান সা গ | ঋগ ম | গ | পধপ মপ |

১ + ৩ ০ ১ + ৩

ধ নি | ধপ ম প | প পধ | ম প | গ গম | গ

০ ১ + ৩

ম | ঋ গঋ | ম গ | গঋ গঋ | সা ||

০ ১ + ৩ ০ ১ +

প গ | প ধ | সা | ধ সা | ঋ | সা ঋ | নিসা

৩ ০ ১ + ৩ ০
নসা | ধ প | প ম ম প ধ ন | ধ প ম | গ | ঋ গ

১ + ৩
ঋ গ | ম গ ঋ গ ঋ | সা |

৩৮। দেশ মল্লার—কাওয়ালী।

০ ১ + ৩ ০
ম মগ ম ম | পপ ধধ | ধনিধনি ধনিধ | পধপ

১ + ৩ ০ ১
মপ | ধধ প | ধপ মগ | ঋঋ সা : | ঋ ঋঋ | ঋ

+ ৩ ০ ১
ঋ | পপ মগ | ঋগ সা : | ঋম পসা | সাঋ সানি |

+ ৩
ধপ মগ | ঋঋ সা |

০ ১ + ৩
মপ পম | প প | মপ নান | সাঋ সা | নসা ঋঋ |

১ + ৩ ০ ১
সাঋ সা | সাঋ সানি | ধধ প | ধ ধধ | ধ ধ |

+ ৩ ০ ১ +
ঋসা নসা | ধনি প | মপ পম | প সা | নিধ পম |

৩
পঋ সা ||

৩৯। কেদারা—কাওয়ালী।

০ সাম মম | ১ ম ম | + মগ পম | ৩ ধধ প | ০ ম মগ |

১ পম প | + গম ঋ | ৩ সা ||

০ সা | ১ ন ন | + ধন ধ | ৩ পধ প | ০ ম মগ | ১ পম প |

+ গম ঋ | ৩ সা ||

০ পম ধধ | ১ প পধ | + সা সাসা | ৩ সা সা | ০ নসা ন |

১ ন ধন | + ধ ধ | ৩ প প | ০ ম ম | ১ ঋ সা | + ম প |

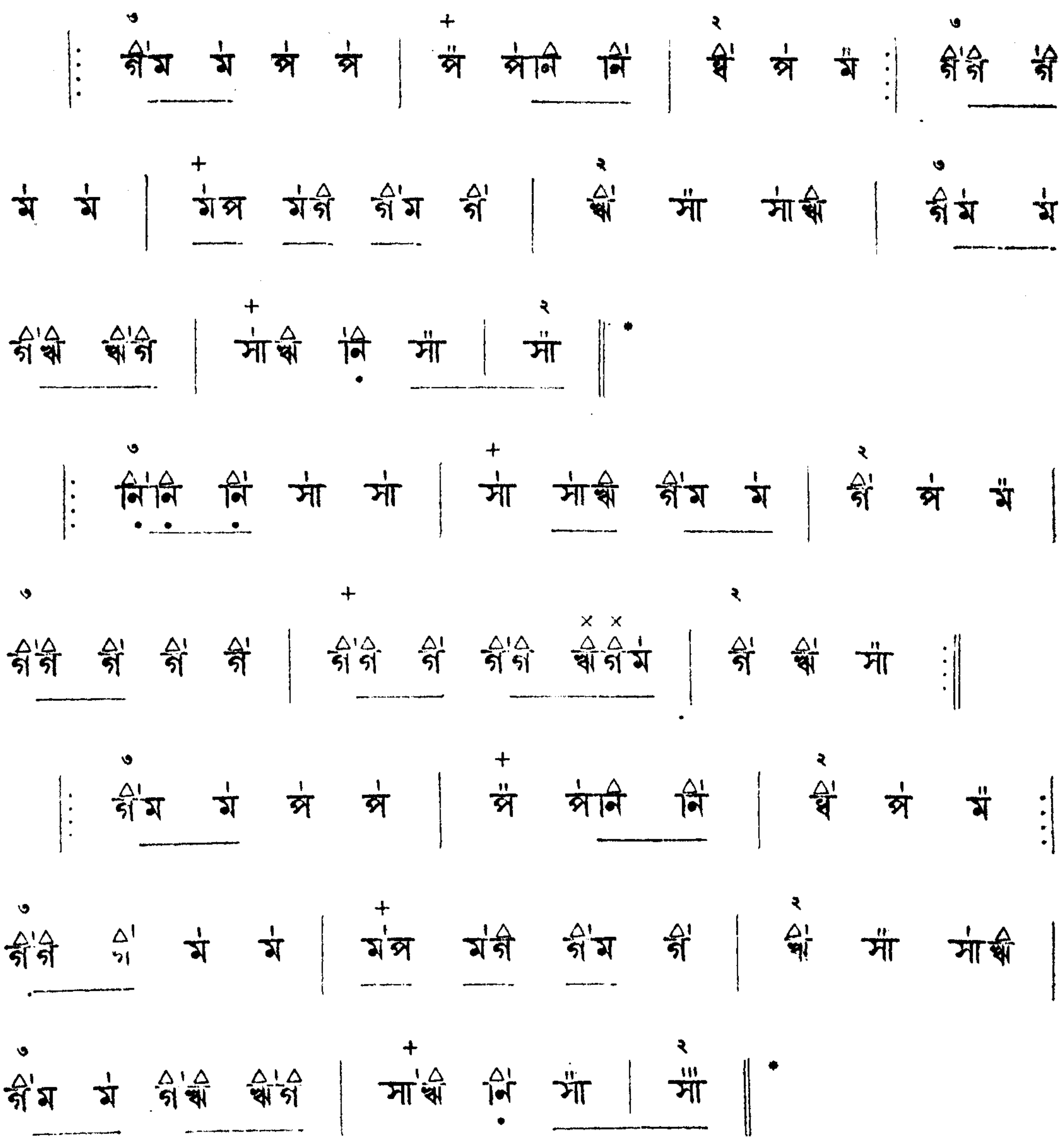
৩ সান সা | ০ ম মগ | ১ পম প | + গম ঋ | ৩ সা ||

৪০। ভৈরবী—একতালা।

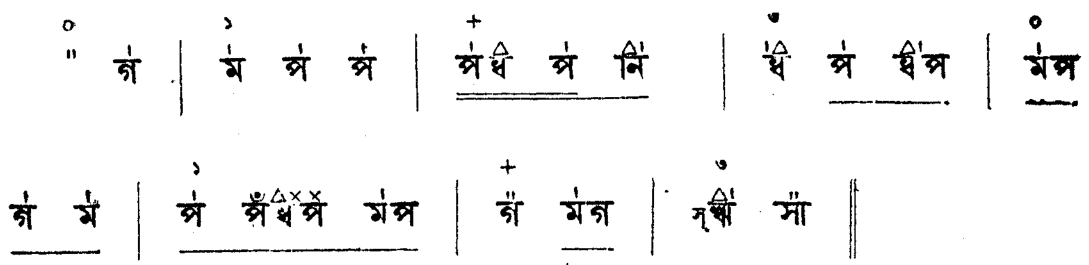
|: ঋগ | ৩ ম ম ম | + মপ মগ গম গ | ২ ঋ সা সাঋ |

প্রথম বার দ্বিতীয় বার

৩ গম ম গঋ ঋগ | + সাঋ নি (২ সা | সা) (সা | ২ সা |) :||



৪১। কালাংড়া—একতালা।



* এই সকল স্থান হইতে গোড়ায় ফিরিয়া আসিতে হইলে শেষের 'সা' পাঁচ মাত্রার, আর, অন্য কোন কলি ধরিতে হইলে শেষের 'সা' ২ মাত্রার হওয়া চাহি। এই কথা সাবধানে স্মরণ রাখিবেন; নচেৎ তাল ভঙ্গ হইবে।

প্রথম বার

০ ১ + ৩

।: " না । না র্সা র্সা ঋ । না র্সা না । প ধা (প)

দ্বিতীয় বার

০ ১ +

(প ধপ) :। মপ গ ম । প মধপ মপ । গ মগ ।

৩

সঋ সা ॥

০ ১ + ৩ ০

।: " ধা । ধা না সা । ঋ সা ঋসা । না সা । সা না ।

প্রথম বার

১ + ৩ ০

না ধা ধা । ধা না । না (সা । সাঋসান ধান)

দ্বিতীয় বার

০ ১ + ৩ ১

(সা । সা) :। ম । ম গ গ । ম ধা । না সা । না

১ + ৩ ০

সা গা । ঋ সা ঋসা । না সা না । পধা প ধপ । মপ

১ + ৩

গ ম । প মধপ মপ । গ মগ । সঋ সা ॥

৪২। শঙ্করা—কাওয়ালী।

।: সা সাসা । নাসা ধান । পান ধসা । না না :।

প পপ | গ প ¦ গ ঋ | সা | সা গ ¦ সা গ |

প সাসা | গ প ¦ ন নপ | ন সা ¦ ঋসা নধ |

প পধ ¦

⁝ সা সাগ | ঋ ম ¦ গ ঋ ¦ সা ন ¦ প পন ¦

প্রথম বার দ্বিতীয় বার

ধ সা ¦ (ন | ন) (ন ¦ সা) ⁝ সা | গ ¦ প

গ ¦ ন প ¦ সা নসা ¦ ঋ সা ¦ মগ ঋসা ¦ নধ পধ ‖

অলঙ্কার।

শরীরের শোভা বৃদ্ধির জন্য যেরূপ লোকে অলঙ্কার ধারণ করে, গীত বাদ্যের শোভা বৃদ্ধির জন্যও সেইরূপ অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীতের অলঙ্কারগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) সুরের অলঙ্কার; (২) মাত্রার অলঙ্কার; (৩) ভাবের অলঙ্কার।

সুর আর মাত্রার অর্থ সকলেই জানেন; কিন্তু ভাবের সম্বন্ধে হয়ত একটি কথা বলা দরকার।

সঙ্গীতের সুরগুলিকে আদ্যোপান্ত সমান বলের সহিত বাজাইলে বাদ্য একঘেয়ে শুনায়, এবং তাহা লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা কথা বলিবার সময়ও ক্রমাগতই গলার জোরের তারতম্য করিয়া থাকি। মনে রাগ দুঃখ আনন্দ ইত্যাদি কোন ভাবের প্রাবল্য হইলে এই তারতম্যের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। সুতরাং এইরূপে ধ্বনিকে একবার বাড়ান আর একবার কমানর সঙ্গে ভাবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অতএব ভাবের অলঙ্কার বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তাহা ধ্বনির হ্রাস বৃদ্ধি কম্পন স্ফীতন ইত্যাদির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

একটি প্রচলিত গতকে অবলম্বন করিয়া এই তিন প্রকার অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, অলঙ্কার তাহাকেই সাজে। কুৎসিত ব্যক্তির অলঙ্কার ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। সেইরূপ বাদিতব্য বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে মাধুর্য্য থাকিলেই, তাহাতে অলঙ্কার প্রয়োগ সার্থক। নতুবা সেই অলঙ্কার কেবল উৎকট কর্ত্তব মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। অপিচ, অলঙ্কার জিনিসটা যতই মনোহর হউক না কেন, উহার বাহুল্য একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

১০ ভীমপলশ্রী।

গ গ ঋ সা | নি সা গ ম | প ম | গ ঋ সা |

নি ধ | প ম | গ ম প | ম গ ঋ সা ||

ধ ধ প প | ম গ গ ম | প নি | সা | সা নি

সা ঋ | সা নি ধ প | সা নি ধ প | ম গ ঋ সা ||

এই গতটির মাত্রার উপরে অলঙ্কার প্রয়োগ করিলে কতকটা এইরূপ দাঁড়াইবে।

গগ ঋ সা | সা নিসা সাগ ম | প ম | গ ঋ সা ||

নি ধ | প ম | গ গম প | ম গ গঋ সা ||

ধধ প প | ম গ গগ ম | প নি | সা | সানি

সা ঋ | সা নি নিধ প | প সানি নিধ প | ম

গ গঋ সা ||

ইহার উপরে আবার সুরের অলঙ্কার যোগ করা যাইতে পারে। যথা—

গগ ঋ সা | সাঋ নিসা সা মগ ম | প ম |

মগ গ ঋ সা |

পনি পধ | স মপধ | মগ গ গম প | ম

মগ গঋ সা ||

ধধ প পম | মগ গ গগ ম | প নি | সা |

সাঁসা নসা সাঋ | সা নি নিধ প | প সানি নিধ প |

ম মগ গঋ সা ||

ভাবের অলঙ্কারের চর্চ্চা হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ক কয়েকটি চিহ্নের সহিত পরিচয় এবং কিঞ্চিৎ সাধন আবশ্যক।

স্বরের প্রবলতা বুঝাইবার জন্য পাঁচ প্রকার চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। মৃদুতম বুঝাইতে *pp*, মৃদু বুঝাইতে *p*, ঈষৎ প্রবল বুঝাইতে *mf*, প্রবল বুঝাইতে *f*, প্রবলতম বুঝাইতে *ff*। স্বাভাবিক ওজনের চিহ্ন অনাবশ্যক।

স্বরের ক্রমিক বৃদ্ধির চিহ্ন < এইরূপ, অথবা <———— এইরূপ। ক্রমিক হ্রাসের চিহ্ন > এইরূপ, অথবা ————> এইরূপ। <> এইরূপ চিহ্নে প্রথমে বৃদ্ধি, পরে হ্রাস বুঝায়। এই অলঙ্কারের নাম স্ফীতন।

স্বরলিপিতে এই সকল চিহ্ন সুরের মস্তকে লিখিত হয়। মাত্রা বোধক চিহ্নাদির উপরে, এবং তালাঙ্কের পংক্তির নিম্নে ইহাদিগকে লিখিবার স্থান। এ সকল চিহ্নের অধিক সাধনের প্রয়োজন নাই; একটি হইলেই যথেষ্ট হইবে।

ধীরে—

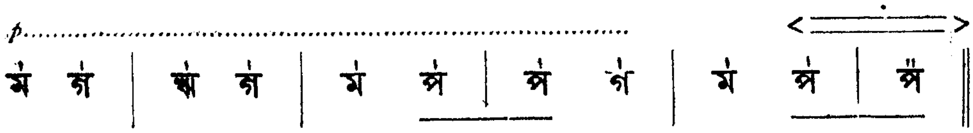
mf....... *f*......... *ff*........... *mf*...........

সা সা | গ গ | প প | সা সা | প প | সা সা

pp....... *p*............ <————>

প প | সা সা | নি নি | ধ | ধ ম | ম প |



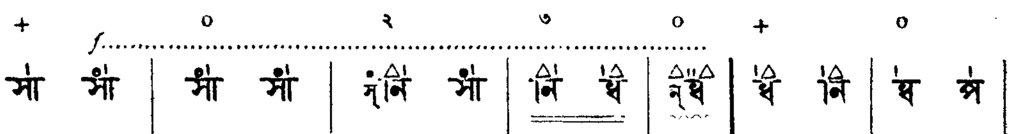


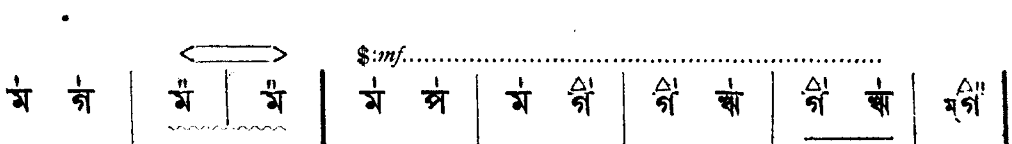
আলোচ্য ভীমপলশ্রীর গতটি স্বাভাবিক ওজনে আরব্ধ হইবে। তৎপর দ্বিতীয় চরণের গোড়া হইতে আওয়াজ বাড়িয়া তৃতীয় চরণের ঐ ত্রিমাত্রিক পঞ্চমটিতে প্রবলতা (*f*) লাভ করিবে। তারপর ক্রমে স্বরের হ্রাস হইয়া সুরে আসিয়া স্বাভাবিক ওজন প্রাপ্ত হইবে।

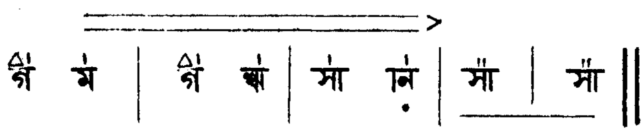
গমক (কম্পন) যুক্ত কোমল গান্ধারগুলি স্ফীতনের অতি সুন্দর স্থান। চতুর্মাত্রিক 'র্সা'টির সম্বন্ধেও ঐ মন্তব্য।

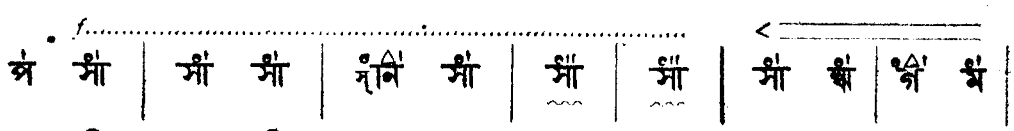
সমগ্র গৎটির ভাবালঙ্কারযুক্ত স্বরলিপি দিলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হইত। কিন্তু একই জিনিসের বারম্বার পুনরাবৃত্তি অপ্রীতিকর হইতে পারে; সুতরাং এজন্য অপর কোন দৃষ্টান্ত অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

৪৬। **জিলফ বারোঁয়া—সুরফাকতাল।**









গ ঋ | সা নি | স্নি | নি সা | নি ধ | ধ প |

২ - ম লা স - নে তু মি য দি ক র

৪ - মে হ ভ - রে তু মি য দি সু খ

ধ | ধ | ধ নি | ধ প | ম গ | ম | ম ||

২ - প্রা ণ্ ত ব প্রে মে প রি পূ র্॥

৪ - হ তে দ - ন্ত ক র গো দূ র॥

সা নি | সা গ | গ ঋ | গ | গ | গ গ | গ গ |

৩ - তু মি শু ন য দি গা ন্ আ মা র স

ঋ গ | ঋ গ | প | ধ প | ম প | ধ প | ম | ম |

মু খে থা - কি সু ধা য দি ক রে দা ন্

ম প | ম গ | ঋ সা | সা নি | সা ||

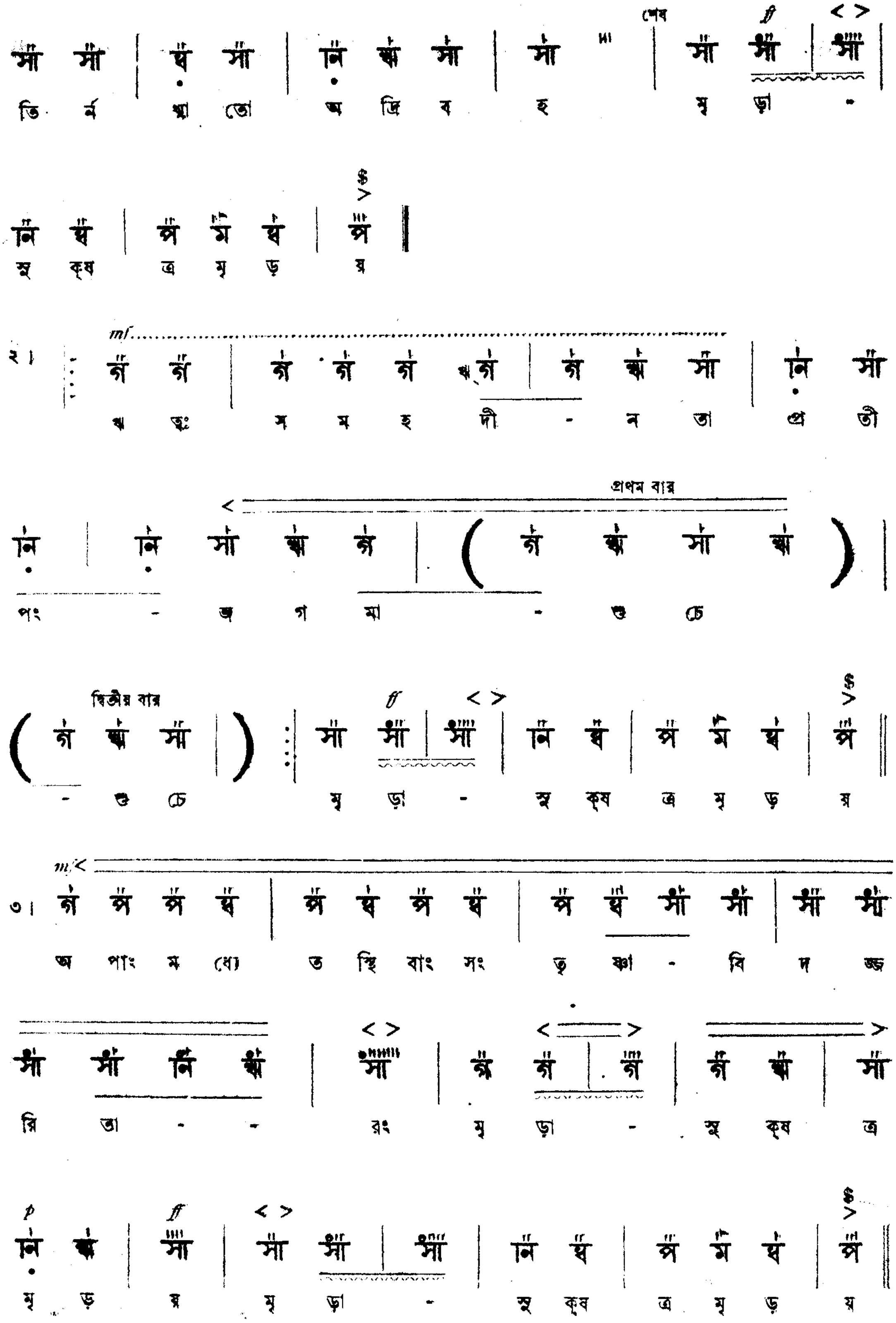
তো মা র উ দা র আঁ - খি।

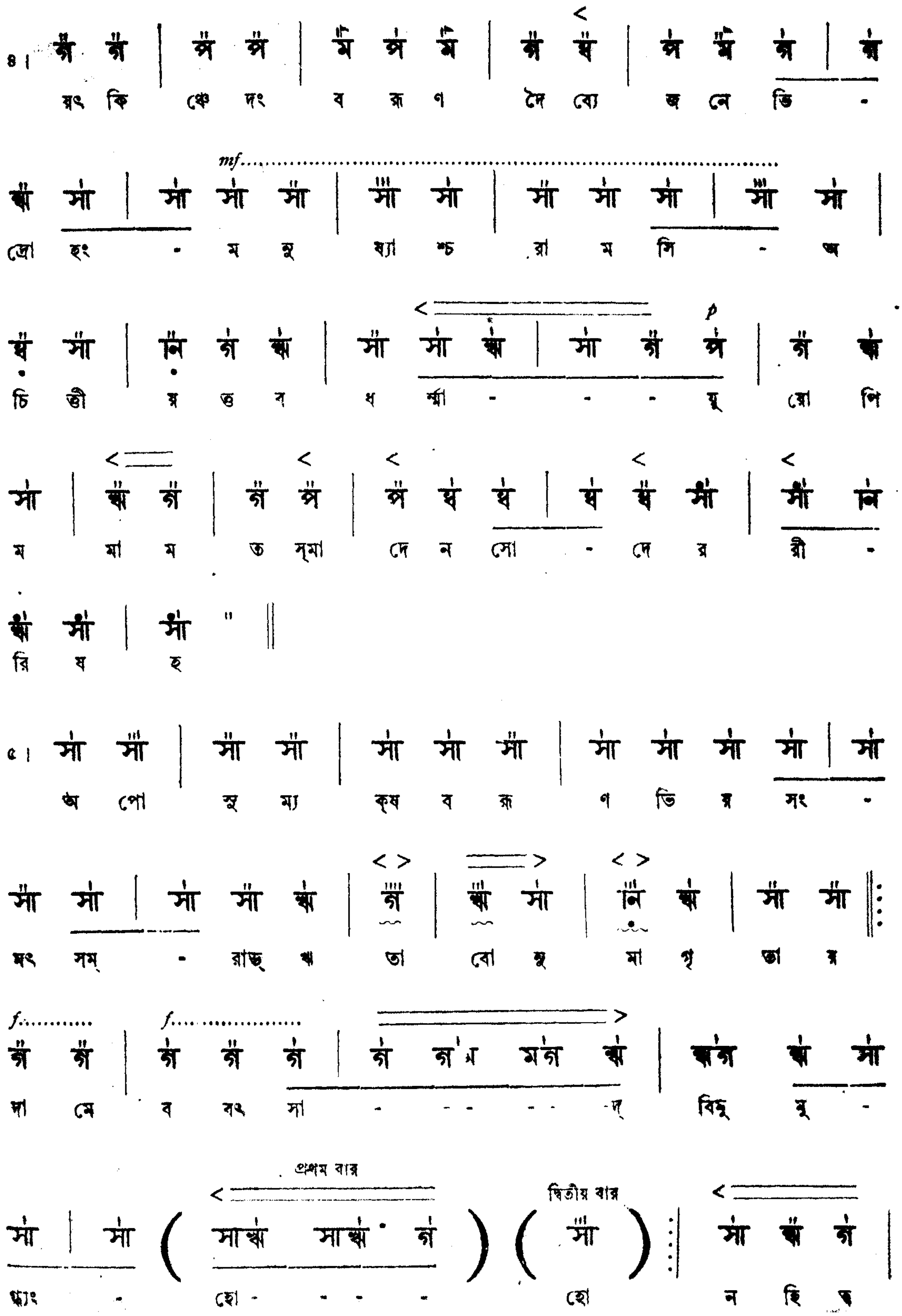
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কৃত বেদগানের সুরগুলিতে ভাবালঙ্কারের অতি মধুর সমাবেশ দেখা যায়। দুঃখের বিষয় এই গানগুলি অতিশয় দীর্ঘ। সুতরাং তাহার একটির অধিক এই পুস্তকে দেওয়া যাইতেছে না।

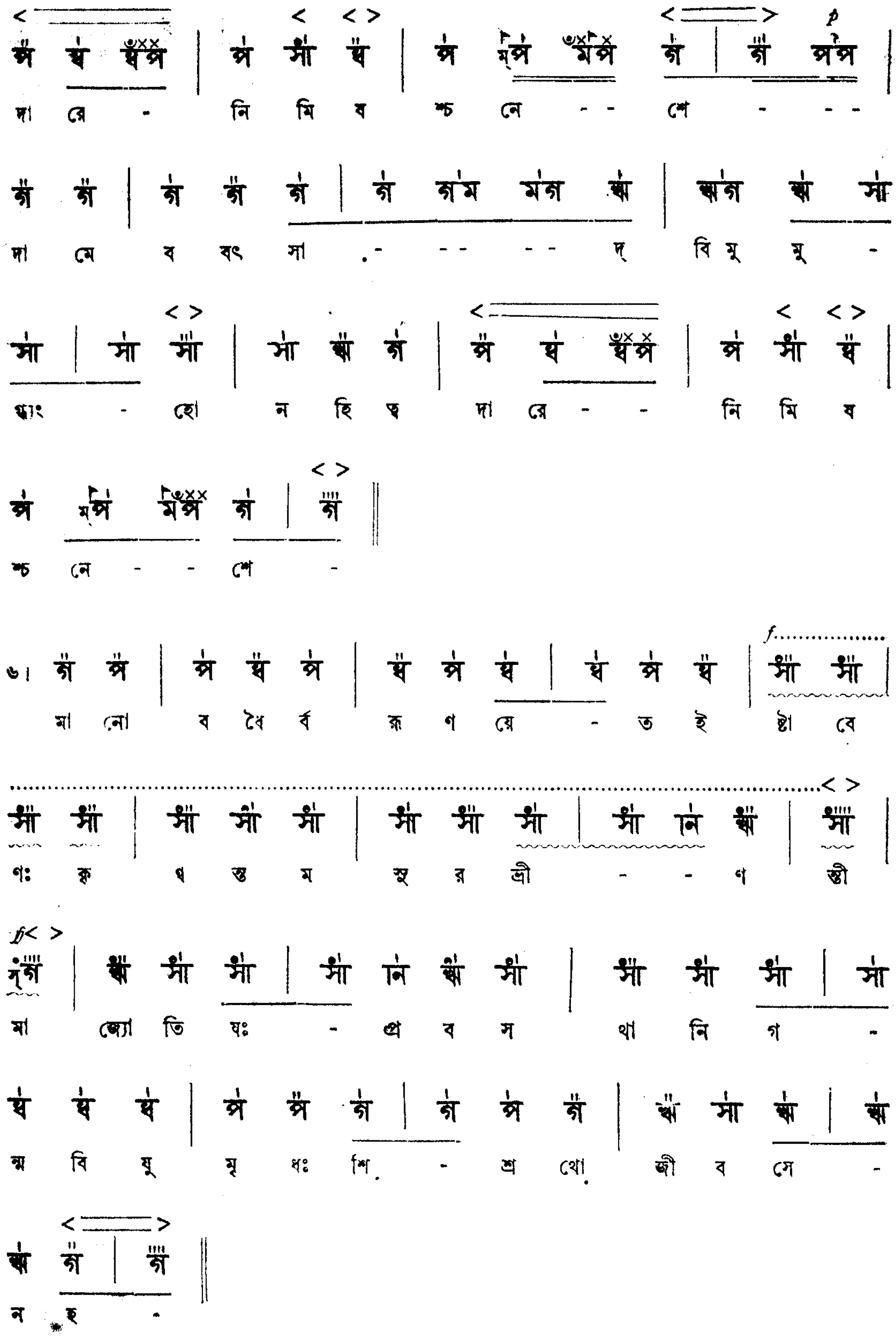
৪৭। **বেদগান।** ম. ১৮০

১। সা | ঋ প মপ | গ | গ ধ প | মপ গ ঋ সা |

য দে - - - মি প্র স্ফু র - - ন্নি ব দ্


শেষ
প্রথম বার
দ্বিতীয় বার
২।
৩।


প্রথম বার
দ্বিতীয় বার


দা রে - নি মি ষ শ্চ নে - - শে - - -
দা মে ব বৎ সা - - - - - দ্ বি মু মু -
ষাং - হো ন হি ত্ব দা রে - - নি মি ষ
শ্চ নে - - শে -
৬। মা নো ব ধৈ র্ব রু ণ য়ে - ত ই ষ্টা বে
ণঃ কৃ ধ স্ত ম সু র ভী - - ণ স্তী
মা জ্যো তি ষঃ - প্র ব স থা নি গ -
ম বি যু মৃ ধঃ শি - শ্র থো জী ব সে -
ন হ -

৭। র্গ র্গ র্গ | র্গ র্গ | র্গ র্গ র্গ | র্গ র্গ র্গ | র্গ র্গ

ন মঃ পু রা তে ব ঙ্গ গো - ত নূ নম্ উ

mp

র্ম | র্ম র্ম র্ম | র্ম র্ম র্ম | র্ম র্ম র্ম | র্ম র্ম র্ম | র্ম

তা - প রং তু বি জ্ঞা ত ত্র বা - ম ধ্যে -

f

র্ধ র্ধ | ধ র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা র্ঋ |

হি কম্ প র্ব্ব তে - ন শ্রি তা স্য - প্র চ্যু

< < >

র্গ র্গ | গ্র্ধ র্ম র্ম | র্ম র্সা র্ঋ | র্গ ||

তা নি দূ ল ভ - ব্র তা নি

<———> <———>

৮। র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা |

প র খ ণা - সা বী - র ধ

<———————

র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা | র্সা র্ঋ | র্ঋ র্ঋ র্গ | র্গ

মৎ কৃ তা - মি মা হং রা জ - - ন্ ম স্থ কৃ

<———> ———————> < > < >

র্গ | র্গ র্ঋ র্ঋ | র্ঋ র্ন র্ঋ | র্সা | র্সা র্ঋ | র্ম র্ম র্ম |

তে - - ন ভো - - জং অ ব্য ষ্টা - -

র্গ র্ঋ র্ঋ | র্গ র্ঋ র্সা | র্গ র্ঋ র্সা | র্সা র্সা | র্গ র্ঋ |

ই মু তু - য় সী কৃ ষা স্যা আ নো জী বান্

সাঁ ঋঁ সাঁ | ধা সাঁ | নি ঋঁ সাঁ | সাঁ গঁ ঋঁ | পঁ মঁ ধঁ | পঁ

ব ঙ্গ ণ তা সু শা - - - - - - - - - - -

সাঁ | সাঁ | ধঁ পঁ | গঁ ঋঁ | ঋঁ নি | ঋঁ সাঁ | সাঁ ||

- - - - - - - - - - ধি।

৪৮। মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী।

৩ ১ + ৩ ০

সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ | ধা সাঁ ধা | সাঁ ঋঁ গঁ | গঁ পঁ

আ জি এ ভা র ত ল জ্জি ত হে - - আ -

১ + ৩ ০

গঁ ঋঁ | সাঁ সাঁ সাঁ | ধা সাঁ ধা | সাঁ ঋঁ গঁ | গঁ পঁ পঁ পঁ |

জি এ ভা র ত ল জ্জি ত হে - - হী - ন তা

১ + ৩

গঁ মঁপঁ গঁ গঁমঁ | গঁ ঋঁ সাঁ | সাঁ ঋঁ গঁ ধঁ ||

প - - ঙ্কে - - ম জ্জি ত হে - - - -

০ ১ + ৩ ০

পঁ গঁ | পঁ ধঁ পঁ | সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ

না হি গৌ রু ষ না হি বি চা র না ক ঠি

১ + ৩ ০

নি নি | নি ধঁ ধঁ | ধঁ সাঁ সাঁনি ধঁ | নি ধঁ পঁ | পঁ পঁ পঁ |

ন ত প - স্যা স - ত্য সা - ধ না অ ন্ত রে

১ + ৩ ০ ১

গঁ গঁ ঋঁ | ঋঁ গঁ | পঁ ধঁ | সাঁ সাঁ সাঁ ঋঁ | সাঁ গঁ ঋঁ সাঁ |

বা হি রে ধ র্ম্মে ক র্ম্মে স ক লি - ব্র - হ্ম বি

+ ৩

ধঁ পঁ পঁ | সাঁ ঋঁ গঁ ধঁ ||

ব র্জি ত হে - - -

০ ১ + ৩ ০
| গ গ গ | ম ম ম | ম ম ম | ম | গ ঋ ঋ |
বিক্ কৃ ত | লা ঞ্ছি ত | পৃ থ্বী প | রে | ধূ লি বি |

১ + ৩ ০ ১
গ ধ ম ম | গ ঋ গ ঋ | সা : | সা নি ধ | নি ধ ম |
লু - ণ্ঠি ত | সু - প্তি ভ | রে। | রু দ্র তো | মা র নি |

+ ৩ ০ ১
ধ সা সা সা | সা সা | সা ঋ গ ম | ম ধ ম সা |
দা - রু ণ | ব জ্রে | ক র না রে | স হ সা - |

+ ৩
সা ঋ নি | সা ||
ত ড়ি ত | হে।

০ ১ + ৩ ০
| গ গ গ | ম ম ধ | সা সা সা | সা সা | সা গ ঋ |
প র্ব তে | প্রা ন্ত রে | ন গ রে | গ্রা মে | জা গ্র ত |

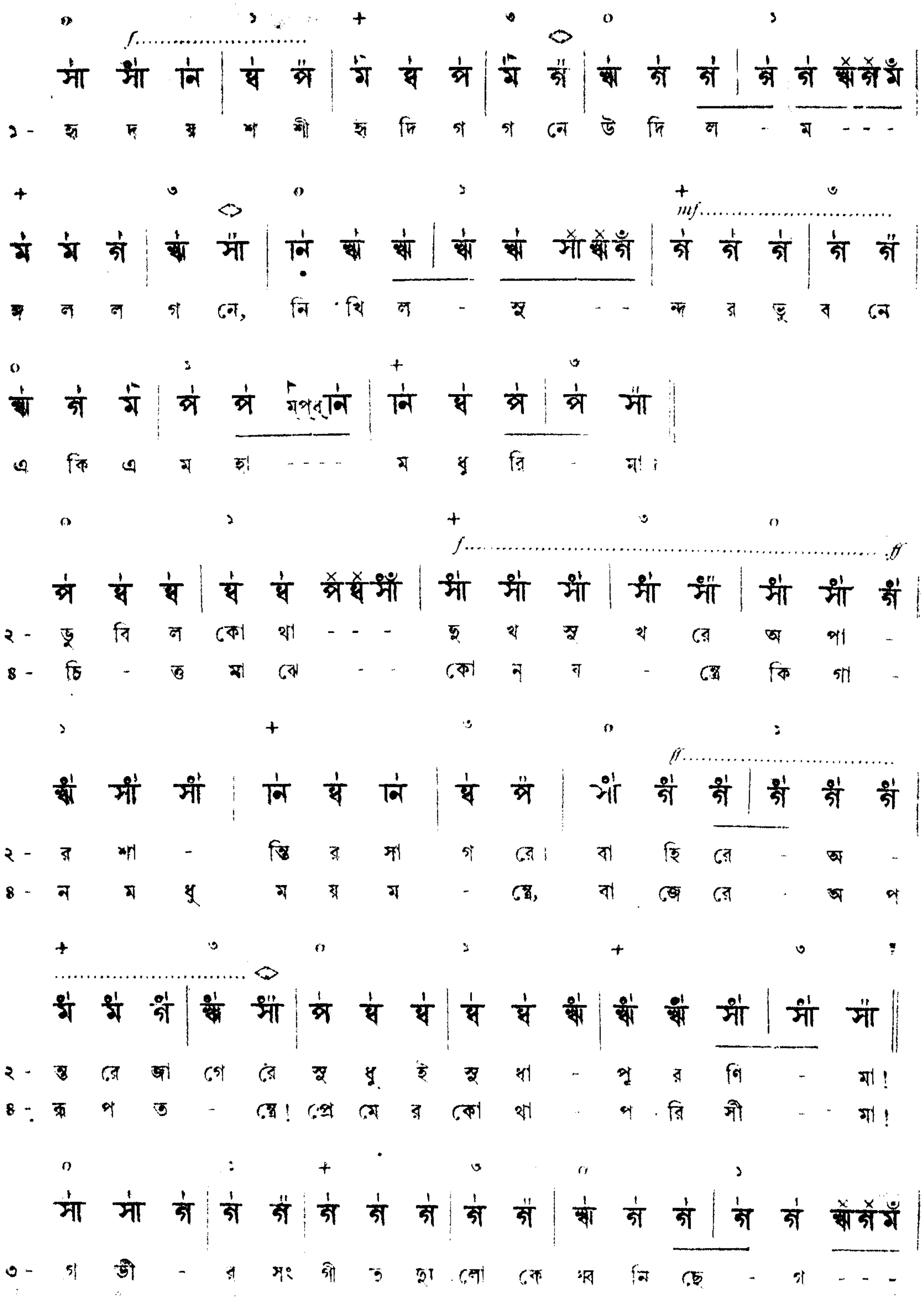
১ + ৩ ০ ১
গ ম ম | গ ঋ ঋ | ঋনি ঋ সা : | সা ধ | ম গ |
ভা র ত | ব্র হ্মে র | না - - মে। | পু ণ্যে | বী র্যে |

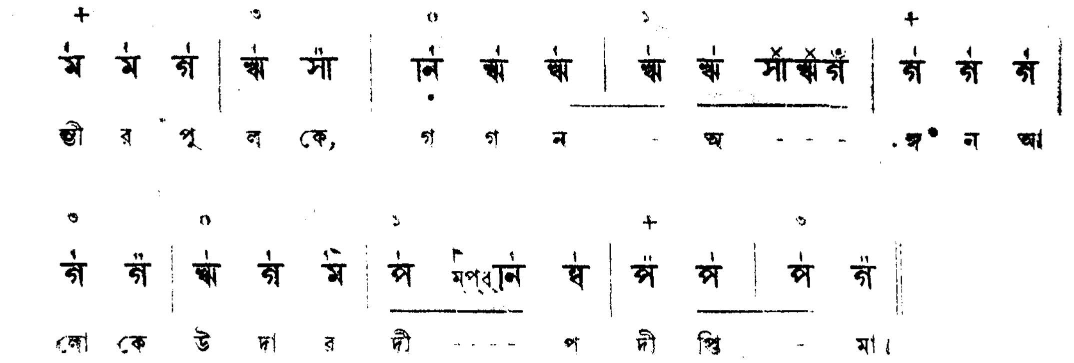
+ ৩ ০ ১ +
ঋ গ ম | ম ধ সা | সা ঋ সা গ | ঋ ঋ সা | ধ |
অ ভ য়ে | অ মৃ তে | হ ই বে - | স হ সা | স |

৩
ম ম | সা ঋ গ ধ |
জ্জি ত | হে - - - ।

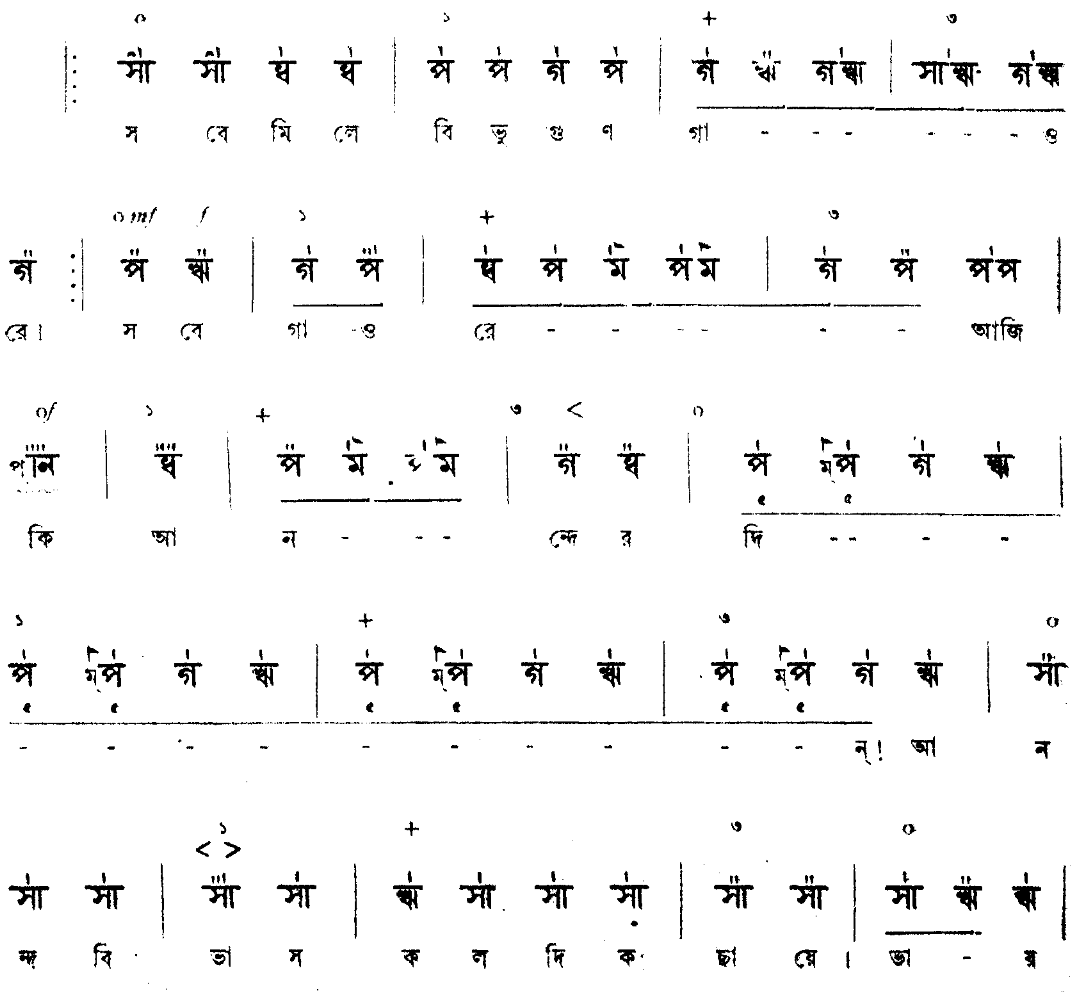
৪৯।

ইমনকল্যাণ—একতালা।





৫০। ইমন্ কল্যাণ—কাওয়ালী।



১ + ৩ ০
ঋা জ্ঞা গা | গঋা পা পা | মপা মপা গা ঋা | পা মপা গা ঋা |
তাঁ - র সু ন্দ র প্রে ম মু খ, আ - - -

১ + ৩
পা মপা গা ঋা | সা ঋা গা | সা ঋা সা ||
- - - - - - - ! - -

+ ৩ ০ ১
ঋা ঋা গা পা | পা ধা পা ধা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা
জ ল স্থ ল্ চ রা চ র্ ক রি প রি পূ

+ ৩ ০
র্সা র্সা | র্সা জ্ঞা ঋা | র্সা র্সা ধা র্সা | ধা র্সা ধা পা |
র ণ ম হা ন জ ব ব উ থ লি ত!

১ + ০ ১
পা পা গা পা | গা জ্ঞা গঋা | ঋা ঋা গা পা | পা ধা ধা | ধা
শু নে স বে অ বা ক্! কি ব লি ব জা নি না -

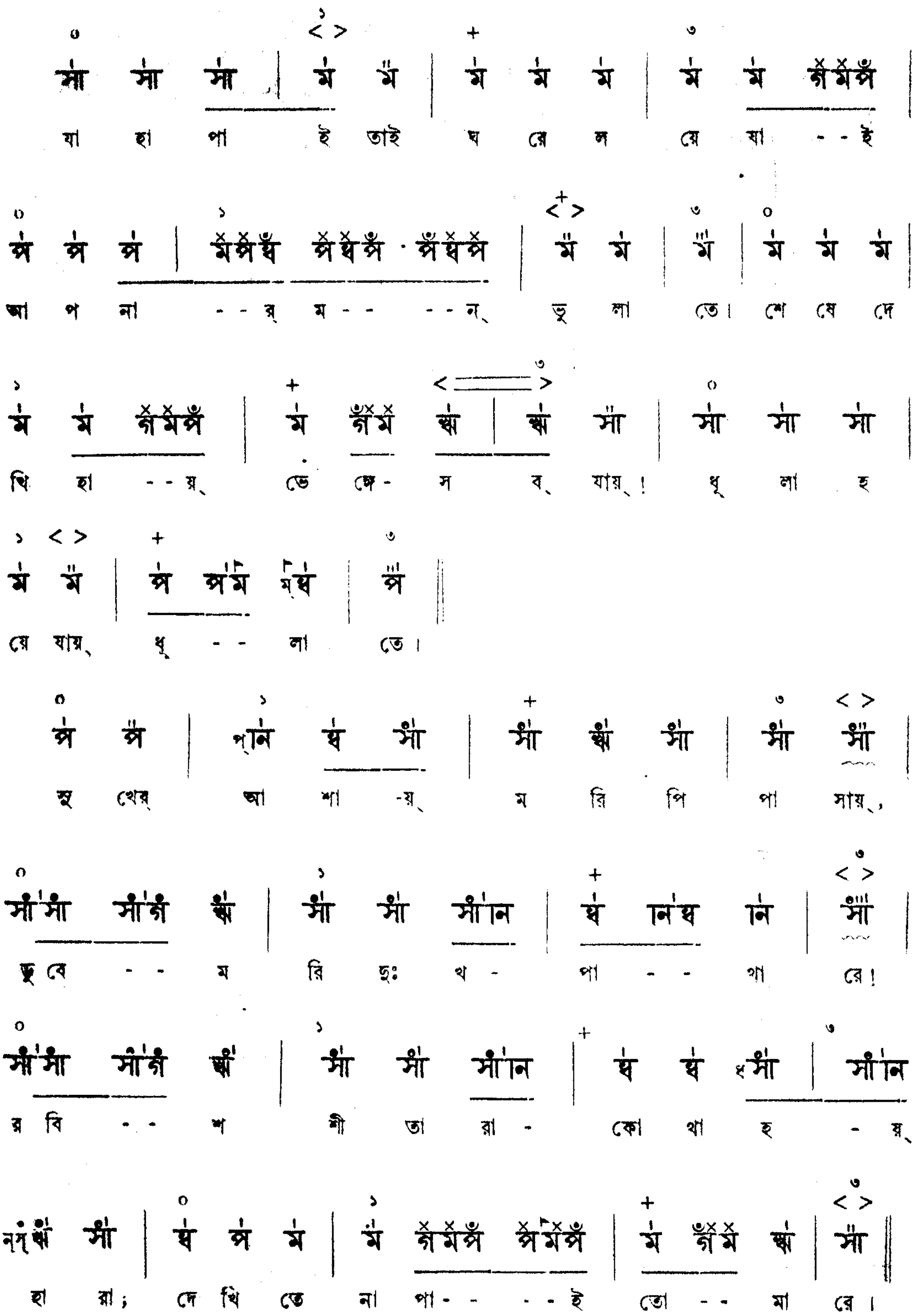
+ ৩ ০ ১
পা মপা | গা ঋা | ঋা ঋা গা পা | পা র্সা র্গা র্গা | র্ঋা র্ঋা
জা নি না! - ত্রি ভু ব ন মা ঝে কো থা ও তু

+ ৩
র্সা র্সা | ধর্সা ধা | পা ঋা ||
ল না নাই, নাই, নাই, নাই!

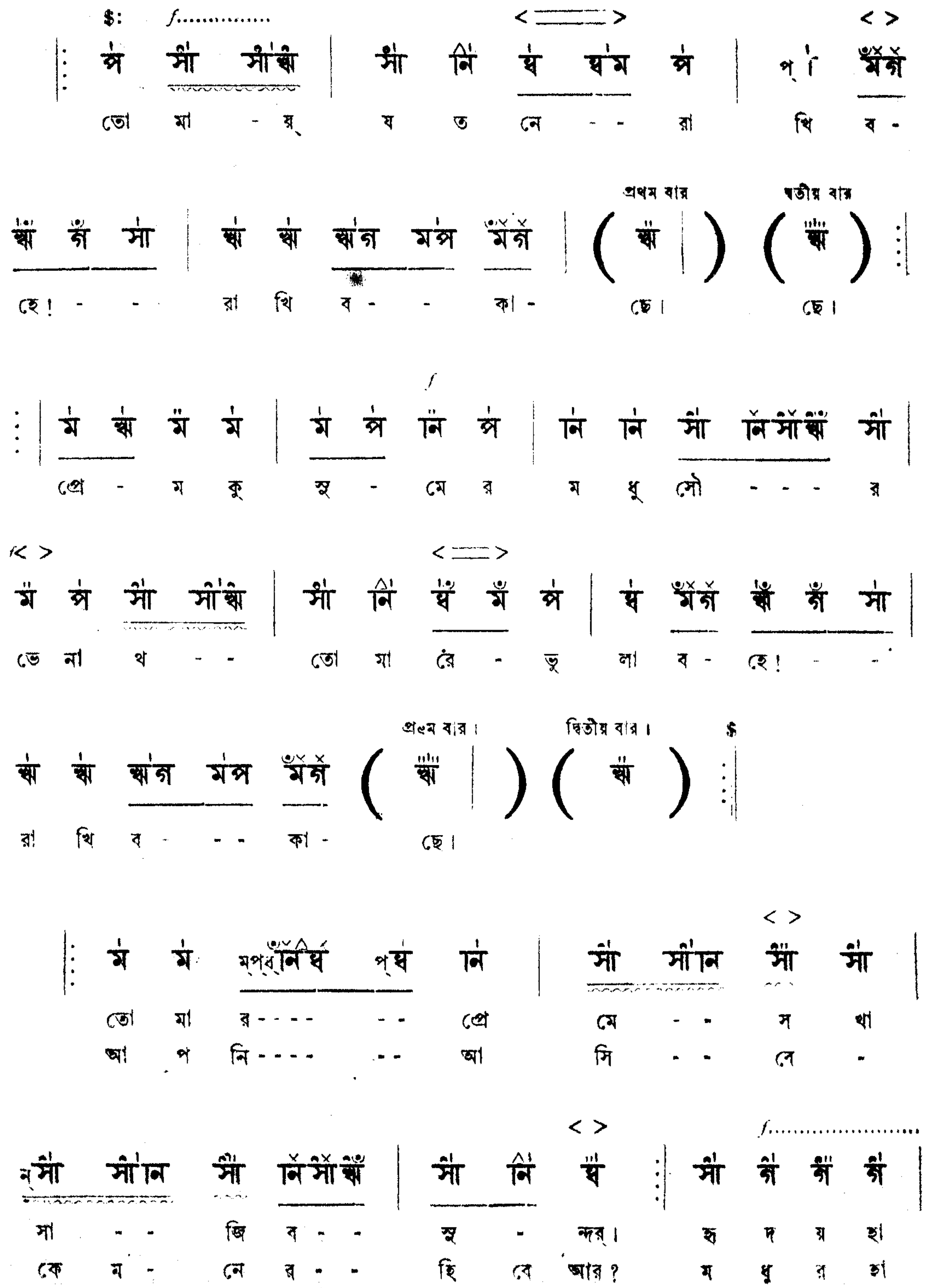
৪১। কেদারা—একতালা।

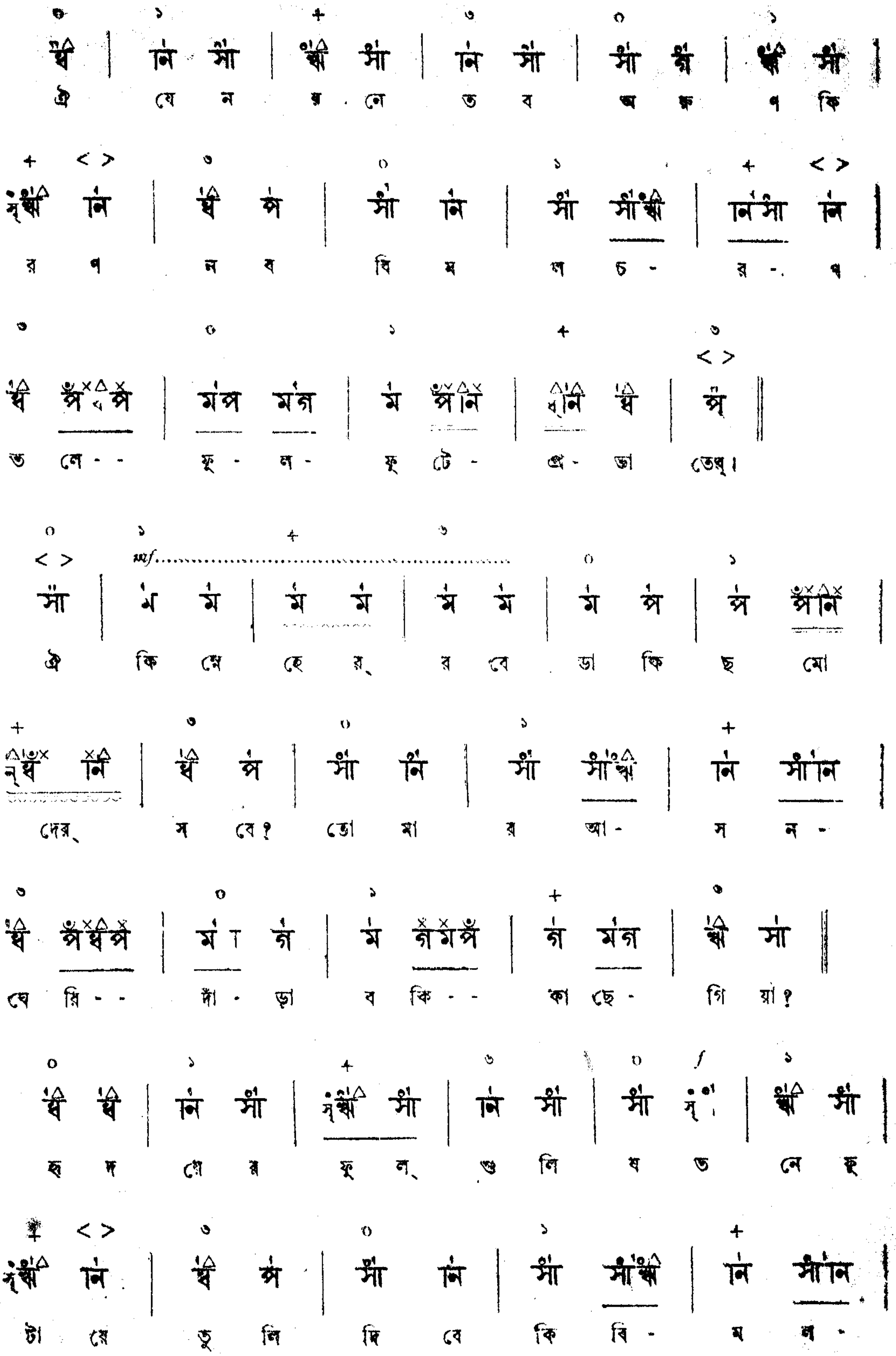
০ + ৩
পর্সা র্সা র্সান | নর্ঋা র্সা র্সান | ধা ধানি ধা | পা
মা দে - র্ চা হি য়া - তো মা - রে ভু

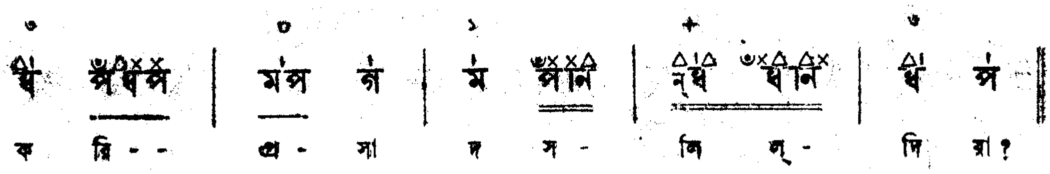

লে - ছি, তা রা তো চা হে না আ - - মা রে।
তা রা আ সে তা রা চ লে যা - - য়্ দু রে;
ফে লে যা য়্ ম রু - - মা - - ঝা রে!
দু দি নে র হা সি - দু দি নে ফু রায়্;
দী প্ নি ভে যা - য়্ আঁ - - ধা রে।
কে র - - হে ত খ - ন্ মু ছা তে ন য় - - ন্?
ডে কে ডে কে ম রি কা - - হা রে?


যা হা পা ই তাই ঘ রে ল য়ে যা - - ই
আ প না - - র্ ম - - - - ন্ ভু লা তে। শে ষে দে
খি হা - - য়্ ভে ঙ্গে - স ব্ যায়্! ধূ লা হ
য়ে যায়্ ধূ - - লা তে।
সু খের্ আ শা -য়্ ম রি পি পা সায়্,
ডু বে - - ম রি দুঃ খ - পা - - থা রে!
র বি - - শ শী তা রা - কো থা হ - য়্
হা রা; দে খি তে না পা- - - - ই তো - - মা রে।

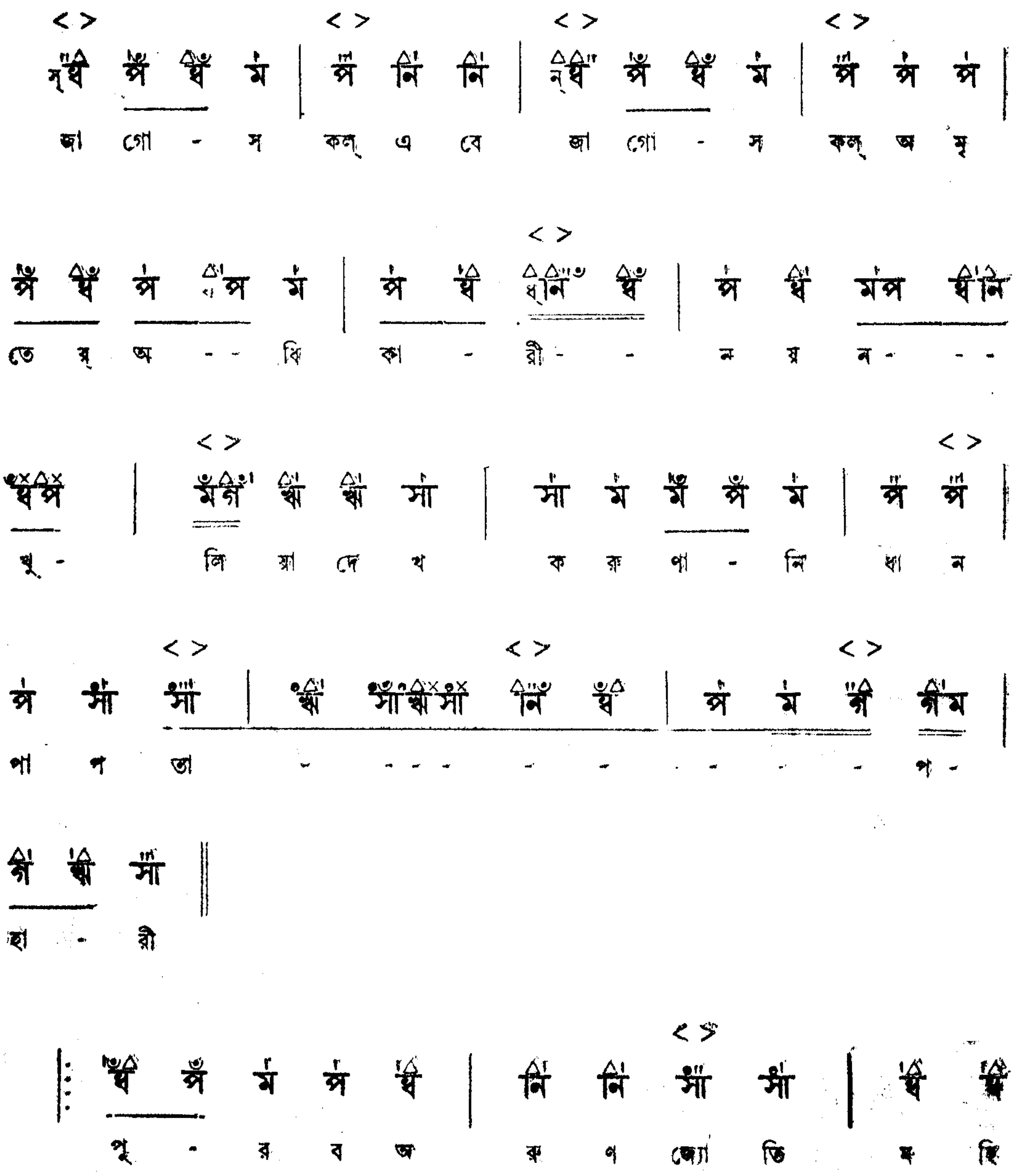
৫২। দেশ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

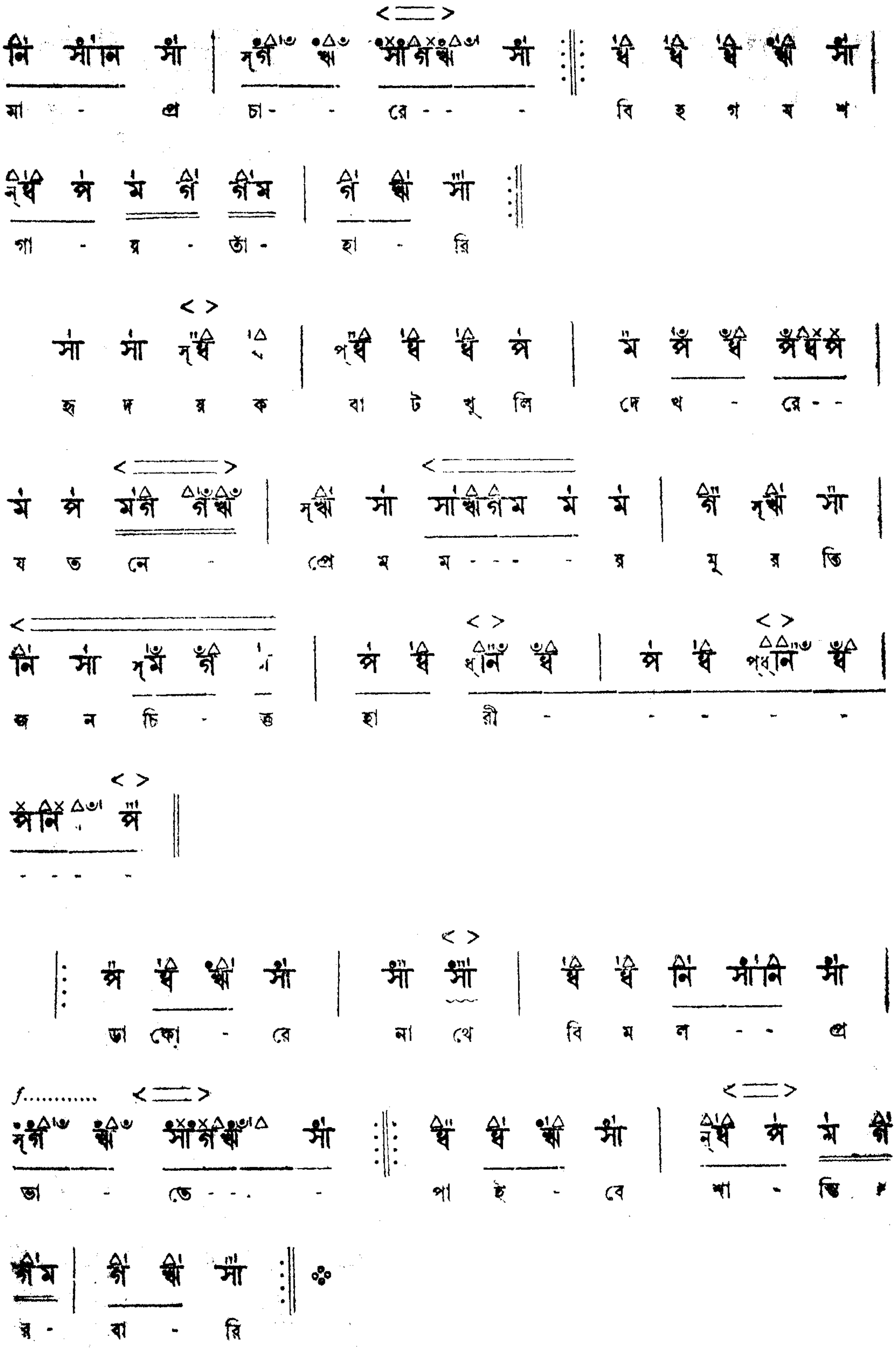



ঐ যে ন য়নে তব অ রু ণ কি
র ণ ন ব হি ম ল চ - র - ণ
ত লে - - ফু - ল - ফু টে - প্র - ভা তের্।
ঐ কি স্নে হে র্ র বে ডা কি ছ মো
দের্ স বে? তো মা র আ - স ন -
ঘে রি - - দাঁ - ড়া ব কি - - কা ছে - গি য়া?
হৃ দ য়ে র ফু ল্ গু লি য ত নে ফু
টা য়ে তু লি দি বে কি বি - ম ল -


ক রি - - প্র - সা দ স - জি ল্ - দি য়া?

৫৪। আসাবরী—ঝাঁপতাল।


জা গো - স কল্ এ বে জা গো - স কল্ অ মৃ
তে র্ অ - - ধি কা - রী - - ন য় ন - - -
খু - লি য়া দে খ ক রু ণা - নি ধা ন
পা প তা - - - - - - - - - - - প -
হা - রী
পু - র ব অ রু ণ জ্যো তি ম হি


মা - - প্র চা - - রে - - - বি হ গ য শ
গা - য় - তাঁ - হা - রি
হৃ দ য় ক বা ট খু লি দে খ - রে - -
য ত নে - প্রে ম ম - - - - য় মূ র ত্তি
জ ন চি - ত্ত হা রী - - - - - -
- - - -
ডা কো - রে না থে বি ম ল - - প্র
ভা - তে - - - - পা ই - বে শা - ন্তি
র - বা - রি

পরিশিষ্ট।

(ক) স্বরলিপি বিষয়ক।

এই পুস্তকে যে স্বরলিপি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাই সাধারণতঃ বঙ্গদেশীয় সঙ্গীত বেত্তাগণ ব্যবহার করেন ; কিন্তু ইহা ভিন্ন আরো কয়েক প্রকারের স্বরলিপি পদ্ধতি আছে। ঐ সকল পদ্ধতির সহিত শিক্ষার্থীর পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সুতরাং নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১ 'টনিক্ সল্ফা' স্বরলিপি। স, র, গ, ম, প ধ, ন,—মুদারার সাত সুর। স' র' গ' ইত্যাদি তারার সুর ; স, র, গ, ইত্যাদি উদারার সুর। রো গো ধো নো, কোমল সুর চতুষ্টয় ; মী কড়ি মধ্যম।

মাত্রার জন্য পৃথক চিহ্ন নাই ; টা ফা টে ফে প্রভৃতি বোলের সাহায্যে মাত্রা আদায় হয়। এই সকল বোলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে ; যথা—টা বুঝাইতে কোলন (:) অথবা দাঁড়ি (।), টে বুঝাইতে ফুলষ্টপ্ (.), ফা অথবা ফে বুঝাইতে কমা (,), তৃতীয়াংশবাচক টে অথবা টি বুঝাইতে বিপর্যাস্ত কমা (‘)।

গান অথবা বাদ্যের প্রত্যেকটি সুর এই সকল বোলের কোন একটির সঙ্গে এক সময়ে উচ্চারিত হয়, একথা জানাই আছে। সেই বোলটির দক্ষিণ পার্শ্বে সেই সুরটিকে লিখিলেই বুঝিতে হয় যে এই দুটি ঘটনা ঠিক এক সঙ্গে ঘটিতেছে।

:স অথবা ।স ইহার অর্থ এই যে, একটি 'টার' সঙ্গে সঙ্গে সা উচ্চারিত হইতেছে। সেটি কোন্ 'টা', তাহা পরিস্কার বুঝাইবার জন্য স্বরলিপিতে সমস্তগুলি 'টা'কে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লেখা হয় (তালের বিভাগের স্থানে দাঁড়ি অন্য সকল স্থানে কোলন)

।স :র ।গ :ম ।প :ধ ।ন :স। এইরূপ লিখিলে কোন সন্দেহের কারণ থাকে না ; কোন্ 'টা'র সঙ্গে কোন্ সুর তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

টে ফে প্রভৃতি বোলের প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকেও যথাস্থানে লেখা হয় ; যথা—

।স :গ .গ ।ম .ম :গ ।

ইহার অর্থ

টা	টা টে	টা টে	টা
সা	গঁগঁ	মঁমঁ	গা

এইরূপ।

যেখানে বোলের চিহ্ন আছে, অথচ তাহার পাশে সুরের চিহ্ন নাই, সেখানে বাদ্য থামাইতে হইবে ; যথা—

।গ . : ।গ .গ :ম ইহার অর্থ গঁ ০ । গাগ ম ।

বোলের পার্শ্বে ড্যাস্ (——) দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, যে সুর ধরা হইয়াছে তাহা ঐ ড্যাগের শেষ পর্য্যন্ত অবিরাম চলিবে ; যথা—

|স :গ |— :— .গ |ম :— | :— |

= সা গ | গ গগ | ম | ম |

কোন দুইটি বোলের মাঝখানে দুই কিম্বা ততোঽধিক সুর লেখা থাকিলে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়টুকুতে তাহারা পর পর সমভাবে উচ্চারিত হয়। যথা—

|প :—.মীপ,ধন |ন :ধ .প |

= প মপধন | ন ধপ |

এই স্বরলিপির দৃষ্টান্ত—

৫৫। মিশ্র হাম্বীর—চৌতাল।

:প |পধ,-.-,প :প |ম .-,গ :ম |পন,-.-,স৲ন :ধ |— :ন .-,নধ
এ সে- - ছে - - স ক- - - লে ক - -

:ন .-,নধ :ন .-,ধন |স৲ :ন .-,ধ |ধন,-. :ধ .-,নধ |প :প |পধ,-.-,প :ম |গ .-,ম
- - - - - - - ত - আ শে - - - দে খ- - চে - -

:র |রপ,-.-,পমী :প |ধপ,মীপ.-,মী :ম |গ .-,ম :র .-,ন, |র .-,স :স |স :র
য়ে হে- - - - - - - - - প্রা - - ণে - - - শ ভা কে

|র :-.-,স |স :— |সম,-.-,মগ :ম .-,গম |প .-,পমী :প |— :—
স - বে ও - - - - - - - - - - ই

|ন .-,নধ :ন .-,ধন |স৲ :ন .-,নধ |ন :ধ .-,নধ |প ||
তো - - - - - - মা - - - রে - -

|প .প :পস১,-.-,ধ |স১ :স১ |— :স১ |স১ .-,স১ন :র১ |স১ :— |—
২। এ স হে - - - - মা ঝে এ - - - - স
৩। উৎ স বে - - - - মা তি ব - - - - হে

:স১.স১ |স১.-,স১ন :র১ |স১ :— |ন .-,নধ :ন .-,ধন |স১ :ন |ধ :প
২ কা ছে এ - - - - স তো - - - - - - মা - র্
৩। তো মার ল - - - - য়ে ডু - - - - - - বি - ব

|:— :— |ম :ম .-,মগ |গম,প .- :— |— :— |ন .-,নধ :ন .-,ধন
২। - - ঘি রি - - ব - - - - - - - - - - - - -
৩। - - আ ন - - - - - - - ন্দ - - - - - - - -
(ম :ম | - .-,মগ :গম,প.— | ইত্যাদি।)

|স১ :ন |ধ :প |স১গ১,-.- :-.-,ম১গ |র১ :স১.-,স১ন |স১ .-,স১ন
২। - - - - - চা - - - রি ধা - - - - -
৩। - - - - পা - - - রা বা - - - - -

:ধ .-,নধ |প ||
রে - - -
রে - - -

২। ভারতীর স্বরলিপি। সুরের সঙ্কেত টনিক সল্ফার ন্যায়। তারার সুর রেফযুক্ত এবং উদারার সুর হসন্ত। মাত্রার চিহ্ন ১, ২ ইত্যাদি সংখ্যা। যথা—

স১ ধ্১ | প্১ ধ্১ | স২ | স১ গ১ | প২ | স´২

—র্সা ধা | পা ধা | সাা | র্সা গা | পাা | সাা

একই মাত্রার অন্তর্গত সুরগুলিকে একটি শব্দের ন্যায় পুঞ্জীকৃত করিয়া লেখা হয়। ঐ সকল সুর ঐ মাত্রাটিকে সমান ভাগে পায়। যথা—

স১ র১ | রস১ র১ | রগোমগো১ রস১ | র২

—র্সা র্রা | র্রসা র্রা | র্রগামগা র্রসা | র্রা

একমাত্রাভুক্ত স্বরপুঞ্জকে আবার হাইফেন দ্বারা ক্ষুদ্রতর পুঞ্জে বিভক্ত করা যায়। তখন ঐ ক্ষুদ্রপুঞ্জের প্রত্যেকে উক্ত বৃহৎ পুঞ্জের মাত্রাটিকে সমান ভাগে পায় তৎপরে আবার একএকটি ক্ষুদ্র পুঞ্জের প্রাপ্য মাত্রাংশ তদন্তর্গত স্বরের সংখ্যানুসারে সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা—

স-ঋগ১ = সাঁঋ̐গ̐

[ ] এইরূপ বন্ধনীভুক্ত স্থলের পুনরাবৃত্তি হয়। এই স্থলের কোন অংশ আবার { } এইরূপ বন্ধনীভুক্ত থাকিলে দ্বিতীয়বার বাজাইবার সময় তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়।

ড্যাসের অর্থ টনিক্ সল্‌ফায় যেরূপ, ইহাতেও সেইরূপ,—আরব্ধ স্বরের অনুরণন।

এই স্বরলিপির দৃষ্টান্ত।

৬৩। পূর্ণষড়্‌জ—একতালা। ('ভারতী' হইতে গৃহীত)

[{ ন১ র্স১ ন১। } প২ ম১। মগো২ গো১। র১ ন্১ স১। —১ র১ গ১।
১— [{ লা - - } ব ণো পূ র্ণ প্রা - ণ — প্রা -

ম১ গ১ গ১। পম৩। { —১ ন১ ন১। নর্স১ র্রর্স১ ন১। }] —৩ |
ণে - শ হে { - এ কি লা- -- - }] - | শেষ

ম৩। ম১ ম১ র১। গো৩। গো১ র১ স১। র৩। সরম১ ন্১ ন্১। স৩।
আ ন ন্ দ ব স ন্ ত স মা-- - গ মে।

—১ ন১ ন১ ॥
- এ কি (আ. প্র.) *

গোঁ১ গোঁ১ র্র১। মর্গো২ গোঁ১। র্র২ র্র১। র্র১ র্স১ ন১। র্স৩।
২— বি ক শি - শ্রী তি কু সু ম হে
৪— হ র ষ গী ত উ চ্ছ সি - ত হে

—১ নর্স১ র্রর্গর্ম১। ম৩। ম১ ম১ র্র১। গোঁ৩। গোঁ১ র্র১ র্স১। র্র৩।
২— - -- --- আ ন ন্ দ ব স - ন্ত স
৪— - -- --- আ ন ন্ দ ব স - ন্ত স

র্সর্র১ ন১ ন১। র্স৩। —৩। গোঁ১ গোঁ১ র্র১। মর্গো২ গোঁ১। র্র২ র্র১।
২— মা-- - গ মে - বি ক শি ত - শ্রী তি
৪— মা-- - গ মে - হ র ষ গী ত উ চ্ছ

* অর্থাৎ 'আবার প্রথম হইতে বাজাও'।

[illegible] র্সি র্স [illegible] নর্সা নগো [illegible] মর্স নেগো। [illegible] মন্ স্র।
২— স্থ স্থ ন [illegible] — — — — — —
৬— পি — য ত — — — — — — — —

[illegible] স্রম মগে। মর্সি গো। গো গে র। মগো গো। [illegible] র্স।
২— — — — — বি ক শি ত — শ্রী চি
৬— — — — — — হ র ব গী ত — উ চ্ছ

র্সা র্স স্র। র্স ন প। ম গো র। গো গো ম। ন ম ন॥
২— রু স্থ ম গু ল কি ত চি ত কা ন নে — এ রি
৬— লি — ত কি র ণ ম গ ন গ গু নে — ও কি-(আ.গ্র)

[ম প ম। গো গো র। মগো। র ন স। ন স ন।
৩— [শ্রী — — ব ন ল তা অ ব ন ত —

স গো র। মগো র গো। ম।]
ভ র চ র — — — — লে]

৩। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়কৃত পদ্ধতি।

স র গ ম প ধ ন—সাত স্বর। ঋ কোমল ঋষভ, জ্ঞ কোমল গান্ধার, হ্ম কড়ি মধ্যম, দ কোমল ধৈবত, ণ কোমল নিষাদ। উদারায় হসন্ত চিহ্ন, তারায় রেফ।

। ঃ ০ ৵ একমাত্রা, অর্ধমাত্রা, সিকিমাত্রা, ছুয়ানিমাত্রা। এই সকল চিহ্ন স্বরের ডাহিনে লিখিত হয়। সাধারণতঃ একমাত্রা ভুক্ত স্বরসকলকে পুঞ্জীকৃত করিয়া লেখা হয়।

লয়ের সঙ্কেত এইরূপ।—

।৮ অতি বিলম্বিত (ম. ৫০)
।৬ বিলম্বিত (ম. ৬০)
।৫ ঈষৎ বিলম্বিত (ম. ৮০)
।৪ মধ্যলয় (ম. ১০০)
।৩ ঈষৎ দ্রুত (ম. ১৩২)
।২ দ্রুত (ম. ১৬০)
।১ অতিদ্রুত (ম. ২০০)

* এই স্থানটিকে ভগ্ন অংশে বাজিবে। স্থা সংযোগে ভগ্ন অংশ হইবে। পূর্ব্বোক্ত সতর্ক হইয়া ছড়িটিকে এরূপ ভাবে ব্যবহার করিবেন, যেন ঐ অংশটি বাজাইবার সময় একেবারে ছড়ির অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিতে পারেন।

যথাশক্তি দ্রুত ১.২.৩ ইত্যাদি গণিয়া তাহার যত সংখ্যা অন্তর মাত্রার তালি দিতে হইবে, আকারের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ঐ ক্ষুদ্র অঙ্কটিতে তাহাই বুঝাইতেছে। এইরূপে নির্দ্ধারিত মাত্রার যতগুলিতে তালের চরণ পূর্ণ হয়, তাহার অঙ্কটি ঐ আকারের বামে স্থাপন করিলেই তালের ব্যবহারোপযোগী স্থূল বিবরণ দেওয়া হইল। যথাঃ—
৪।১ এই অঙ্কের অর্থ——ম.২০০, চারি মাত্রার চরণ। *

এই স্বরলিপিতে আশুর চিহ্ন (-) হাইফেন্।

এই স্বরলিপির দৃষ্টান্ত   ইমনকল্যাণ—একতালা।
('সাধনা' হইতে গৃহীত)। *

৫৬   ৩।২

০ ১ + ৩ ৩

॥ { ক্ষপধা –না ধনধা। পা ক্ষপা গা। [গ]রা –গমা গা। রা সা সা। [স]নসা–রগা গা।
{ সু-- - ন্দ- র হৃ- দি র -- ঞ্জ ন তু মি ন- - ন্দ

রা সন্‌া সা। [স]পা –া –া। (ক্ষপা –গা –ক্ষা)। } –া ক্ষপা গা। { গা ক্ষা গা।
ন ফু- ল হা - - (-- - র) } - -- হ্ { তু মি- অ

গক্ষা –পা পা। [প]ক্ষা পা ক্ষা। ক্ষপধা –পা ক্ষা। [ক্ষ]গা –া ক্ষা। গক্ষা –পা জ্ঞা।
ন- - ন্ত স হ র স-- - ন্ত অ - ন্ত রে- - আ

গা –া –া। –া –া –ক্ষা॥ }
মা - - - - র। }

। পা ধা পা। –র্সা র্সা র্সা। নর্সা –ধা না। ধা পা পা। পা ক্ষপা গা।
নী ল অ - ম্ব র চু- - ম্ব ন ন ত চ র- ণে

[গ]রা গা মা। গরগা –া রা। রন্‌া রা সা। র্সা –া র্গা। [গ]র্রা র্গা র্মা।
ধ র ণী ধূ-- - ছ লি- র ত অ - ঙ্ক ন খে রি

গর্রগা –া র্রা। র্রা র্রা র্সা। সা –া রা। গা গা পা। ক্ষপধা –পা –া।
সং- - গী ত ব ত ন্ত - র ত্রে প ত বা-- - -

–ক্ষপা –গা –জ্ঞা॥
-- - র॥

* বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর লয়াঙ্কগুলির যে মাত্রামানমূলক প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে ঠিক তদর্থবাচক নহে। মাত্রামানের অঙ্কগুলি চলিত রীতির অধিকতর অনুযায়ী।

। র্সা র্সা র্রা। র্সা র্মা র্গা। নর্সা -র্রা র্সা। র্সা নর্সা ধা। ধা ধা র্সা।
অ ম কি ছে শ ত ই - - সু শি র - প পু ল কি

না ধা ধা। পধা -া পা। -া -ধপা -পা। ক্ষা পা না। ধা -া পা।
ছে ফু ল শ - ক - -- - চ র ণ ত - কে

ক্ষা পা ধা। পা -া ক্ষা। গা গমা রা। গা পা রা। গা -া রা। সা -া -া।
বা লি ত অ - কে চ ম - কে চ কি ত ছ - - স

। পা ধা পা। -র্সা র্সা র্সা। র্সর্রা র্সা র্সা। -া র্সা র্সা। র্সা র্রা র্রা।
ছি ড়ি ম - প্রে ম শ ত ব - ফু ল। তো মা পা

র্রা সর্রা র্সা। র্রা র্সা নর্সা। -ধা না ধা। পা ধা ধা। ধর্সা র্সা -া।
ন ধা - র স ত ক - - ল ন প হ হু দ - য় র

পা ধা পধা। -র্সা র্সা র্সা। সা -া রা। গা গা পা। ক্ষপধা -পা -া।
হু ল চ - ম ন র - ম ন উ প স্ব - - -

-ধপা -পা -ক্ষা॥
- - র॥

৯৩, ৯০, ৯৫ সংখ্যক গান তিনটি বেহালার পক্ষে অতিশয় উপযোগী। শিক্ষার্থী এই তিনটি গান উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া তারপর ইহাদিগকে ভাবালঙ্কার সহযোগে বাজাইতে বারম্বার চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ভাবালঙ্কার কোনরূপ খামখেয়ালি জিনিস নহে। বাদিতব্য বিষয়ের সহিত বাদকের সহানুভূতি থাকিলে (অর্থাৎ বাদক নিতান্ত ব্যাকরণ আবৃত্তির কায়দার কলের মতন না বাজাইলে) এ সকল অলঙ্কার আপনা হইতেই হাতে আসে। স্বরলিপিতে দাগ দিয়া ভাবাবেশের চেষ্টা অপেক্ষা এই উপায়ে স্বাভাবিক ভাবের উদ্দীপনায় অধিক ফল দর্শিবে।

(খ) ধ্বনি এবং অন্তর বিষয়ক।

এই পুস্তকে দুই প্রকার অন্তরের প্রসঙ্গ হইয়াছে। এক সুরের অন্তর, আর আধ সুরের অন্তর। কিন্তু এক আর আধ বলিলে দুটি জিনিসের আয়তনের যেরূপ সম্বন্ধ বুঝায়, সপ্তকের অন্তরগুলির মধ্যে অবিকল সেরূপ সম্বন্ধ বর্তমান নাই। এবিষয়টির সম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

সর্ব্বদাই বোধহয় দেখিয়াছি যে, আমাদের স্বরগ্রামের মধ্যে উচ্চ নীচ সকল স্বরগুলি [illegible] কারণ কি? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে শব্দের তরঙ্গের মধ্যেই এমন কিছু আছে, যদ্দ্বারা একটি শব্দ অথবা ধ্বনি অপর একটি হইতে চড়া অথবা খাদ মনে হয়।

জলে তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে যেমন সেই তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, বায়ুতেও তরঙ্গ হইয়া থাকে। জলের তরঙ্গ আমরা চক্ষে দেখিতে পাই, কিন্তু বায়ুর তরঙ্গ চক্ষুর্গোচর হয় না। এই সকল তরঙ্গের আঘাত দ্বারা কর্ণের [illegible] সেই অনুভূতির নামই শব্দ।

বায়ুর তরঙ্গ যদি নিতান্ত বৃহৎ অথবা নিতান্ত ক্ষুদ্র হয়, তবে কর্ণ তাহাদিগকে অনুভব করিতে পারে না। যে সকল তরঙ্গ কর্ণে উপলব্ধ হয় তাহারও সকলগুলিই আমার সঙ্গীতের উপযোগী মধুর ধ্বনি উৎপন্ন করিতে সমর্থ নহে। সঙ্গীতের উপযোগী ধ্বনির আবশ্যক হইলে, তদুৎপাদক তরঙ্গের একটি বিশেষ গুণ চাই। যে তরঙ্গে সেই গুণের অভাব, তদ্দ্বারা কেবল মাত্র কোলাহলেরই সৃষ্টি হয়।

মাত্রার পর মাত্রা যেমন ঠিক সমান ওজনে পড়ে, ঠিক সেইরূপ সমান ওজনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ক্রমাগত আসিয়া কর্ণে আঘাত করিলে তবে সঙ্গীতোপযোগী ধ্বনি অনুভূত হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতরে যতগুলি তরঙ্গের যত অধিক সংখ্যক কর্ণে আঘাত করে, আমরা ততই চড়া সুর শুনিতে পাই। ঐ তরঙ্গের সংখ্যা যত কম হয়, উৎপন্ন সুরটি ততই খাদে নামিয়া আইসে।

যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ তরঙ্গের উৎপাদন, এবং সেকেণ্ড পিছু তাহাদের সংখ্যা গণনা করা যায়। এইরূপ গণনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যে কোন নির্দ্দিষ্ট সুর উৎপন্ন করিতে প্রতি সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কম্পনের প্রয়োজন হয়। এ নিয়মের অন্যথা হইবার যো নাই। একটি মাত্র কম্পনের ন্যূনাধিক্য হইলে সুর তৎক্ষণাৎ নামিয়া বা চড়িয়া যায়।

সা ঋ গ ম প ধ নি প্রভৃতি সুরের কম্পন সংখ্যা একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্ধারিত হয়। এই নিয়মের কোনরূপ অন্যথা হইলেই আমরা 'বেসুরা' হওয়া বলি। সেই নিয়মটি এইরূপ,—

ঋা'র	কম্পন	সংখ্যাকে	সা'র	কম্পন	সংখ্যা	দ্বারা ভাগ করিলে ফল	=	[illegible]
গা'র	,,	,,	ঋা'র	,,	,,	,,	=	[illegible]
মা'র	,,	,,	গা'র	,,	,,	,,	=	[illegible]
পা'র	,,	,,	মা'র	,,	,,	,,	=	[illegible]
ধা'র	,,	,,	পা'র	,,	,,	,,	=	[illegible]
নি'র	,,	,,	ধা'র	,,	,,	,,	=	[illegible]
সা'র	,,	,,	নি'র	,,	,,	,,	=	[illegible]

প্রকৃত পক্ষে, এই সকল ভগ্নাংশই সপ্তকের অন্তরগুলিকে ব্যক্ত করিবার যথার্থ উপায়। ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, 'এক সুর' 'অর্দ্ধসুর', এই সকল কথা ভ্রমাত্মক। [illegible], [illegible], [illegible], এই তিন প্রকারের অন্তর অবলম্বন করিয়াই সপ্তক সৃষ্ট হইয়াছে।

সা'র সহিত অন্যান্য সুরের অন্তরও এই সকল ভগ্নাংশ হইতে সহজেই পাওয়া যায়। যথা—

সা আর ঋা অন্তর	=	৯/৮
সা ,, গা'র ,,	=	৫/৪
সা ,, মা'র ,,	=	৪/৩
সা ,, পা'র ,,	=	৩/২
সা ,, ধা'র ,,	=	৫/৩
সা ,, নি'র ,,	=	১৫/৮
সা ,, সাঁ'র ,,	=	২

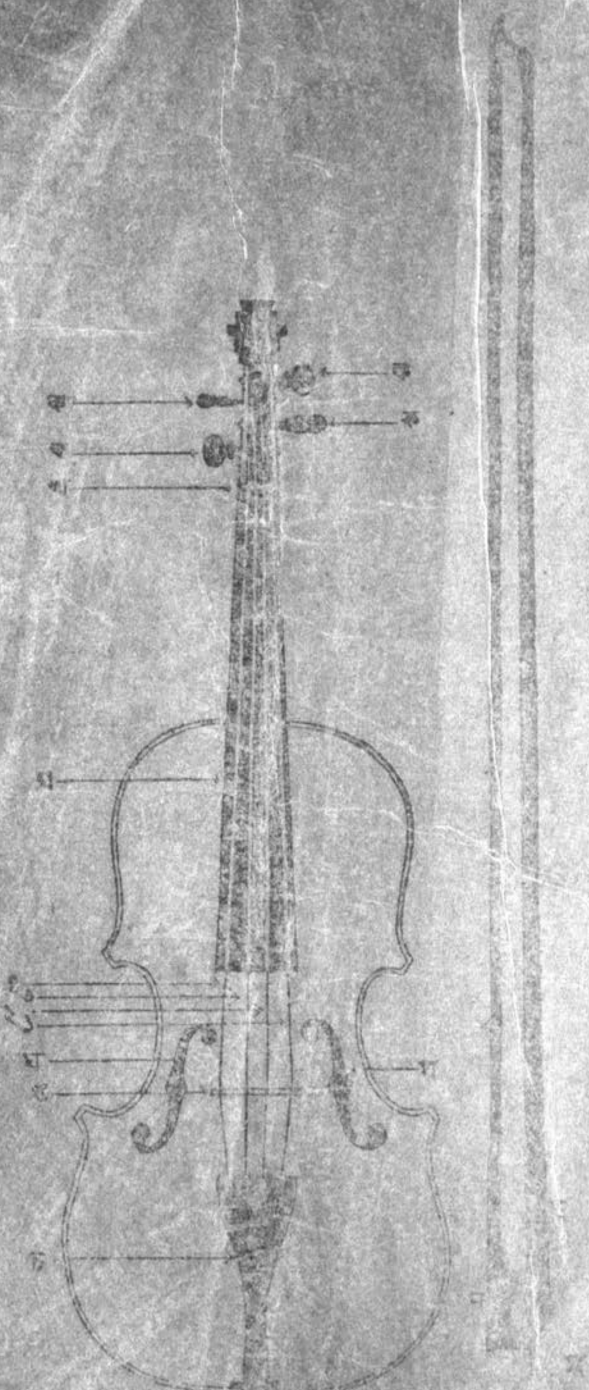
তারকে টান করিয়া তাহাতে টোকা অথবা ছড়ির ঘষা দিলে ঐ তার কম্পিত হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতোপযোগী তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এই জন্যই বেহালা সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে তারের ব্যবহার।

তারে টোকা দিলে অথবা ছড়ি ঘষিলে তাহা হইতে কিরূপ সুর বাহির হইবে তাহা দুটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। (১) তার যত টান হয় সুর ততই চড়ে; তারকে ঢিলা করিলে তাহার সুর নামিয়া আইসে। বেহালার সুর বাঁধিবার সময় ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। (২) তারের টানে কোনরূপ পরিবর্ত্তন না হইলে দেখা যায় যে, তার যত লম্বা অথবা খাট হয়, ঠিক তাহার বিপরীত অনুপাতে কম্পন সংখ্যা কমে অথবা বাড়ে। বাজাইবার সময় বেহালার তারকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে টিপিবার উদ্দেশ্যই এই যে তাহাতে তারের দৈর্ঘ্য পরিবর্ত্তন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ কম্পনের (সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সুরের) উৎপত্তি করিবে। এই পুস্তক আরম্ভ করিবার সময় যে হারমণিক সাধন করিয়া ছিলেন, তাহার কথা এই স্থানে একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। যখন তারের মধ্যস্থলে স্পর্শ করিয়া বাজাইয়া ছিলেন তখন তারের দৈর্ঘ্য অর্দ্ধেক, সুতরাং কম্পন সংখ্যা দ্বিগুণ, হইয়া গিয়াছিল। ফলে যেটি পাইয়াছিলেন উপরকার অষ্টম—যাহার কম্পন সংখ্যা মূল সুরের দ্বিগুণ। তৃতীয়াংশের স্থলে হালকা ভাবে ছুঁইয়া ছড়ি ঘষিবার সময় তারটি ঠিক তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া কাঁপিতে থাকে; এই জন্য মূল সুরের তিনগুণ কম্পন বিশিষ্ট একটি সুর উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ স্থানে জোরে টিপিয়া যখন তারের পঞ্চম সুর উৎপাদন করেন, তখন তারের দুই তৃতীয়াংশ কম্পিত হয়। এই মাত্র দেখিয়াছেন যে সুর পঞ্চমের অন্তর ৩/২।

তারের কোন্ স্থানে টিপিলে কোন্ সুর পাওয়া যাইবে, তাহা স্থির করা অতি সহজ। এই পুস্তকের প্রারম্ভে [illegible] তারের টিপের স্থান এইরূপ উপায়ে স্থির করিয়া দেওয়া গিয়াছে। আবার ঐ সকল স্থানে রঙ লাগাইয়া লইতে শিক্ষার্থীকে বারণও করা হইয়াছে। কারণ বেহালা বাজান কাঠের বাঁধা, কঠিন নহে। বিশেষতঃ [illegible] হইতে নটের দূরত্ব সকল বেহালায় ঠিক সমান হয় না। এরূপ অবস্থায় একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দু বাঁধিয়া দিলে

* সঙ্গীতে দুই প্রকার অন্তরের ব্যবহার আছে। ভারতীয় সঙ্গীতের [illegible]। ইউরোপীয় সঙ্গীতের [illegible] [illegible]। কিন্তু বেহালা বাজাইবার সময় ইউরোপেও [illegible] দেখা যায়। [illegible] সেতার প্রভৃতি [illegible] বাধা থাকে, তাহাতে [illegible] যে এতদ্দেশীয় সঙ্গীতের পক্ষেও [illegible] একেবারে অনাবশ্যক নহে।

[illegible]



(গ) যন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ [illegible]

[illegible]

(ঘ) পুনরাবৃত্তি বিষয়ক।

[illegible]

[illegible] আস্থায়ী [illegible], তাহা এই—

[illegible] আস্থায়ীর [illegible] আস্থায়ী [illegible] বারণের স্থানের [illegible]

[illegible] পুনরায় আস্থায়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া [illegible]

[illegible] একবার করিয়া বাজাইতে পারেন। নচেৎ—

[illegible] একবার, যেমন অভিরুচি) বাজাইয়া তৎপরেই [illegible] একবার বাজাইয়া পুনরায় আস্থায়ীতে প্রত্যাগমন করতঃ [illegible] শেষ।]

[illegible] এই রীতির উল্লেখ করা গেল, ইহা অলঙ্ঘনীয় আইন নহে। তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া [illegible] সঙ্গত। তবলা প্রভৃতির সহিত মিলাইয়া কিছু দিন [illegible] রীতি নীতি সহজেই আয়ত্ত হইতে পারে। তাহা না করিলে ঐ সকল গতের [illegible] হিসাবে, ঐরূপ ক্ষমতা না থাকা আর সঙ্গীত [illegible] হয়।

সম্পূর্ণ।